রুকইয়াহ
শারইয়াহ
আমিন বিন বারী

জিনের আসর, বদনজর, যাদুটোনা, বাণমারাসহ
শরীয়াহসম্মত চিকিৎসা বিষয়ক, দলিল-প্রমাণভিত্তিক অদ্বিতীয় গ্রন্থ

রুকইয়াহ শারইয়াহ

আমিন বিন বারী
তাকমীলঃ আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম
মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

মাকতাবাতুন নূর

আল-ইহদা...

উম্মাহর সেসব দুঃসাহসী শার্দুলদের,

যারা শাতিমে রসুলদের সমুচিত প্রাপ্তিতে বদ্ধ পরিকর।

যাদের প্রত্যাশিত ধরণী হবে, নিপীড়িত মাজলুমানের নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

যারা স্বপ্ন দেখেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবার।

যাদের কর্ম-ব্যস্ততা কেবলই আপন রবের সন্তুষ্টি অর্জনে।

যারা স্বপ্নবিভোর উম্মাহর শাবাবদের আইডল।

শুরুর কথা

حامدا ومصليا ومسلما

সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি আসমান-জমিন ও এ দুয়োর মাঝে যা কিছু আছে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। আর আমাদের সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তারই ইবাদাত করার জন্য। মহান আল্লাহ তাআলা একদিন আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসের ব্যাপারে হিসাব নিবেন। আমাদের সফলতা কীভাবে আসবে কোথায় আছে তা আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে আমাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মুক্তিরপথের দিশা একমাত্র আল-কুরআনুল কারিম। আল্লাহ আমাদের নাজাতদাতা, আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিত্রাণদাতা, তিনিই বান্দাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তারই দিকে ধাবিত হওয়া বান্দাদের জন্য একান্ত আবশ্যক। অতঃপর লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ রাসুলে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রূহ মুবারকে, যার আনিত শরিয়্যাহ্ সমস্ত মানবতার জন্য হিদায়াহ্ ও মুক্তির একমাত্র পথ ও পদ্ধতি। যুগে যুগে যারাই এ পথকে আকড়ে ধরেছেন। তারাই মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম কাতারে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সিরাত ও তা'রীখের গ্রন্থাদির সোনালী অধ্যায়ের পরতে পরতে যাদের উৎকর্ষ ও সাফল্যে আমরা অভিভূত হয়ে যাই। পক্ষান্তরে, যারাই এ পথকে পরিত্যাগ করেছিল, শক্ত করে আকড়ে ধরেনি; তাদেরকেও আমরা অতীতের জানালায় দেখতে পাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাদেরকে الضَّالِّين। বলে অভিহিত করেছেন। তারা সফল হয়নি; বরং তারাই ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

[এক] ভারতীয় উপমহাদেশের এ ভূখণ্ডে মুসলমানগণ, খুবই সহজ-সরলমনা। বিশেষ করে আমরা বাঙালী জাতি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি আমাদের মধ্যে ঢের রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের

প্রতি আনুগত্যের বিশেষ টানও রয়েছে। আবার এর বিপরীতে গোঁড়ামি, অন্ধভক্তি, শরয়ী জ্ঞানস্বল্পতার আধিক্যতা ও তাহক্বীকী মানসিকতা আর সঠিক মানহাজ জানা না থাকার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ জজবাকে আমরা সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে পারি না। তাইতো দিনশেষে ফলাফল শূন্যের কোঠায়।

[দুই] আবার এক শ্রেণীর মানুষ এমন রয়েছেন, যারা অতি আবেগি হওয়ার কারণে ভণ্ড পীর দরবেশদের খপ্পরে পড়ে, ঈমান আক্বিদার বারোটা বাজিয়ে চলেছেন। তাদের ইমানি চেতনা খুবই নড়বড়ে। তাদের সরলতা ও অতিভক্তিতা শরয়ী সীমারেখার প্রাচীর ভেদ করেছে। এতে তাদের ধর্মবিশ্বাস খুবই ঠুনকো ও হালকা হয়ে পড়েছে। ধর্মের নামে যেখানে যা কিছু পাচ্ছেন, তারা সেটাই সস্তা বিশ্বাসে মনেপ্রাণে লুফে নিচ্ছেন! তাদের হাজারো স্পর্শকাতর বুজুর্গি কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে অনেকটা এরকম-

(ক) মাজারে টাকা পয়সা দান করেন ৩এবং এটাকে সৌভাগ্য মনে করেন।

(খ) তাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস হলো, মাজারে শায়িত মৃত ব্যক্তির, অনেক কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে।

(গ) মাজারের সেবক বা খাদিমদের থেকে তাবিজ-কবজ, সুতা বা আংটি নেন সুস্থতা বা বরকত লাভের জন্য।

(ঘ) রোগ বা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আংটি বা কোন ধাতব পদার্থ ব্যবহার করেন।

(ঙ) কোন মাজার বা দরগাহ্ কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান বা উরসে শরীক হন পরকাল লাভের উদ্দেশ্যে।

(চ) জ্যোতিষ, গণক, ওঝা ও যাদুকরদের কাছ থেকে সুস্থতার জন্য কোন ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করেন।

(ছ) তারা হাত গননা, রাশিফল, কুলক্ষণ, এবং বিশেষ দিন বা কোন পশু পাখিকে শুভ বা কুলক্ষণ মনে করেন।

মূলকথা হলো- এর সবকয়টাই শিরক-কুফরের কারণে স্পষ্ট হারাম। যা কোন নূন্যতম শরঈ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ঘুণাক্ষরেও করতে পারে না। এগুলো সবই শরঈ জ্ঞানশূন্যতার কারণে হয়ে থাকে। তাইতো লাভের পরিবর্তে শুধুই লোকসান।

[তিন] আরো একটি সমস্যা হলো, দ্বীনি চিকিৎসার ক্ষেত্রে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষই দ্বীনি চিকিৎসার ধার ধারেন না; আবার যাদের একটু আধটু আগ্রহ আছে। তাদের মধ্যে এমনও রয়েছেন যারা গণক বা ওঝাদের কাছ থেকে কুরআনী চিকিৎসার নামে এমনসব তাবীজ-কবজ গ্রহণ করেন যা তাদের জ্ঞানশূন্যতা অথবা অসচেতনতার কারণে কুফর-শিরকের পর্যায় পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু তখনই হৃদযন্ত্রের ধুকধুকানি বেড়ে যায়, যখন দেখি, অনেক ইলম ওয়ালারাও নম্রপদে সে পথেই হাঁটছেন। নির্বিঘ্নে, নিঃসংকোচে, তাহক্বীক ব্যতীত।

উম্মাহর রাহবারদেরও এই অধঃপতন! কেন? কি তার কারণ?

যথাসম্ভব এর কারণ হলো, তারা কুরআন থেকে দূরে সরে গিয়েছেন; এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহকে পুরোপুরিভাবে আকড়ে ধরেননি। যদ্দরুন তারা অহীর বারাকাহ্ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, "অধুনা মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারণ শুধুমাত্র একটি তা হলো, কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া।

এ কথার বাস্তবতা আজ অক্ষরে অক্ষরে পরিলক্ষিত হচ্ছে! প্রিয় ভাইটি আমার, সময় নিঃশেষ হয়ে যায়নি! কুরআন-সুন্নাহর প্রতি নিবিষ্টমনে যদি মুতাওয়াজ্জু হওয়া যায়, তবে মান্না সালওয়া না চাই; আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী নুসরাত পাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়।

আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম উম্মাহ্ যেন সমাজের প্রচলিত রুসম-রেওয়াজের ঊর্ধ্বে উঠে, কুফর-শিরকের তাবীজ-কবজ, মাধুলি, কড়ি, তিলক ধুলকসহ বিভিন্ন রকমের ইসলামের লেবেলে বাতিল পন্থা ও পদ্ধতির অবসান ঘটায়, এবং জ্যোতিষ যাদুকরদের শয়তানি কারসাজির মৃত্যুপাত ঘটায়। মানুষের মনগড়া আক্বীদাকে পরিহার করে নিষ্কলুষ ঈমান ও তাওহিদের প্রতি ধাবিত করে। আমাদের প্রচেষ্টা, কুরআন সুন্নাহ'য় বর্ণিত নববী চিকিৎসার প্রসার ঘটানো।

আমাদের প্রত্যাশা এই উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য যেন, ভন্ড-বিদয়াতি চিকিৎসকদের পরিত্যাগ করে একমাত্র কুরআনকেই নিজেদের জীবনের লক্ষ্য

হিসেবে নির্ধারণ করে। সারকথা হলো, শেষ অবধি যারাই কুরআন-সুন্নাহের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আমালের উপর অটুট থাকবে এবং ইসলামী শরীয়তের প্রত্যেকটি বিষয়ের যথাযথ অনুসরণ করবে, তারা দুনিয়াবী ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তারাই সিরাতল মুস্তাকিমের উপরে কায়েম থাকবে। আল্লাহ্ সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে সর্বাবস্থায় শরয়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করার মানষিকতা দান করুন। এবং সকল আমালী বিষয় তাহক্বিক করে আমাল করার তাওফিক দান করুন আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বার্তা

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের দরবারে। যার চেয়ে আমাদের আপন আর কেউ নেই। যিনি আমাদের রব, তিনিই আমাদের সব। লক্ষ কোটি দরূদ-সালাম বর্ষিত হোক নাবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রূহ মুবারকে। যার আনিত শরিয়াহ্ পৃথিবীর সর্বোময় আলোকিত করেছিলো এই ধরাকে। যে আলোর পানে ব্যাকুল হয়ে বহুকাল ধরে যে ধরণী ছিলো আঁধারে নিমজ্জিত, সে আলো খুঁজে পেয়ে ধরিত্রী হয়েছিলো পুলকিত, উদ্ভাসিত। যুগান্তরের ঘুর্ণিপার্কে সে সূর্য আজ অস্তমিত, যার আলো বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবে আর হতাশা নয়; কারণ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের মুখনিঃসৃত বাণী, "পুনরায় সে আলোর রওশন অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর সর্বত্র, প্রত্যেক কাঁচাপাকা গৃহে। সে আলোকরশ্মি থেকে আলোকফোঁটা আহরণ করার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্রতম গ্রন্থের প্রচেষ্টা মাত্র।

আমাদের সামাজিক প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক ইসলামি চিকিৎসার নামে চলছে ভন্ডামীর রমরমা বানিজ্য। যা আর কারও কাছে রীতিমত বলার প্রয়োজন নেই। চারদিকে কুফর-শিরক, বিদয়াতে সয়লাব। হতাশা ও আতংক ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। পদ্ধতি অনেক; ইসলামী মোড়ক লাগিয়ে চলছে চিকিৎসার নামে গোঁড়ামি ও মূর্খতার ধর্ম বানিজ্য। চলছে তো চলছেই। সঠিক উপায় ও উত্তরনের পথ ও পন্থার অনুসন্ধান না থাকার কারণে উম্মাহ্ আশ্বস্ত হতে পারছে না! আল্লাহু আ'লাম।

যে কারণে এ গ্রন্থের অবতারণা- একটি ভিন্ন প্রসঙ্গে শুধুমাত্র দুটো অভিজ্ঞতার কথা বলি, একজন জিনে ধরা পুরুষ রোগী গিয়েছিলো জিন তাড়াতে একজন নামকরা জিন তাড়ানোর মেশিনের (!) কাছে। লোকমুখে তার প্রসিদ্ধি ঢের। কত তার নাম-ডাক! তিনি জিনকে বোতল বন্দি করেন, পুড়িয়ে ফেলেন,

এমনকি যতবড় তাগড়া জিনই হোক না কেন তার কাছে সবাই বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য! যাইহোক; তিনি হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। লোকমুখে শুনে তার কাছে যাওয়া হলো। কিন্তু তার চিকিৎসা করার পদ্ধতির ধরন এমন, তাহকিক অনুযায়ী একজন হিন্দু পুরোহিত আর তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনই পার্থক্য খুঁজে পাওয়া গেলো না। তিনি মুশরিক হয়ে গেছেন কি না এ ফতোয়া আমি না দিলেও তা ছাবেত না হওয়ার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়টি ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ঘটনা। ঘটনাটি একজন অবিবাহিতা নারীর। সমস্যা একই, জিনে ধরা রোগী। সেই ওঝার জিন তাড়ানোর পদ্ধতি এখানে বর্ণনা করতে চাই না; শুধু এতটুকুই বলি, সেদিন সে ওঝার কাছে তার জিন তাড়ানো যায়নি বটে, তবে সে বোনের ইজ্জত আব্রু সবটুকু চলে গিয়েছিলো সে পাষণ্ড লম্পটের হাতে। যা ভুক্তভোগী পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে নিজমুখে বর্ণনা করেছেন। জোরপূর্বক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিনের রোগী বলে চালিয়ে দিয়েছে। এই হলো আমাদের হাল-জামানার বাস্তব চিত্র। এবারে প্রাসঙ্গিক কথায় আসি, ফিলহাল, কুরআনী চিকিৎসা এবং তাবীজ-কবজের নামে হরেক রকমের বইয়ে বাজার টইটুম্বুর (!) যার মধ্যে কিছু কিছু বইয়ের এমন বেগতিক অবস্থা;প্রচ্ছদ বা লেবেলে তো আদি, ইসলামী কিন্তু(!) ভেতরে পুরোই চিচিন ফাঁক। কোন কোন বইয়ের মধ্যে তো খোদ হিন্দু ধর্মীয় শাস্ত্রের মন্ত্র লেখা, যা নির্বাক চোখে দেখে দেখে নিভৃতে কেঁদেছি শুধু। এসব বইয়ে যে হাজারো শিরক এবং কুফরি কথাবার্তায় ভরপুর তা যে কোন বিজ্ঞ অনুসন্ধানী ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারবেন। অপরদিকে নববী চিকিৎসার অনুসৃত, মৌলিক কুরআন-সুন্নাহর তথ্যসমৃদ্ধ কোন গ্রন্থ অন্তত বাংলাভাষায় কখনোই নজরে আসেনি। উপরের আলোচনার সবকিছু মিলিয়ে, হৃদয়ের-ব্যাকুলতা থেকেই এরকম একটা প্রামাণিক বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। মনের মধ্যে একটা লালিত স্বপ্ন ছিলো, এরকম একটা গ্রন্থের। সর্বপ্রথম যখন এই বিষয়ের একটি বই হাতে পেলাম; মন থেকে খুবই পুলকিত হলাম। বই লেখার বিষয়ে আর আগে বাড়লাম না। এ বইটি ছিলো একটি আরবী বইয়ের বাংলা অনুবাদ। কিছুদিন পরে অনুভব করলাম, উম্মাহর বৃহৎ একটা অংশ এই বই থেকে ফায়দা নিচ্ছে না। অথবা এর থেকে ফায়দা পাচ্ছে না। এর সঠিক কারণটা কী? এবং তার কারণ কী সঙ্গত; না অসঙ্গত?

তা বলতে পারবো না। এসব চিন্তা-ভাবনার সময়কাল ছিলো ১৪৩৯ হিজরির শুরুর দিকে। পরে মনের মধ্যে আবার সাহস সঞ্চয় হলো যে, হ্যাঁ এ বিষয়েই যদি উম্মাহর প্রয়োজন বিবেচনা করে একটি গ্রন্থ তৈরি করা যায় তাহলে আশা করি হয়তোবা উম্মাহর জন্য খুবই মুফিদ হবে। যদি না অযোগ্যতার দরুন পণ্ডশ্রম হয়। এরপর আল্লাহর নামে কাজ শুরু করে দিলাম। এই লেখালেখির ব্যাপারে কাজ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তেমন কেউই জানেন না। প্রথম সংস্করণে একটি অভিব্যক্তির কথা লিখেছিলাম বিবেকের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত মুছে দিয়েছি। এখন দ্বিতীয় সংস্করণে ইচ্ছা জাগলো সে বিষয়ে লিখতে কিন্তু... থাকনা কিছুটা সুপ্ত বেদনা হৃদয় গহীনে।

আল্লাহ্ বলেন,

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ

"আল্লাহ্ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সবচেয়ে ভালো সাহায্যকারী।"

এ আয়াতের সত্যতায় তখন মনে সাহস সঞ্চয় হলো। মনে পড়ে গেলো, একজন ফারসি কবির কোন এক কবিতার সেই ঐতিহাসিক পংক্তি, "তোর ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, তবে একলা চলরে।"[১]

"প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলছি, নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করার জন্য নয়; উম্মাহর প্রয়োজন অনুভব করেই এ কাজে হাত বাড়ানো। পাঠকের মনোরঞ্জন এবং বাড়তি প্যাঁচালের প্রয়োজন উপেক্ষা করে বইটির শরয়ী রূপরেখা ঠিক রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক বিষয়ের লেখা মজুদ থাকার পরেও যে অধ্যায়গুলো পাঠকের প্রয়োজন অনুপাতে বেশি যুতসই সেগুলো যোগ করা হয়েছে। পাঠকের জন্য লেখা বা তথ্যসংক্রান্ত পরামর্শের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত রইলো। অবশ্যই যে কেউ পরামর্শ বিনিময় করতে পারবেন ইনশা-

[১] (এর ইস্তেমালটা অপ্রাসঙ্গিক; তবু কেন জানি এখানে প্রয়োগ করেছি। কারণ সমাজে কত মানুষ কত বিষয়কে যত্রতত্র তাদের খেয়ালখুশি মত চালিয়ে দেয়। যেখানে জিহাদের মত মৌলিক বিধানকে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পদ্ধতি বলে স্বরচিত ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচে ফেলে চেতনার ঝড় (!) উঠাতে পারে; সেখানে আমার এতটুকুন কাল্পনিক বর্ণমালার একটু এদিকসেদিকের আর কীইবা মূল্য থাকতে পারে?)

আল্লাহ্। আর হ্যাঁ, আপনাদের যদি এমন কোন সমস্যা বা জটিল কোন সমস্যা থাকে, জ্বিন যাদুটোনাসহ নিত্য-নৈমিত্তিক অস্বাভাবিক সুক্ষ্ম কোন সমস্যা যার সমাধান বক্ষমান গ্রন্থে খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অনলাইনে আমাদের বিভিন্ন ব্লগ, পেজ বা সাইটগুলো ভিজিট করতে পারেন-

ফেসবুক গ্রুপ নাম - রুকইয়াহ্-Ruqyah Online Support group লিখে সার্চ করুন।

অথবা এই গ্রুপ লিংকে সার্চ করুন-

http://www.facebook.com/groups/hdruqia

ফেসবুক পেইজ নাম- Ruqyah Sariah center Bangladesh লিখে সার্চ দিন।

রুকইয়াহ বিষয়ক কোন তথ্য জানতে আমাদের ব্লগসাইট ভিজিট করতে পারেন-
www.Ruqyahonlinebd.blogspot.com
www.Ruqyahonlinebd.wordpress.com/

রুকইয়াহ বিষয়ক কোন অডিও, ভিডিও, অ্যাপস, লেকচার, বা পরামর্শ পেতে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত থাকুন। আশা করি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ্। একটি কথা না বললেই নয়; তা হলো আমাদের বইয়ের প্রথম এডিসনে প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার মধ্যে একটি ত্রুটি বিষয়ক ঘটনা ঘটে যায়। তা হলো, বান্দা ঢাকা থেকে দূরত্বে অবস্থানের কারণে প্রকাশক বরাবর পাণ্ডুলিপিটি ইমেইলে প্রেরণ করতে হয়। যাতে কোনো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ডিজিটাল সমস্যায় পড়ে আমাদের তৈরিকৃত ফাইলটির ফ্রন্ট, ডিজাইন, ফুটনোট এলোমেলো হয়ে যায়, প্রকাশকে হয়তো ফাইলের ধরণ প্রস্তুতকৃত ভেবে আর আমাকে অবহিত করার প্রয়োজন মনে করেননি। তিনি একজনকে শব্দবিন্যাসের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, যিনি তার নিজের খেয়াল খুশিমত ফাইলের কাজ করে প্রকাশককে ফাইল জমা দেন। আমাদের বেঁধে দেয়া সময়ের দু সপ্তাহ পরেও তারা বই বাজারে তুলতে পারেননি। একটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের, কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক সময়ের প্রয়োজন সেটা আমরাও বুঝি। কিন্তু বুকটা দুরুদুরু

করে কেঁপে উঠলো তখন যখন ছাপাকৃত বইয়ের একটা কপি সর্বপ্রথম হাতে পেলাম। কি অদ্ভুদ অবস্থা। পাণ্ডুলিপি ছিলো একরকমের আর বই হয়ে গেলো অন্য রকমের। কি আর করা; তাকদিরকে তো মানতেই হবে। অসামঞ্জতার কারণে অনেক প্রিয়দের বা বড়দের বইটি হাদিয়া দিতেও কুণ্ঠিতবোধ করেছি। কারণ, অভিরুচি বলেও তো একটা কথা থাকে। যে সকল অসঙ্গতি বা ত্রুটি সম্মানিত পাঠকের নজরে এসেছে তার মূল সমস্যা এখানেই। এদিকে যা ঘটার ঘটে গেলো। দরসি ব্যস্ততার কারণে কিছুই জানতে পারিনি। যদিও কিছু শব্দবিন্যাস কয়েকটি বানানরিতি ও অঙ্গাসজ্জার হেরফের ব্যতীত মৌলিক কোন ত্রুটি ধরা পড়েনি তবুও পাঠকের কাছে বলবো, বই হলো, লেখকের মনের সাজানো প্রস্ফুটিত ফুলবাগান। সেখান থেকে যদি কেউ একটি ফুলও ছিড়ে নিয়ে যায় বা বাগানের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়, তখন মালীর মনে কাঁটার আঁচড় বিঁধে। যাইহোক; ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছি এখন যেটি প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি সামান্য পরিমার্জিত হয়ে আমাদেরকৃত পান্ডুলিপিটাই আর একটি অগ্রিম খুশির সংবাদ জানিয়ে দিতে চাই। তা হলো যে, পাঠক পাঠিকাদের অভুতপূর্ব সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। তারা তাদের এমনসব বিষয়াদি শেয়ার করেছেন যে, আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আলহামদুলিল্লাহ্ সম্মানিত পাঠকবৃন্দের অনুরোধে, তাদের চাহিদা মেটাতে আমরা এর কাজ শুরু করে দিয়েছি, যথাসম্ভব খুব শীঘ্রই এর দ্বিতীয় খন্ডের কাজ শেষ হবে ইনশাআল্লাহ্। আশা করছি, হয়তো কয়েকমাসের মধ্যেই প্রিয় পাঠকরা! দ্বিতীয় খণ্ডটি পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে, নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যবহুল বিষয়ের আলোকে। মাবুদ যেন তা সহজ করে দেন। যারা ইতোপূর্বে বইটি সংগ্রহ করেছেন, তারা আমাদের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটিকে মার্জনার দৃষ্টিতে দেখবেন। আমাদের রুকইয়াহর সংশ্লিষ্টতার পেছনের গল্প না হয় অন্য আর একদিন, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।

শেষকথা, উম্মাহর কুরআনময় পথচলায় আমরা সহযাত্রী। দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কোন অসঙ্গতি বা ত্রুটি দেখা যায়, সমালোচনা নয়; পূর্বের মত সংশোধনের নিয়তে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব ইনশাআল্লাহ্ কুরআনই হোক আমাদের পথচলার পাথেয়। এই দেশে, এই

ভূখণ্ডে, কুরআনের রাজ কায়েম হোক, এটাই প্রত্যাশা করি। শেষ ফরিয়াদ, আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন লেখকের সমস্ত গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিন, আমীন। যারা আমীন বলেছেন, আল্লাহ্ তাদেরকেও ক্ষমা করুন। ইয়া রহমান, আমাদের সবার উপর ক্ষমার চাদর বিছিয়ে দিন। আমীন

আমিন বিন বারী
aminbinbari@gmail.com

অনুসন্ধান পাতা..

অধ্যায়-১

রুকইয়াহ (الرقيه)

অধ্যায়-২

নববী চিকিৎসার সফল অভিজ্ঞতা

অধ্যায়-৩

তাবীজ-কবজ

অধ্যায়-৪

বদনজর (عين)

অধ্যায়-৩

জিন ও জিনকেন্দ্রিক অসুস্থতা

অধ্যায়-৬
যাদু ও যাদুকেন্দ্রিক অসুস্থতা

অধ্যায়-৭
ওয়াসওয়াসা

অধ্যায়-৮
স্বপ্ন ও স্বপ্নকেন্দ্রিক জটিলতা

অধ্যায়-৯

আ'মালিয়াত

অধ্যায়-১

রুকইয়াহ শারইয়াহ্ কি?

আত-তিবব الطب। শব্দটি ط এর যেরের সাথে প্রসিদ্ধ। আল্লামা সুয়ূতী রহ. বলেন, যে ط এর মধ্যে যবর যের সবটিই জায়েজ। যার অর্থ হলো রোগসমূহের চিকিৎসা করা। আর এর অর্থ যাদু করাও এসে থাকে। এজন্য مطبوب যাদুকৃত ব্যক্তিকেও বলা হয়ে থাকে। আর طب হচ্ছে দুই প্রকার। ১ শারীরিক। ২। আধ্যাত্মিক।

নাবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হলো আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করা। আর এ বিষয়কে কুরআনে কারীমের মধ্যে يزكيهم এবং নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আত্মশুদ্ধি করবেন এ বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শারীরিক চিকিৎসা সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন। তাহলে যেন রাসুলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত শরীয়ত পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং কোন দিকে অসম্পূর্ণ থাকে না।

রুকইয়াহ'র শরয়ী হুকুম কী?

الرق হচ্ছে رقية এর বহুবচন। যার অর্থ হচ্ছে ঝাড়ফুঁক। জরাক্রান্ত, ব্যথাগ্রস্ত এবং জিনে ধরা ব্যক্তির উপর যা পাঠ করা হয়ে থাকে।

[এক] এখন যদি এ রুকইয়াহ رقية কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে বর্ণিত দুআ দ্বারা হয়ে থাকে তাহলে তা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ এবং উত্তম।

[দুই] আর যদি অনারবদের ভাষার এমন মন্ত্র বা শব্দসমূহের মাধ্যমে হয়; যেসব শব্দের অর্থ জানা নেই তাহলে এটা হারাম। কারণ, এতে কুফরী শব্দের সম্ভাবনা রয়েছে।

[তিন] আর যদি এমন শব্দসমূহের দ্বারা হয় যার অর্থ জানা আছে। আর তা যদি শরীয়ত সম্মত হয়, তাহলে তা জায়েজ।

[চার] আর কোন কোন রেওয়ায়েতের মধ্যে মন্ত্র থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করা রয়েছে। সে রেওয়ায়েত হয়ত রহিত হয়ে গেছে অথবা এমন মন্ত্রের ক্ষেত্রে যার অর্থ জানা নেই অথবা এ মন্ত্রকে স্বয়ং প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে করা হয়ে থাকে। যেমন বর্বর যুগে এমন ধারনা করা হতো। সমস্ত উম্মতের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সবাই চিকিৎসা করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

হাদীসঃ হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

অর্থাৎ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে রোগমুক্ত হয়।[২]

কিন্তু চিকিৎসক কখনো রোগ নির্ণয় করতে পারে না। বরং ধারণার উপর ঔষধ করে থাকে। বিধায় হাজারও বার রোগমুক্তি হয় না। যদি চিহ্নিত রোগের উপর সঠিক ঔষধ পড়ে তাহলে রোগমুক্ত হয়ে যায়। এ কথাটিকেই হাদীসের মধ্যে أصيب দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে মুসনাদে আহমদের হাদীসে রয়েছে, অর্থাৎ, তোমরা চিকিৎসা করো হে আল্লাহর বান্দাগণ, কেননা, আল্লাহ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি যার ঔষধ সৃষ্টি করেন নি। শুধুমাত্র একটি রোগ ব্যতীত। আর তা হচ্ছে, বয়োবৃদ্ধতা।[৩]

রুকইয়াহ'র প্রকারসমূহ

ইসলামী শরীয়তসম্মত ঝাড়-ফুঁক করাকে আরবীতে রুকইয়াহ বলা হয়। অর্থাৎ, যে আয়াত ও যিকরসমূহ দ্বারা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, এবং আরোগ্যের জন্য রোগীকে তার দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হয়। রুকইয়াহ চার প্রকারঃ

---

[২] মুসলিম, হাদীস নং-২২০৪

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»

[৩] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং-১৮৪৫৪

تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

এক- পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ এবং আল্লাহর সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলী দ্বারা ঝাড়-ফুঁক। এটা জায়েজ এবং উত্তম।

দুই- সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত যিকর আযকার দ্বারা ঝাড়ফুঁক। এটাও জায়েজ।

তিন- এমন যিকর আযকার ও দুআসমূহ, যার দ্বারা এমন ঝাড়-ফুঁক, যা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়; তবে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতও নয়। এটাও জায়েজ।

চার- এটা হলো এমন মন্ত্র, যা কুফর এবং শিরক মিশ্রিত এবং যার অর্থও বোঝা যায় না।

যার প্রচলন জাহেলী যুগেও ছিল। এ প্রকার মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হারাম। এর থেকে মুসলিমদের বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অংশীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল।[৪]

রুকইয়াহ হাদীস থেকে প্রমাণ।

হাদীসে বর্ণিত আছে,

আব্দুল আযিয রহ. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ও সাবিত একবার আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর নিকট গেলাম। সাবিত বললেন, হে আবু হামযা, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তখন আনাস রাযি. বললেন, আমি কি

---

[৪]. সূরা নিসা: ৪৮.

তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দিয়ে রুকইয়াহ করেছেন তা দিয়ে রুকইয়াহ করে দিবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আনাস রাযি. পড়লেন,

اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما

হে আল্লাহ! তুমি মানুষের রব। রোগ নিরাময়কারী। আরোগ্য দান করো। তুমি আরোগ্য দানকারী। তুমি ব্যতীত আর কেউ আরোগ্যদানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না।[৫]

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকইয়াহ করতেন আর এ দুআ পাঠ করতেন: ব্যাথা দূর করে দাও হে মানুষের পালনকর্তা! আরোগ্য দানের ক্ষমতা কেবল তোমারই হাতে। এ ব্যাথা তুমি ছাড়া আর কেউ দূর করতে পারবে না।[৬]

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, জ্বর ও ব্রণ-ফুসকুড়ি ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকইয়াহ করতে সম্মতি দিয়েছেন।[৭]

উবাইদ ইবনু রিফায়া আয-যুরাকী রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন,

আসমা বিনতে উমাইস রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জাফরের সন্তানের তাড়াতাড়ি বদনজর লেগে যায়। আমি কী তাদেরকে

---

[৫] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-৫৭৪২, ই: ফা: ৫২১৮

عن عبد العزيز، قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك، فقال ثابت: يا أبا حمزة، اشتكيت، فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال: «اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما

[৬] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-৫৭৪৪, ই: ফা: ৫২২০

عن عائشة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما»

[৬] জামে তিরমিযী, হাদীস নং-২০৫৬

[৭] عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ وَالعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ»

রুকইয়াহ করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কেননা কোন জিনিষ যদি ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারতো তাহলে বদনজরই তা অতিক্রম করতে পারত।[৮]

রুকইয়াহ দ্বারা বিনিময় গ্রহণ করা কি বৈধ?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সামরিক অভিযানে পাঠান। আমরা একটি জনপথে আসার পর তাদের কাছে মেহমানদারী প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে আপ্যায়ণ করল না। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের গোত্রের প্রধানকে বিচ্ছু দংশন করলো।

তারা আমাদের নিকট এসে বললো, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে বিচ্ছু দংশনকারীকে ঝাড়-ফুঁক করতে পারে? আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি নিজেই। কিন্তু তোমরা যদি আমাদেরকে একপাল বকরী প্রদান না করো তাহলে আমি ঝাড়-ফুঁক করতে সম্মত নই

তারা বললো, আমরা তোমাদের ৩০টি বকরী প্রদান করবো। আমরা এ প্রস্তাবে রাজি হলাম। আমি সাতবার সূরা ফাতেহা পাঠ করে তাকে ঝাড়-ফুঁক করলাম। ফলে সে রোগমুক্ত হলো এবং আমরা বকরীগুলো হস্তগত করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, এ বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহের উদ্ভব হলো।

আমরা বললাম, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হাজির হওয়ার আগ পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তার নিকট উপস্থিত হওয়ার পর আমি যা করেছি তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, কীভাবে তুমি জানতে পারলে এটা দিয়ে রুকইয়াহ করা যায়? বকরীগুলো হস্তগত করো এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রাখো।[৯]

---

[৮] জামে আত-তিরমিজি হাদীস নং ২০৫৯

[৯] জামে তিরমিযী, হাদীস নং-২০৬৩

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ، فَسَأَلْنَاهُمُ الْقِرَى فَلَمْ يَقْرُونَا، فَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ أَنَا، وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا، قَالُوا: فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً، فَقَبِلْنَا =

রুকইয়াহ দ্বারা উপকার পাবেন কীভাবে?

রুকইয়াহ দ্বারা উপকার পেতে কিছু বিষয় মেনে চলতে হবে যাতে আপনি সহজেই উপকৃত হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ্।

রুকইয়াহ গ্রহণকারীর জন্য শর্তসমূহ:

১. রুকইয়াহ গ্রহণকারী একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে।

২. রোগীর পূর্ণ এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল কুরআন মহাঔষধ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও মুমিনের জন্য উপকারী।

৩. আরোগ্য লাভে দেরী হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা।

৪. আকিদাহ্ ঠিক করতে হবে। অর্থাৎ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ-এর পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

৫. কোন যাদুকর বা গণকের দেওয়া তাবিজ-কবজ থাকলে খুলে ফেলে দিতে হবে।

৬. এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, যিনি রুকইয়াহ করেন তার কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ চাইলে কুরআনের বরকতে আরোগ্য লাভ হবে।

৭. রোগী কোন গুনাহে লিপ্ত থাকতে পারবে না।

৮. বেশি বেশি দান সাদাকাহ্ করতে হবে.

৯. সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে হবে এবং বেশি বেশি নফল নামাজের পাবন্দী করতে হবে।

১০. রোগী যদি নারী হয় তাহলে পূর্ণ পর্দার অনুসরণ করতে হবে।

রুকইয়াহ্কারীর জন্য শর্তসমূহ:

১. তিনিও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা করবেন।

২. সর্বদা গুনাহমুক্ত থাকতে চেষ্টা করবেন।

= فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: الحَمْدُ لِلَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَبَرَأَ وَقَبَضْنَا الغَنَمَ، قَالَ: فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ
فَقُلْنَا: لاَ تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ
الَّذِي صَنَعْتُ، قَالَ: «وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْبِضُوا الغَنَمَ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ»

৩. রোগীকে যখন রুকইয়াহ করবেন তখন রোগীর সুস্থতার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন।

৪. রাক্বীকে আক্বীদা ও মানহাজের দিক দিয়ে আহলে সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে।

৫. রাক্বীকে কুরআনের উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে যে, কুরআনের বরকতেই আল্লাহ তাআলা রোগীকে আরোগ্য দান করবেন।

৬. রাক্বীকে পরহেজগার মুত্তাকী হতে হবে।

৭. মহিলা রোগীর ক্ষেত্রে পর্দা মেনে চলতে হবে।

৮. রোগীর সাথে অসদাচারণ কিংবা ভর্ৎসনা করা যাবে না।

৯. গভীর আগ্রহের সাথে রুকইয়াহ করতে হবে।

১০. তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো বর্জন করতে হবে এবং গাম্ভীর্যের সাথে তিলাওয়াত করতে হবে।

১১. মনে মনে আরোগ্যের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবে।

১২. রোগীর মাঝে আছরকৃত জ্বিনকে শায়েস্তা বা জ্বালানো-পোড়ানো ও তাড়ানোর পূর্বে তাকে দাওয়াত দিতে হবে, আর রোগীর চিকিৎসার পূর্বে তার ঈমান আকিদাহ মজবুত করার জন্য রোগীকেও দাওয়াত দিতে হবে।

১৩. রাক্বীকে অবশ্যই একজন আদর্শবান ব্যক্তি হতে হবে। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণ ও লেনদেনসহ প্রতিটি কাজে উত্তম আদর্শ হওয়া জরুরী। কেননা, তিনিই তো রোগীকে সর্বদা বেশি বেশি ইবাদত ও যিকির করতে বলবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾

তোমরা মানুষকে পুণ্যের আদেশ করো। আর নিজেদের ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করো। তোমরা কি বুঝ না?[১০]

১৪. রোগীর মাঝে আত্মবিশ্বাস বপন করা রোগীর মাঝে প্রশান্তি ও **প্রথমত:** তার প্রতিপালকের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ও **দ্বিতীয়ত:** নিজের উপর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। রোগীর জন্য যা হয়েছে তার ভুল

[১০] সূরা বাকারাহ, আয়াত নং-৪৪

হওয়ার ছিল না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং তার ভালোবাসার প্রমাণ

কারণ হাদীসে আছে, আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে রোগ-শোক দেন। মানুষ যখন মানবিকভাবে খুব দুর্বল থাকে, তখন শয়তান তার ভিতরে প্রবেশ করে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে।

১৫. রোগীকে চিকিৎসার সাথে সাথে তাওবার পরামর্শ দিতে হবে। যেন সে তার জীবনধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এটা তার মনে আশার সঞ্চার করবে এবং নিরাশা দূর করবে।

স্বয়ং রাসুল (স.) যখন রুকইয়াহ করলেন

এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে,

হযরত উবাই ইবনে কাব রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নাবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসে ছিলাম। তখন এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর নাবি, আমার ভাই ব্যাথায় আক্রান্ত। সে বলল, তার একটু পাগলামীও রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো ঐ ব্যক্তি তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে নিয়ে বসালেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে, সূরা ফাতিহা,সূরা বাকারার প্রথম চার আয়াত, সূরা বাকারার ১৬৩ নং আয়াত, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত, সূরা আল ইমরানের ১৮নং আয়াত, সূরা আরাফের ৫৬ নং আয়াত, সূরা মুমিনুনের ১১৬ নং আয়াত, সূরা জ্বীনের ৩১ নং আয়াত, সূরা সাফফাতের প্রথম দশ আয়াত, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে রুকইয়াহ করে দিলেন। তখন ঐ অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে দাড়িয়ে গেলেন। আর এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন যে, পূর্বে তার যেন কোন অসুস্থতাই ছিল না।[১১]

---

[১১] মুসনাদে আহমদ, হা: ২১১৭৪

"أبي بن كعب" "كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله، ن لي أخا
وبه وجع، قال: وما وجعه؟ قال به لمم، قال: فأتني به فوضعه بين يديه، فعوذه النبي صلى =

ইবনে মাসউদ রাযি. রুকইয়াহ করলেন অতঃপর...

তাফসীরে রুহুল মাআনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তির মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ ছিল। লোকটি ইবনে মাসউদ রাযি.-এর কাছে আসলেন। তিনি লোকটির কানের কাছে সূরা মু'মিনুনের ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ নং আয়াত পড়ে রুকইয়াহ করে দিলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে গেল। অতঃপর এ খবর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গেলো, তখন তিনি বললেন, তুমি তো এ আয়াতগুলো তার কানে পড়ার কারণে তাকে জালিয়ে দিয়েছ। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহর কসম! কোন ব্যক্তি যদি ইয়াকীনের সাথে কোন পাহাড়ের উপর এ আয়াতগুলো পাঠ করে তবে পাহাড়ও টলে যাবে।[১২]

= الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة وهاتين الآيتين {وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ} وآية الكرسي وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ} وآية من الأعراف {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ} وآخر سورة المؤمنين {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ} وآية من سورة الجن {وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا} وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوذتين. فقام الرجل كأنه لم يشك قط"

[১২] মুসনাদে আবু ইয়ালা ৮/৪৪৮,রুহুল মা'আনি ৯/৩৬২

অধ্যায়-২

নববী চিকিৎসার সকল অভিজ্ঞতা

এই তরুণীকে যাদু করা হয়েছিলো

[অভিজ্ঞতা ১] ছেলেটি বয়সে তরুণ। ঢাকা মোহাম্মাদপুরের একটি প্রাইভেট মাদরাসায় অধ্যয়নরত। আমার সাথে পরিচয় দুই তিন বছর আগে। ফোনে যোগাযোগ রাখে। এভাবেই চলছিলো। এবার ঈদুল আজহার ছুটিতে সে বাড়িতে ছিলো।

- হঠাৎ একদিন মুঠোফোনে সে বললো, "ভাই, আপনার সাথে একটু জরুরী কথা ছিলো।

- আমি বললাম, কী কথা?

- সে বললো, "আপনাকে একটা বিষয় আগে জানাতে পারিনি। তা হলো, আমার একজন বড় বোন আছেন। তিনি অনেক আগে থেকেই অসুস্থ। খাওয়া-দাওয়া একেবারেই করতে পারে না। নিতান্তই অল্প খাবার খায়, দু-চার লোকমার বেশি খেতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ, পেটে ব্যথা করে এবং রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে কী যেন দেখে চিৎকার করে উঠে; প্রায় প্রতিদিনই। কেউ কোন কথা জিজ্ঞেস করলে তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। স্বাভাবিকভাবে মানুষের সাথে মিশতে পারে না. তার ব্যাপারে এখন কি করতে পারি?

- আমি বললাম, "এটা আগে জানালেও পারতেন।" (সে আমার কাছ থেকে অনেক আগে রুকইয়াহ সম্পর্কে বিস্তর জেনেছিলো।)

- সে বললো, "আমার ফ্যামিলি অনেক আগে থেকেই ডাক্তার কবিরাজ ওঝা দেখিয়েছে। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করেছে। কিছুতেই কিছু হয় নি।

আর আমি আমার ফ্যামিলিকে রুকইয়াহর ব্যাপারে কয়েকবার বলেছি কিন্তু তারা আমার কথায় তেমন পাত্তা দেয় নি।

- আমি বললাম, "দ্বীনি চিকিৎসাকে যদি তারা পাত্তাই না দেয়, তাহলে আর আমাদের কি করার আছে।

- সে বললো, " এখন অবশ্য তারাই আমাকে অনুরোধ করে বলেছে যে, তুই না এক হুজুরের সাথে কথা বলেছিলি রুকইয়াহর ব্যাপারে? তার সাথে কথা বলে দেখ কিছু করা যায় কিনা।

- আমি বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি এক কাজ করুন, কালই তাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসুন। আর হ্যাঁ, তাকে অবশ্যই শরীয়াহ সম্মত পোষাক পড়িয়ে আনবেন। এবং অবশ্যই আপনি অথবা কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে পাঠাবেন। আর আপনার বোনের সাথে যদি কোন তাবিজ কবজ থাকে, তাহলে তা খুলে ফেলবেন। তারপর পরের দিনই তারা চলে আসলো। আলহামদুলিল্লাহ, যেভাবে বলেছি পূর্ণ পর্দার সাথেই তারা এসেছিলো। এরপর রুকইয়াহ করা হলো। অল্প কিছুক্ষণ পর তার বমি আসতে লাগলো। আমরা তাকে বাথরুমে গিয়ে বমি করতে বললাম। কিন্তু বেশি বমি হলো না। তার সমস্যা ছিলো তাকে যাদু করা হয়ে ছিল। যাইহোক তারপর আবার তাকে একটানা শুরু করলাম। টানা দুইদিন রুকইয়াহ করার পর সে নিজে অনেকটাই হালকা অনুভব করলো। রুকইয়াহ প্রয়োগের পর দেখা গেল তার মধ্যে অনেকটাই স্বস্তি ফিরে এসেছে। আল্লাহর কালামের বারাকাহ্ তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করলো। চলে যাওয়ার সময় তাকে রুকইয়াহ নিয়মিত চালু রাখতে বললাম এবং রুকইয়াহ'র গোসল দিতে বললাম। গোসলের নিয়মসহ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দিলাম। যাওয়ার সময় তাকে সুস্থ মানুষের মত মনে হলো। এখনো মাঝে মাঝে সেই ভাইয়ের সাথে কথা হয়। আলহামদুলিল্লাহ, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সেই বোন এখন সুস্থের দিকে।

যে ছেলেটি ঘুমের মধ্যে ভ্রমণ করতো

[অভিজ্ঞতা ২] এখন যার কথা বলছি, বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের জেলা বরগুনায় তার বাড়ি। বছর চারেক আগে তার সাথে আমার পরিচয়। সে একটি কওমী মাদরাসায় পড়াশোনা করে। বয়সে তরু ,গবর্তমানে লেখাপড়া প্রায় মাঝপর্যায়ে। মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার আগ থেকেই তার সাথে জ্বিনের আসর ছিলো। এটা তার মাদরাসা সংশ্লিষ্ট সবাই মোটামুটি জানে। তবে সবার সাথে তার আচরণ ছিলো স্বাভাবিক। লেখাপড়াও ঠিকঠাক মত চলছিলো। কিন্তু যখন জ্বিন আসর করে ,তখন সবার সাথে অস্বাভাবিক আচরণ করে। তাকে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা তদবির করা হয়েছে। অনেক ওঝা অনেক তাবিজ্র কবজ্র দিয়েছে। কিন্তু তাদের দেওয়া তাবিজ-কবজে কোন কাজ হয় নি। অবশ্য তাকে দেখতে শুনতে পুরো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতই দেখা যেত। কথাবার্তা চালচলনও স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু যখনই তার উপর জ্বিন ভর করে তার আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে।

সে মূলত হ্যালুসিনেশনের রোগী ছিলো। জিন তাকে হ্যালুসিনেশন করতো। এর কিছুদিন পর তার অবস্থা আরো গুরুতর হতে শুরু করে; যেমন সে ক্লাসের কিতাবাদি না পড়েই মুখস্ত শুনিয়ে দিতে পারতো যা অনান্য মেধাবী ছাত্ররা পর্যন্ত বলতে পারত না; সে তা না দেখেই অনায়াসে বলে দিতো। অথচ সে এ ধরনের পাঠ আগে কখনো পড়েনি। আবার শিক্ষক যখন কিতাব দেখে দেখে পড়াচ্ছেন, সে তখন শিক্ষকের আগে আগে পড়ে যাচ্ছে। অথচ তার সামনে কোন কিতাব নেই। এরকম সে আরো বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিক উদ্ভট আচরণ করতো। বিভিন্ন আজগুবি কথা শুনাতো। যেমন ধরুন, আমি গতকাল রাতে পাকিস্তান গিয়েছিলাম, কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে চলে এসেছি। আফ্রিকা, সিরিয়া সফর করেছি. এধরনের আরো বিভিন্ন উদ্ভট কথা বার্তা অনায়াসেই বলতে থাকতো। দিন গুজরান এভাবেই কেটে যাচ্ছিলো। কীভাবে যেন তার বাবা রুকইয়াহ শারইয়াহ এর বিষয়টা জানতে পারলো, হয়তো তার ছেলের কাছেই জানতে পেরেছে। তার ফ্যামিলির মাধ্যমেই তাকে রুকইয়াহ প্রয়োগ করতে বলা হলো। তারপর যখন তার উপর রুকইয়াহ প্রয়োগ করা হলো। বেশি সময়

লাগলো না। আলহামদুলিল্লাহ, মাত্র পৌনে এক ঘন্টার কাছাকাছি সময়ে তার সাথে থাকা জিনটি হাজির হয়ে গেলো। জিনটি উপস্থিত লোকদের সাথে কথোপকথন শুরু করলো। সবাইতো অবাক এভাবেই তার রুকইয়াহ ট্রিটমেন্ট চলতে লাগলো। ব্যাপার হলো যখনই রুকইয়াহ করা হয়, তখনই তার সাথে জিন হাজির হয়ে যায় এবং সে বিভিন্ন আবল তাবল, সত্য মিথ্যা বলতে থাকে। এভাবে লাগাতার রুকইয়াহ করার কারণে এক পর্যায় দুষ্ট জিনটি চলে যেতে বাধ্য হয়। আলহামদুলিল্লাহ এখন সে পুরোপুরি সুস্থ এবং স্বাভাবিকতার সাথেই লেখাপড়া করছে।

এক তাগড়া জিনের কবলে

[অভিজ্ঞতা ৩] যে ছেলেটির কথা বলছি, বয়স তার আট কি নয় বছর ছুঁইছুঁই। লেখাপড়া করে। ছাত্র হিসেবে মেধাবী। তার বাবা একজন স্থানীয় মাসজিদের ইমাম। ছেলেটি হাসিখুশি ও চঞ্চল টাইপের। তো হঠাৎ করে ছেলেটি কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলো। সবসময় গম্ভীর হয়ে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তার দিকে চোখ কটমট করে চেয়ে থাকে। এবং সবার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করে। পড়তে চায়না। তার ফ্যামিলির সবাই চিন্তায় পড়ে গেলো। হল কি ছেলেটার, তার বাবার সাথে আমাদের এক পরিচিত ভাইয়ের সাথে পরিচয় ছিলো ছেলেটির বাবা ওই ,ভাইয়ের মাধ্যমে রুকিয়াহ সম্পর্কে জানতে পারলো। আমাদের ওই ভাই তাকে তার ছেলেকে নিয়ে রুকইয়াহ করতে আসতে বললেন।

তো সেদিনই সন্ধ্যায় সে ছেলেটাকে নিয়ে চলে আসলো। আমাদের এক ভাই ছেলেটাকে রুকইয়াহ করার জন্য বসালো। এমন সময় সে দৌড় দিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো। কেউ একজন ছেলেটাকে দৌড়ে গিয়ে ধরে নিয়ে আসলো। এরপর একজন তাকে শক্ত করে ধরে রাখলো। কিন্তু সে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলএবং আবার দৌড় দিলো ,। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি উঠে পিছন থেকে ছেলেটিকে ধরে ফেললো। ছেলেটি এবার আর পালাতে পারলো না। সে ছেলেটিকে এবার আর ছুটে যাওয়ার চান্স দিলোনা। ছেলেটি ছুটতে না পেরে রাগে কটমট করতে লাগলো। আমাদের ওই ভাই দ্রুত রুকইয়াহ শুরু করলো।

কিছুক্ষণরুকইয়াহ শোনার পরছেলেটি তাকে ছিটা মারতে লাগলো,। কিন্তু সেও ছাড়বার পাত্র নয় সে তাকে আরো ভালোভাবে ধরে রাখলোযেন ছুটে যেতে না পারে। ওদিকে আমাদের ওই ভাই রুকইয়াহ চালিয়ে যেতে লাগলো। ছেলেটি এবার ছটফট করতে লাগলো। রুকইয়াহ চলতে লাগলো। কিছুক্ষণপরে সহ্য করতে না পেরে জিনটি এবার কথা বলা শুরু করল। আমাকে কষ্ট দিস না , আমাকে ছেড়ে দেআমি আর আসবো না ,আমি চলে যাচ্ছি ,, ইত্যাদি। এবং আরো অনেক অশ্লীল কথা বলতে লাগলো।

মূলত আছর করার পর থেকে জিনটি ছেলেটির সাথেই ছিল এবং রুকইয়াহ করা পর্যন্ত তার মধ্যে ঘাপ্টি মেরে ছিল কিন্তু যখন রুকইয়াহ শুনে তার জ্বালা শুরু ; হয়ে গেলো, তখন কথা বলা শুরু করলো। এরূপ দীর্ঘক্ষণ (রুকইয়াহ চলার পরে ছেলেটি আস্তে আস্তে চুপসে গেল. মানে জিন চলে গিয়েছে। এরপর রুকইয়াহ শেষ করা হলো। আলহামদুলিল্লাহ সেই যে জিন চলে গিয়েছে এখন পর্যন্ত আমার জানামতে আর ছেলেটিকে জিনে আছর করেনি।

বিচ্ছেদ করার যাদু সফল হয়নি

[অভিজ্ঞতা ৪] একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন আমাদের কাছে। ঢাকার ইসলামবাগে তার নিজস্ব বাড়ি রয়েছে। তার সমস্যা হলো, তার স্বামী তাকে হঠাৎ করে কেমন যেন অপছন্দ করছে। তিনি প্রায়ই রাতে বাসায় আসতেন না। স্ত্রীর সাথে কথা পর্যন্ত বলতেন না। এমনকি বর্তমানে তিনি স্ত্রীর সাথে অভিমান করে দেশের বাহিরে চলে গিয়েছেন। এই হল তার মূল প্রবলেম

এখানে মূলত তার স্বামীকে ব্লাক-ম্যাজিকের মাধ্যমে স্ত্রী থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। হয়তো নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কেউ করে থাকবে, তো আমরা তাকে তার প্রবলেম অনুযায়ী রুকইয়াহ করলাম এবং তাকে দুইমাসের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিলাম।

তিনি আমালের বিষয়টি যত্ন সহকারে করেছেন, এবং মাঝে মাঝে ফোন করে যেটা না বুঝেছেন আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিয়েছেন। এভাবে দিন চলতে

লাগলো। একদিন দুদিন করে প্রায় দেড়মাস কেটে গেলো, কিন্তু কোনো খবর আসে না।
পরে একদিন হঠাৎ করে তার স্বামী দেশে ফিরে সরাসরি বাসায় এসে তার সামনে হাজির। তিনি ভাবতেও পারেননি যে তার স্বামী এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।

এমনকি একমাসও সময় লাগলো না। এটা নিতান্তই আল্লাহর কালামের বারাকাহ্। এরপর ভদ্র মহিলা আমাদের কাছে এসে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্

বেশি ভয় পেলেও জিনে আছর করে

[অভিজ্ঞতা ৫] এখন যার কথা বলবো, সে একটি শিশু। বয়স আর কত হবে; দশ কি বারো বছর। একটি প্রাইভেট হিফজ মাদরাসায় পড়ে নাজেরা বিভাগে। ঢাকার শ্যামলীর কাছাকাছি থাকে। তো ঘটনার দিন সে বাসায় ছিলো। বাসায় বসে তার বাবার মোবাইল ফোনে একটি ভিডিওক্লিপ দেখছিলো;
হঠাৎ ভয় পেয়ে খুব জোরে চিৎকার করতে লাগলো। তার বাবা এসে বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাকে হালকা পাতলা মারপিট করলো না বলে মোবাইল নেয়ার জন্য।
এভাবে দিন গড়িয়ে রাত আসলো। যখন ইশার নামাজের সময় হলো,তখন ছেলেটি মসজিদে গেলো নামাজ পড়তে। নামাজে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে আবার খুব জোরে চিৎকার করতে লাগলো।
উপস্থিত মুসল্লিরা তাকে গিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করল, তারা যতই তাকে থামানোর চেষ্টা করে সে আরো জোরে চিৎকার করে।
-তারা জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে ?
কে শোনে কার কথা; সে অবিরাম কেঁদেই চলেছে, এরপর তারা তার বাবাকে খবর দিলো। তার বাবা এসে ছেলেকে বাসায় নিয়ে আসলো।

বাসায় এসে তার বাবা তাকে জিজ্ঞেস করলো,

-কি হয়েছে কিছু দেখে ভয় পেয়েছো?

সে কিছু বলছে না। শুধু চিৎকারই করে চলেছে। তখনই তার বাবা ফোন দিলো তাকে মসজিদের ইমাম সাহেবকে ফোনে ধরিয়ে দিতে বললাম।

তারা ইমাম সাহেবকে দিলো। ইমাম সাহেবকে কিছু রুকইয়াহ সংশ্লিষ্ট আয়াত, ছেলেটির কানের কাছে উচ্চস্বরে পড়তে বললাম ও আরো প্রয়োজনীয় কিছু টিপস দিলাম। ইমাম সাহেব জ্বিনঘটিত ব্যাপার দেখে রাজি হলেন না। তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। এবং ছেলের বাবাকে এক হুযুরের কাছে গিয়ে তাবিজ নিতে পরামর্শ দিলেন। ছেলেটির বাবা তাবিজ নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, ছেলে সুস্থ না হলেও আমি তাবিজ নিবো না। এরপর তিনি চলে আসলেন। সেদিন এভাবেই কেটে গেলো। পরের দিন তার বাবা আমাকে ফোন দিয়ে যেতে বললেন, আমি অবস্থা বেগতিক দেখে আমাদের এক ভাইকে পাঠালাম।

সে বাসায় গিয়ে প্রথমে ছেলেটিকে রুকইয়াহর গোছল দিলো। এরপর তাকে রুকইয়াহ করলো।

টানা এক-দেড়ঘন্টা রুকইয়াহ করার পর, আলহামদুলিল্লাহ সে সুস্থ হয়ে যায়। সে চলে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত আর কোনো সমস্যা হয়নি, পরে ফোন দিয়ে জেনেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ্ কোনো সমস্যা হয়নি। সে এখন সুস্থভাবে মাদরাসায় লেখাপড়া করছে।

আল কুরআনের বারাকাহ

[অভিজ্ঞতা ৬] এখন যে ছেলেটির কথা বলব তার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন ধাচের। আমরা এক পরিচিত ভাইয়ের মাধ্যমে তার কথা জানতে পারি। ছেলেটির অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক, এবং সে অস্বাভাবিক আচরণ করতো ।

সবার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতো। যে কাউকে তেড়ে মারতে আসতে চাইতো। ছেলের করুণ অবস্থা দেখে তার মা রুকইয়াহ'র ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি ওই পরিচিত ভাইকে রুকইয়াহ করার জন্য অনুরোধ জানায়।

প্রথমে যে ভিন্নতার কথা বলেছিলাম, তা হলো তারা ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের ! তার মায়ের অনুরোধে আমাদের এক ভাই রুকইয়াহ করার জন্য তার বাসায় যান। বাসায় গিয়ে ছেলেটিকে রুকইয়াহ শুরু করে; আধাঘন্টা যেতে না যেতেই ছেলেটি হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। এর কিছুক্ষণপরেই তার সাথে থাকা জিনটি হাজির হয়ে গেলো !

- সে জিনটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই তোর নাম কি?
- কোন কথা বলে না !
- আবার জিজ্ঞেস করলো,তুই কোথায় থাকিস ?
- কোন সাড়া নেই।
- তৃতীয়বার যখন জিজ্ঞেস করলো তোর বয়স কত? তখন সে কথা বলা শুরু করলো,
- জিন বলল আমার বয়স একহাজার বছর
- সে জিজ্ঞেস করলো এর সাথে তুই এসেছিস কেন ?
- জিন বললো আমি তাকে পছন্দ করি!
- সে বললো, তুই এই ছেলের কাছ থেকে চলে যা;
- জিন বললো আমি যেতে পারি একটা শর্ত !
- সে বললো কি শর্ত?
- জিন বিভিন্ন উদ্ভট কথাবার্তা বলতে লাগলো।
- সে বললো, শর্ত ছাড়া যাবি কিনা বল?
- জিন বললো না যাবো না।
- সে বললো, "তাহলে আল্লাহর কালাম মনোযোগ দিয়ে শোন। এরপর সে পুনরায় রুকইয়াহ শুরু করলো। এখন জিনটি চেচাতে লাগলো। কিছুক্ষণপরে সে বলতে লাগলো,
- আমি যাচ্ছি! আমি যাচ্ছি! আমাকে ছেড়ে দে আমি আর আসবো না।

  এরকম কয়েকবার বলার পরে সে শান্ত হয়ে গেলো। এরপর সে রুকইয়াহ শেষ করলো এবং ছেলেটি সুস্থ হয়ে গেলো। আলহামদুলিল্লাহ এরপর ওই

ভাই চলে আসলো। পরবর্তীতে আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এরপর ছেলেটির আর কোনও সমস্যা হয়নি।

বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভ

[অভিজ্ঞতা ৭] আমার পরিচিত বন্ধু গোছের এক পরিচিত ভাইয়ের কথা বলছি তার নাম হচ্ছে, সাইফুল ইসলাম হাসান। বরিশালে কনফেকশনারি ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলেন। জন্মস্থান বরিশালে, সেখানেই বসবাস করতেন। বর্তমানে কাতার প্রবাসী। ঘটনাক্রমে সেদিন বরিশাল নবগ্রাম রোড, হাতেম আলি কলেজের সামনে তার সাথে আমার দেখা তিনি মুলাকাতের পর কথাবার্তার এক পর্যায়ে বললেন, ‘‘ভাই আপনার সাথে একটু জরুরী কথা আছে। যদি একটু সময় দিতেন খুবই উপকার হতো। আমি তখনই তাকে বললাম যে, ঠিক আছে বলুন এখন আমার হাতে বেশ সময় আছে।

- সে বললো , ভাই কথা হলো কী আমার স্ত্রীর এখন পর্যন্ত কোন বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। অনেকে তাকে বন্ধ্যা বলেই ধরে নিয়েছে। কী করি বলেনতো? বিয়ে করেছি প্রায় পাঁচবছর হলো,কিন্তু এখনো কিছুতে কিছু হলো না।
- আমি বললাম, ‘‘নিরাশ হবেন না। সমস্যা হতেই পারে,আর সমস্যাটা তো আপনারও হতে পারে?
- সে বললো, ‘‘ভাই আমি অনেক টাকাপয়সা খরচ করেছি। আমি তার জন্য যেখানে যা প্রয়োজন চিকিৎসা করিয়েছি সাথে আমার নিজেরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছি। আমার শারীরিক কোনই ত্রুটি ধরা পড়েনি।
- আমি তাকে অভয় দিয়ে বললাম, ‘‘ভাই যদি আল্লাহ্ আপনাদের তকদিরে সন্তান রাখেন তবে অবশ্যই আপনারা সন্তান পাবেন। নয়তো কখনোই সম্ভব নয়। আমি আপনাকে কিছু কুরআনি আমাল দিতে পারি যদি ঠিকমত পালন করতে পারেন তবে অবশ্যই সফলতার আশা করা যায়।
- সে বললো, ‘‘জি ভাই আপনি দিন আমি ঠিকমত আমাল করবো, কোন ত্রুটি করবো না।
- আমি তাকে পবিত্র কুরআনের থেকে কিছু নির্বাচিত আয়াত (রুকইয়াহ) একটি কাগজে লিখে দিলাম। প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত তার স্ত্রীকে

তিলাওয়াত করতে বললাম। যতটুকু মনে পড়ছে, মোটামুটি চল্লিশ দিনের একটা কোর্সের মত নির্দেশনা দিলাম। ঘটনার প্রায় দুইমাস পর আমার মোবাইলে তার একটি রিং এলো। সালাম বিনিময়ের পর, ওপাশ থেকে বললো, "ভাই একটু জরুরী দেখা করা প্রয়োজন। আমি ঘাবড়ে বললাম, "কোন সমস্যায় পরেছেন নাকি? সে বললো, আপনার সময় হলে বলেন দেখা করতে পারবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ সময় তো আছে। আমি তখনই তার সাথে দেখা করলাম। সে আমাদেরকে একটি দোকানে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়ন করলো, তখন আমার সাথে জিহাদ নামে একজন ছোটভাই ছিলো। সে বর্তমানে চট্টগ্রামে একটি রুকইয়াহ সেন্টারে আছে.

- সে যাইহোক; আমি বললাম, "কেন এত জরুরি তলব সেটাতো এখন পর্যন্ত জানা হলোনা।
- সে বলল ভাইয়া, আল্লাহ্‌র কাছে হাজারো শুকরিয়া! আমার স্ত্রী প্রেগন্যান্ট হয়েছে। আমি চমকে উঠলাম। আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ে কালবলম্ব করলাম না, জোরেসোরে আলহামদুলিল্লাহ্ বললাম। সে আমাকে বললো, ভাই আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।
- আমি বললাম, "লা হাওলা অলা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ। না ভাই, এটা আল্লাহ্‌র কালামের বারাকাহ। আর তা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র মর্জিতেই হয়েছে। আমি বললাম, "দেখুন আমরা যদি আমাদের সমস্ত সমাধান কুরআনে খুঁজি তাহলে আমাদের আর কারো কাছে ধর্না দেয়ার প্রয়োজন হবে না। কখনোই হতাশা ফিল করতে হবে না। সেদিন অনেক কথা হলো তার সাথে। তার পরদিনই তার, কাতারের ফ্লাইট ছিলো। এখন সে প্রবাসি। মাঝে মাঝে অনলাইনে কথা হয়। এই লেখা তৈরির সময় পর্যন্ত তার স্ত্রীর পেটের সন্তানের বয়স সাত মাস, তাই সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সুখবরটি লিখতে পারিনি। দুয়ার দরখাস্ত।

যে ছেলেটি বোবা হয়ে গেলো

[অভিজ্ঞতা ৮]ছেলেটির বয়স নয় কি দশ বছর। বাড়ি চট্টগ্রামে। ছেলেটি খুবই হাসিখুশি প্রকৃতির ছিলো। কথাবার্তা এমনভাবে বলত মানুষ অবাক হয়ে যেত !

একেবারে জ্ঞানী মানুষের মত কথা বলত। হঠাৎ করে একেবারে নির্জিব হয়ে গেলো। কারো সাথে কোনো কথা বার্তা বলে না।

এমন কি মা-বাবার সাথেও না। খাওয়া-দাওয়া ও ঠিকমত করেনা। সারাক্ষণ মন খারাপ করে বসে থাকে। বিষন্ন মনে কথাগুলো বললেন, "চট্টগ্রাম থেকে ট্রিটমেন্ট নিতে আসা ছেলেটির বাবা।

- আমি জিজ্ঞাসা করলাম সমস্যা শুরু কখন থেকে?
- তিনি জানান, আমাদের সাথে একদিন গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলো, সেখান থেকে ফেরার পথে গাড়ীতে বসে কথাবার্তা বলছিলো, হঠাৎ করে দেখি সে নিশ্চুপ, তখন আমরা বিষয়টি লক্ষ করিনি; কিন্তু তখন থেকেই মূলত সমস্যা শুরু

  এরপর ডাক্তার দেখিয়েছি, ওঝা-ফকির, কাউকে বাদ রাখিনি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।
- আমি ছেলেটির অভিভাবকদের বললাম, "দেখুন আপনাদের ছেলের মারাত্মক বদনজর লেগেছে, এবং এর প্রভাব এতই স্পর্শকাতর যে, আপনারা নিজেরাই তার চাক্ষুষ প্রমাণ।

  যাইহোক আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এরপর আমরা তার উপর রুকইয়াহ শুরু করলাম। প্রথমে যখন তাকে রুকইয়াহ করা হলো, তখন তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।

  পরে যখন আবার তাকে একটানা দীর্ঘক্ষণ রুকইয়াহ শুরু করা হলো; এবার অনেক্ষণপর তার কিছুটা প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। তাকে কিছুটা স্বাভাবিক মনে হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা আর বলতে পারলো না, তবে আমরা তাকে দুইমাসের রুকইয়াহ'র প্রেসক্রিপশন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে দিলাম। তাদেরকে ধৈর্যের সাথে আমল করতে বললাম। দেখা গেলো দুইমাস সময়ও লাগলো না, মাত্র চল্লিশ বিয়াল্লিশ দিন পরেই মুঠোফোনে তারা জানালো যে, ছেলে কথা বলা শুরু করেছে। এরপর পরবর্তিতে তাদের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্ ছেলেটি এখন পুরোপুরি সুস্থ আছে।

অধ্যায়-৩

তাবীজ-কবজ

দৃষ্টি আকর্ষণ: কেউ বিভ্রান্ত না হয়ে যায়; এজন্য শুরুতেই একথা বলে রাখি যে, আমাদের এ অধ্যায়ে যে তাবীজ-কবজের কথা আলোচনা করা হবে তা অবশ্যই নাজায়েজ শিরক এবং কুফরি তাবীজ সম্পর্কে। আর তা হলো, যে তাবীজের উপর মানুষ ইয়াকিন করে, ভরসা করে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসসমূহে, যে তাবীজের ব্যাপারে নিষেধ করা করা হয়েছে। তবে শরীয়াহ অনুমোদিত যে সমস্ত পদ্ধতি বা পন্থা রয়েছে তাতে আমাদের কোন দ্বিমত নেই।

আভিধানিক ব্যাখ্যা: (التميمة) অর্থ: কবচ, মাধুলি রক্ষাকবচ। তাবীজ:/বিশেষ পদ/মাদুলি; বাহুর ভূষণ বিশেষ।

আল্লামা ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ-এর অভিমত হলো: التمائم। হলো تميمة শব্দটির বহুবচন। تممت المولود -এর প্রচলিত অর্থ হলো: আমি শিশুর গলায় তাবীজ ঝুলিয়েছি।

অনেকের মতে, তাবিজ হচ্ছে ঐ জিনিস যা তাগায় বেঁধে লটকানো হয়

কারো কারো মতে, মানুষের গলায় বা কোন অঙ্গে বিপদ আপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ও উদ্ধার পাওয়ার জন্য যে বস্তু গলায় কোমরে হাতে বাঁধা লটকানো বা ঝুলানো হয় তাকে তাবীজ বলে।

ওঝা বা তাবীজ ওয়ালাদের তেলেসমাতি

গণক বা বিশেষ করে যারা সাধারণত তাবিজ-কবজ দেন, তাদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তারা নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য রোগীদের কাছে

এমন কিছু কথা বলেন, যাতে রোগীরা প্রভাবিত হয়, এবং দেখা যায় অনেক অনেক কথা পরবর্তিতে মিলেও যায়, যাতে রোগীদের তার প্রতি আস্থা বেড়ে যায় এবং বিশ্বাস স্থাপন করেন। কি সেই তেলেসমাতি? কি সেই কারবার? যার কারণে সে গণক বা তাবীজওয়ালা অদৃশ্যের খবর বলতে পারেন (!) যা অন্য সাধারণ মানুষ পারে না; আসুন তার কারণ জেনে নেয়া যাক; প্রিয় রাসুলের পাক জবানিতে-

হাদীস ৪- আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেছেন-

আয়িশা রাযি. বলেন, কয়েকজন লোক নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ওরা কিছুই না। তারা আবার বললে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন ওরা কিছুই না। তারা আবার বললো "হে আল্লাহর রাসুল, তারা তো কোন সময় এমন কথা বলে দেয়, যা বাস্তবে ঘটে যায়। নাবি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কথাটি জিন থেকে পাওয়া। জিনেরা তা (আসমানের ফেরেশতাদের থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে এসে তাদের বন্ধু গণকদের কাছে তুলে দেয়, যেভাবে মুরগী তার বাচ্চাদের মুখে দানা তুলে দেয়। তারপর এ গণকরা এর সাথে আরো শতাধিক মিথ্যা কথা মিলিয়ে দেয়।"[১৩]

একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা

যারা তবীজ-কবজ জায়েজ হওয়ার পক্ষে কথা বলেন,
তারা কুরআনের এই আয়াতটি উল্লেখ করেন,
"আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু যালিমরা ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।"[১৪]

---

[১৩] সহিহুল বুখারী হাদীস নং ৬২১৩/সহিহ মুসলিম হাঃ নং২২২৮ মুসনাদে আহমদ হাঃনং ২৪৬২৪

قالت عائشة: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليسوا بشيء» قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة»

[১৪] সুরা ইসরা আয়াত ৮২

তাদের যুক্তি হলোঃ যেহেতু হাদিসে ঝাড়ফুঁককেও (রুকইয়াহ) শিরক বলা হয়েছে, সেহেতু যদি তাবিজ- কবজ শিরক হয় তবে রুকইয়াহ'ও শিরক। এই সূত্রেই তারা রুকইয়াহ'র সাথে তাবীজ-কবজকে কিয়াস করেন।

আর একটি যুক্তি হলো, যে ধরনের তাবিজে কুরআনের আয়াত বা আয়াতের অংশবিশেষ থাকে সেগুলোতে কোনো সমস্যা নেই; তা ব্যবহার করা জায়েজ। কেননা, কুরআনের তাসির (প্রভাব) অনস্বীকার্য। এখানেও তারা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা কিয়াস করেন।

তাদের প্রথম যুক্তির উত্তর হলো এই যে, একথার সাথে আমাদের কোনই অমত থাকতো না যদি কর্মে এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা হতো। কিন্তু এই আয়াত বা আয়াতাংশের সাথে যে তাবিজ ওয়ালারা শিরকি ও কুফরি কথা মিলিয়ে লেখা হয় সেটা কী করে জায়েজ হতে পারে? যদিও তা আরবী ভাষায় লেখা হয়? পরের কথা হলো, রুকইয়াহ'কে শিরক বলা হয়েছে অন্য কারণে তা হলো, রুকইয়াহ দুই প্রকার:

১. শিরকি রুকইয়াহ। ২. কুরআনের আয়াত দ্বারা রুকইয়াহ।

এখানে শিরকি রুকইয়াহ'র কথা বলা হয়েছে। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকইয়াহ'র বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। আমল করেছেন, সাহাবীদেরকে করতে বলেছেন আবার তিনি কেন রুকইয়াহকে শিরক বলবেন? আসলে স্পষ্ট কথা হলো নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বৈপরিত্যের লেশমাত্রও নেই। সমস্যা আমাদের গোঁড়ামি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিকতায়। কোন বুজুর্গানে দ্বীনের ব্যক্তি জীবনে অস্পষ্ট কোন বিষয়ের যদি কিছু আমাল থেকেও থাকে,তাই বলে সেটা শরিয়ত হয়ে যায় না। সেটা কেন উম্মাহর ঘাড়ে ইসলামত্ব বলে চাপিয়ে দেয়া হবে?
প্রিয় রাসুলের নবুয়তী জামানায়, যে জাহেলী যুগের তাবীজকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এ জামানায়ও তা নিষিদ্ধ; কেননা, ইসলাম সর্বকালের ধর্ম।

আমাদের দেশের মাজার পূজারীদের মধ্যে তাবীজের ব্যবহার প্রচলন ব্যাপকভাবে করতে দেখা যায়। আর একটা কথা হলো, কুরআনের আয়াত বা

আয়াতাংশ শুধু শরীরে বা বাড়িতে ঝুলানো বা লটকালেই ফায়দা হাসিল হয় না; যদি শুধু ঝুলানোর দ্বারা ফায়দা হতো; তবে আমাদের সমাজে অনেকের বাড়িতে, ঘরে দোকানে, কুরআনের হাজার হাজার নুসখা ধুলামলিন হয়ে বছরের পর বছর পরে আছে, তাহলে তো কুরআনের কপি সেখানে থাকার কারণে ঘরওয়ালাদের অনেক অনেক বেশি নেকী ও বরকত হতো।

কুরআন মাজীদ কী গলায় ঝুলিয়ে ব্যবহার করার জন্য নাজিল হয়েছে? নাকি; নাজিল হয়েছে তিলাওয়াত করার জন্য, আমল করার জন্য?

আলকুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত 'ইকরা, অর্থ: পড়। পড়তে বলা হয়েছে। তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফে দশ নেকী।

সূরা ফাতিহা পড়ার ফজিলত বয়ান করা হয়েছে। সূরা ফাতিহাকে শিফা বলা হয়েছে। কুরআন খতমে নেকীর ফজিলত বয়ান করা হয়েছে। কোথাও তাবীজ হিসেবে গলায়, হাতের বাজুতে বা কোমরে ঝুলিয়ে ব্যবহার করার কথা বলা হয়নি। বরকত তো হবে যেই স্থান বা ঘরে যেখানে কুরআনের তিলাওয়াত হবে আমাল হবে। এরপরও যারা পুর্বসুরী উলামা বা ব্যক্তিত্বশীল আকাবিরের অথবা বিশেষ কারও নাম ভাঙ্গিয়ে শিরকী তাবিজের বৈধতা দিতে চায়; তারা যেন একরকমের, ভন্ড ওঝা, মাজার পূজারী, জ্যোতিষ-যাদুকরদের এহেন দুস্কর্মে উৎসাহ দিতে চায়; এবং ওদের ভিত মজবুত করতে চায়।
ইয়া আল্লাহ্ উম্মাহকে ফেতনা থেকে হিফাজত করুন, আমিন।

শিরক এবং কুফরি তাবিজ কীভাবে চিনবেন

শিরকি এবং কুফরি তাবিজ হলো: যাতে অস্পষ্ট লিখা থাকে যা বুঝা যায় না। সেটা আরবী হরফেই লেখা হোক না কেন; যাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়া হয় এবং কুরআনের আয়াতের সাথে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট অক্ষরে শিরকী কথা লেখা থাকে। এবং যা দ্বারা মানুষের বা কোন কিছুর ক্ষতি সাধন করা হয় অথবা ভালোবাসা বা প্রেম লাগিয়ে দেয়া হয়। অনুরূপ যেসব তাবিজে বিভিন্ন চিত্র বা নকশা আঁকা থাকে যা স্বয়ং লেখকেরও বোধগম্য নয়বা

তাতে কোন মন্ত্র ইত্যাদির নকশা লেখা থাকে।[১৫] যাতে বিভিন্ন চিত্র বা নকশা এঁকে মন্ত্র পাঠ করা হয়।

নকশা ও ছক লিখে তাবিজের ইতিহাস

ইতিহাসের পাতা থেকে যতটুকু পাওয়া যায়, তাবীজের নকশা লেখা শুরু হয় অনেক পূর্বযুগ থেকেই। বশীকরণ, পাগলকরণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদির কাজে খুব বেশি ব্যবহার হতো। তবে সেগুলো ছিল বাক্যের উপর নির্ভর। ১, ২ দিয়ে আবজাদী অক্ষরের নকশা ও ছক তৈরি করণ এটা শুরু হয়েছে আরব দেশে ইসমাঈল আ. এর বসবাসের পরে। বিশেষ করে ফেরআউনের যুগ থেকে এটাকে যাদুর ক্ষেত্রে খুব বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়। ইহুদীরা এটাকে খুব বেশি ব্যবহর করতো। হাদীসে বর্ণিত আছে, কাবে আহবার রহ. বলেন, আমি যদি এই কলেমাগুলো না পড়তাম, তাহলে আমাকে ইহুদীরা গাধা বানিয়ে ফেলতো।[১৬] তাছাড়া ইহুদীরা যে রাসূল স. কে যাদু করেছিল তা তো প্রসিদ্ধ।

নকশার মাধ্যমে তাবিজ লেখা ও তা ব্যবহার করা:

নকশার দ্বারা আসলে শুধু ইঙ্গিত বুঝায়। বাস্তবে নকশার কোন অর্থ নেই। আমরা যেমন দিক বুঝানোর জন্য তীর চিহ্ন ব্যবহার করি কিন্তু এর কোন অর্থ নেই। ঠিক তেমনিভাবে ا،ب،ج،د অক্ষরগুলোকে ١،٢،٣،٤ এর মাধ্যমে প্রকাশ করার কোন অর্থ নেই। কিন্তু যত তাবিজ-তুমার লেখা হয় তার অধিকাংশেই এই সংখ্যার ব্যবহার খুব বেশি সংখ্যার যদি নিজস্ব কোন অর্থ না থাকে, তাহলে সেটা দ্বারা কোরআনের আয়াতের নকশা বানানো বা পবিত্র কোরআনের সূরাসমূহের নকশা বানানো কতটুকুট বৈধ তা আমরা বলতে পারবো না।

---

[১৫] ফাতহুল হাকিল মুবীন: ৪৩৫

[১৬] মুয়াত্তা ইমাম মালেক রহ, হাদীস নং-৩৫০২

مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ: أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَالَ: لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟ فَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ

কতগুলো আঁকিবুঁকি করে যদি বলা হয় এগুলো কোরআনের আয়াতের সারাংশ বা মান তাহলে সেটা কতটুকু সঠিক হতে পারে তা সহজেই বোধগম্য।

থানাবি রহ. তাবিজ সম্পর্কে দুইটি কিতাব লিখেছেন। একটি হলো আমালে কোরআনী। অন্য আরেকটি লিখেছেন। অনেক আগে কিতাবটি পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই কিতাবটির নাম মনে নেই। উক্ত কিতাবে তিনি বলেছেন, কোন নকশার অর্থ জানা না থাকলে তা দিয়ে তাবিজ লেখা বৈধ নয়। আমাদের বাজারে প্রচলিত যতগুলো তাবিজের বই আছে তাতে প্রায় সবগুলোতেই পবিত্র কোরআনের সূরাগুলোর নকশা দেওয়া আছে। প্রশ্ন হলো,

কে এই নকশাগুলো তৈরি করলো?

আর কীভাবেই বা তৈরি করা হলো?

কোন সংখ্যার জন্য কোরআনের কোন কোন আয়াত নির্ধারিত করা হলো?

এই সংখ্যা দিয়ে কোরআনের আয়াতের মান লিখার কি মূলনীতি রয়েছে?

নকশার মাধ্যমে কোরআনের আয়াতগুলোর প্রতীকি তাবিজ লেখার কেন প্রয়োজন হলো?

এসব প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা। তাই আমরা বলি নকশার মাধ্যমে কোন তাবিজ লেখা বৈধ নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বড় বড় শায়খ ও অনেক উলামায়ে কেরাম এই তাবিজ দেদারছে লিখে যাচ্ছেন আর এটাকে বৈধ বলেও ফতোয়া দিচ্ছেন। জানিনা এর বৈধতা কোরআন-সুন্নাহর কোন উৎস থেকে নির্গত! আল্লাহ আমাদের সবধরনের ভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন।

কিছু বাস্তব নমুনা:

নিচের চিত্রে আটটি তাবীজের চিত্র দেয়া আছে। যে তাবীজগুলো আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে যা বান মারা, গর্ভের সন্তান নষ্ট করা, ছেলে বা মেয়েকে বশ করা, মানুষকে অসুস্থ করে রেখে মেরে ফেলাসহ বিভিন্ন কুফরি এবং শিরকী তাবিজ যা বিভিন্ন ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমরা

কোনো তাবিজের জন্য সাথে কোন ক্যাপশন দেইনি; যাতে এগুলোর দ্বারা কেউ উৎসাহিত হয়ে অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারে।

শিরক এবং কুফরি তাবীজ থেকে কীভাবে বেঁচে থাকবেন?

- সর্বপ্রথম আপনাকে তাওহীদের ভিত্তিতে ঈমান আকিদাহ্ ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ করতে হবে।
- আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামায়াহ্'র পূর্ণ অনুসারী হতে হবে।
- যদি আপনার কোন সমস্যা দেখা দেয় তবে সমস্যা উত্তরণের উপায় অভিজ্ঞ মুহাক্কিক আলিমদের কাছ থেকে জেনে নিবেন।
- চমকপ্রদ সুন্দর লেবাস পোশাক, বড় পাগড়ীওয়ালা বেশভূষায় বুযুর্গ বা বিশাল টাইটেল বা নামধারী মাওলানা হলেই তাকে মুহাক্কিক মনে করা যাবে না। এ ব্যাপারে ভালো করে খোঁজ নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন আপনি কোনো ভণ্ড বা বাটপারের পাল্লায় পড়ছেন না তো!
- কোন ওঝা, বৈদ্য, দরবেশ বা সাধুদের কাছ থেকে কখনোই কোনো তাবীজ নেয়া যাবে না
- তারপরও যদি কেউ তাবীজ দিতে চান! তাহলে তার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে নিন এ তাবিজের কোনো শরয়ী প্রমাণ তার কাছে আছে কিনা?
- চিকিৎসা তার কাছ থেকেই নিবেন যিনি কুরআন সুন্নাহ'য় বর্ণিত তদবীর দিবেন, প্রচলিত শিরকী তাবিজ-কবজ নয়!
- যদি কারো সাথে কোনো তাবিজ পাওয়া যায়, তবে সেটা খুলে দেখতে হবে, তাতে কুফরি কিছু আছে কিনা? যদি আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় তবে সূরা ফালাক নাছ পড়ে ফুঁক দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফিতনার আশংকা থাকলে প্রয়োজনে মুহাক্কিক আলিমদের শরণাপন্ন হতে হবে।
- দ্বীনদার ব্যক্তি হলেও অনেকে এইসব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না। এজন্য তালগোল না পাকিয়ে এ বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিতে হবে, যার তার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে না।

- মনে রাখবেন, আপনার ঈমান আপনার আমানত, আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো আপনাকে সতর্ক করার, অতএব পরবর্তী পদক্ষেপ আপনাকেই নিতে হবে।

চিন্তাশীলদের খিদমতে বিনীত নিবেদন

ঈমানওয়ালা দাবীদারদের জন্য তাওয়াক্কুল থাকা শর্ত. আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাওয়াক্কুলকে, কোথাও ঈমানের সাথে কোথাও ইসলামের সাথে, কোথাও তাকওয়ার সাথে, কোথাও ইবাদতের সাথে, কোথাও হিদায়াতের সাথে, উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ ছাড়া মানুষ বা অন্যকিছুর উপরে তাওয়াক্কুল করা শিরক। আর শিরকী তাবীজ-কবজ ও তাওয়াক্কুলের বিপরীত আওতায় পড়ে, কেননা মানুষ তাবীজের উপর ভরসা করে। মুশরিক যাদুকররাও তাবীজের মাধ্যমে মানুষকে শিরকে লিপ্ত করে এবং তাদের অসৎ কর্মকান্ড দেদারছে চালিয়ে যায়।

ধরুন, তাবীজ ব্যবহারকারী কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়; ভাই এত রাতে অমুক জায়গার উপর দিয়ে চলাচল করেন, ভয়ডর লাগেনা, আপনার কোন সমস্যা হয় না? সে উত্তর দেয়, আমার সাথে তাবীজ আছে কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এটা এক ধরনের শিরক। যেন সে মনের অজান্তেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবীজকেই সুরক্ষা দেয়ার রক্ষা-কবজ মনে করলো। এমন মন্তব্যের চিত্র আমাদের সমাজে অহরহ। এও প্রশ্ন করতে পারেন যে, তিনিতো তাবিজের উপর ভরসা করেননি ভরসা করেছেন তাতে লিখিত কুরআনের আয়াতের উপর এতে তো আল্লাহর উপরই ভরসা করা হয়। তাদের এই খোঁড়া অযুহাতের উত্তরে বলবো, এতে যে নির্ভেজাল কুরআনের আয়াত আছে তাতো আপনি নিশ্চিত না। কারণ যদি কিছু আয়াত থেকেও থাকে তার সাথে বিভিন্ন শিরকি কথা মিলিত থাকে যা আরো মস্তবড় গুনাহ। যদি কোন সমস্যা না থাকে তবে তো আপনারও সমস্যা নেই আমারও সমস্যা নেই। সবাই বেঁচে যাবে। আর সমস্যা আছে বা নেই এটা বুঝার আগ পর্যন্ত সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। তাই প্রত্যেকের উচিত উম্মাহকে শিরক থেকে বাঁচাতে সন্দেহযুক্ত তাবীজ-কবজ বর্জন করা যা এখন সময়ের দাবী।

তবে কুরআনের আয়াত, আয়াতাংশ বা সুন্নাহ'য় বর্ণিত দুআ, যিকরসমূহ দ্বারা যদি কোন সম্মানিত মুহাক্কিক আলিম লিখিত চিকিৎসা দেন সেটা অবশ্যই জায়েজ।[১৭]

আর এটা রুকইয়াহ তথা সুন্নাহ চিকিৎসার মধ্যেই শামিল। তবে সালাফদের এই ফতোয়াকে পুঁজি করে যদি কেউ শিরকী তাবীজ ব্যবহার করে, অথবা কোন আলিমও যদি কুরআনের আয়াতের সাথে অস্পষ্ট অন্য কিছু লিখে তাবিজ দেয়, যেখানে শিরক এবং কুফর মিশ্রিত কথাবার্তা থাকে, তবে সেটাও অস্পষ্ট তাবিজ হিসেবে গন্য হবে এবং তা বাতিল হিসেবে গন্য হবে তা ব্যবহার করা হারাম হবে।

অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, অনেকেই তাবিজ-কবজের বাছ বিচার, হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করেই এবং এর ইলম সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলেও এসব অস্পষ্ট তাবীজের পক্ষে খুব উত্তেজিত হয়ে বলতে শোনা যায়, আরে এই তাবিজ তো চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়; এতে সমস্যা কী?

তাদের কাছে প্রশ্ন হলো, ইসলাম কি তাহলে একটি অপরিপূর্ণ ধর্ম?

কুরআন-হাদীসে কী স্পষ্ট কোন শরয়ী চিকিৎসা পদ্ধতির কথা উল্লেখ নেই?

যেখানে হাদীসে তাবীজ-কবজ স্পষ্ট শিরক, উল্লেখ থাকার পরেও কেন এটাকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে এবং এটাকে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জায়েজ করতে হবে? এসব তাবীজ-কবজের পেছনেই কেন আধাজল খেয়ে নামতে হবে?

কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী কী কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নেই?

প্রত্যেক হাদীসের কিতাবে যে চিকিৎসা নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রয়েছে সেখানে কী শিরকের কথা উল্লেখ নেই?

এত কিছু থাকার পরেও কেন এসব অস্পষ্ট তাবীজ-কবজকে বেছে নিতে হবে?

আমাদের আকাবিরীনে দেওবন্দ এবং পূর্বসূরী আসলাফগণ কী,

---

[১৭] মাজমাউল ফতোয়া ১৯/৬৪

কুরআন সুন্নাহ'র পদ্ধতি বাদ দিয়ে এসব তাবীজ-কবজের উপর নির্ভরশীল ছিলেন?

আশা করি এর উত্তর সবারই জানা আছে। আমরা যদি সরাসরি সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত স্পষ্ট আমলগুলির প্রচার-প্রসার এবং প্রচলন ঘটাতাম! এবং এ বিষয়ে নিজেরা আমাল করতাম! তবে তাওহীদ ও শিরকের বিষয়ে আমাদের চোখে বিশেষ কোন সম্প্রদায় আঙ্গুল দিতে পারতো না! কারণ সাধারণ মানুষ আলিমদের বরাত দিয়েই চলে। তারা টুপি পাগড়ীওয়ালা হুজুরদের দিকেই অভিযোগের আঙ্গুল তাক করে। মনে রাখতে হবে, একরকম আমরাই এই শিরকী কর্মকান্ড সমাজে জিইয়ে রাখছি, ফলশ্রুতিতে এই ঈমান বিধ্বংসী বিষবাষ্প সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে করে উম্মাহ'র তো কোনো ফায়দা হচ্ছেই না, উল্টো দিকে বিভিন্ন ভণ্ড বৈদ্য, জ্যোতিষ-যাদুকর ও শিরকের ফেরিওয়ালাদের উত্থান বাড়ছে এবং বিভিন্ন বিশেষ ফেরকা ও সম্প্রদায় এর থেকে ফায়দা লুটছে। হায় আফসোস! যা খটকা ছিলো তা চোখের সামনে বিদ্যমান। যদি গোটা কুরআন সার্চলাইট দিয়ে খুঁজে দেখি, একটি আয়াত বা লফজ্ ও তাবিজ-কবজের স্বপক্ষে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সন্দেহ বা সংশয়পূর্ণ বাক্য বা শব্দ,যদিও সেটা আরবী হরফে লিখিত হোক না কেন, এটা যদি কুরআনের আয়াতের সাথে মিশিয়ে লিখে দেয়া হয়, তবে এসকল তাবিজ-কবজ মুমিনদের জন্য বর্জন করা খুব জরুরী, কেননা ইসলাম কখনোই কোন সন্দেহ পুর্ণ বিষয়কে সমর্থন করে না। অতএব এই ধরনের তাবীজ বর্জন করা তাকওয়ার দাবী বস্তুত ঈমানেরই দাবী। মূলকথা হলো, যদি কোন বিষয়ে ইখতেলাফ (মতানৈক্য) থাকে, তবে সে বিষয়ে তাকওয়াকে প্রাধান্য দেয়া জরুরী।

অধ্যায় -৪

বদনজর (عين)

যখন কোন ব্যক্তি বা কোন মানুষ অথবা কোন বস্তুর প্রতি আশ্চর্য হয়ে হিংসা মিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকে বদ নজর বলা হয়।
হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "বদনজর মানে হল, হিংসা নিয়ে মন্দ লোকের দৃষ্টিপাত এর প্রভাবে ব্যক্তির ক্ষতি হওয়া।[১৮]"

বদনজর এতই মন্দ প্রভাব, যার দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হয়ে যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে।[১৯]

যখন কেউ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি আশ্চর্য হয়ে অথবা হিংসা মিশ্রিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহর যিকর না করে, ব্যক্তি বা বস্তুর গুণাবলী বা প্রশংসা করার দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর যে ক্ষতি হয় তাকেই বদনজর বলা হয়।

কুর'আন ও হাদীসে বদনজর

কুরআন থেকে প্রমাণ-

وَقَالَ يَٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾

আর (ইয়াকুব) বললেন, হে আমার পুত্রগণ, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। তোমরা পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আর আল্লাহর মোকাবেলায় আমি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবো না। আর হুকুমতো

---

[১৮] ফাতহুল বারি ১০/২০০।
[১৯] লিছানুল আরব ১৩/৩০১।

একমাত্র আল্লাহরই। আমি তাঁর উপরেই ভরসা করেছি, আর ভরসাকারীরা যেন তাঁর উপরেই ভরসা করে।[২০]

ঘটনা হল- ইয়াকূব (আ.) এর পুত্ররা খুবই সুদর্শন ছিলো। তাই তিনি আশংকা করছিলেন যে তারা যদি মিশরের প্রবেশ পথ দিয়ে একসাথে একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তাহলে তাদের উপর সেখানকার লোকের (বদনজর) লেগে যেতে পারে। তাই তিনি তাঁর পুত্রদের সতর্ক করছিলেন যেন তাঁরা পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। বস্তুত সে ঘটনাই আল্লাহতা'আলা কুর'আনুল কারীমের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

'আর কাফিররা যখন কুর'আন শুনে তখন শুনার সময় তীক্ষ্ণ ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমাকে নড়বড়ে করে ফেলার নিকটবর্তী হয় এবং বলে অবশ্যই এ এক পাগল।[২১]

কতিপয় মুফাসসিরে আলেম لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ এর তাফসীর করেছেন এই যে, কাফেররা কুখ্যাত কুদৃষ্টি সম্পন্ন কিছু লোককে নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর কুদৃষ্টি দিতে প্ররোচিত করে ঘটনা হলো- পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একদিন এক লোক এসে নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুদৃষ্টি দেয়। তখন নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুর'আন তেলাওয়াত করছিলেন। লোকটিকে দেখেই তিনি উঁচু স্বরে বললেন (لا حولا و لا قوة الا بالله) লোকটি তখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। [২২]

পবিত্র কুর'আন ও তাফসীর গ্রন্থ অনুসন্ধান করলে এ রকম আরো অসংখ্য আয়াতের দেখা মিলবে। তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সংক্ষেপ করার তাগিদে আমরা

---

[২০] সূরা ইউসুফ ১২/৬৭

[২১] সূরা ক্বলাম ৬৮/৫১-৫২

[২২] তাফসীরে উসমানী, খ: ৩, পৃ: ৭৫৩ সূরা ক্বলামের ৫২নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

দু একটি আয়াতের আলোচনা করে ক্ষান্ত থেকেছি। এবারে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগ্রন্থ থেকে বদনজরের বাস্তবতা সম্পর্কে আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ্।

হাদীস থেকে প্রমাণ

বদনজর সম্পর্কে নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একাধিক হাদিস রয়েছে।

১। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বদনজর সত্য।[২৩]

২। আবু হুরাইরা রাযি. নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি বলেছেন বদনজর সত্য। আর তিনি উল্কি অংকন করতে নিষেধ করেছেন।"[২৪]

৩। নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হাম্ম বলতে কিছু নেই এবং বদনজর সত্য।"[২৫]

৪। "ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ভাগ্যকে কোন জিনিস অতিক্রম করতে সক্ষম হলে বদনজরই অতিক্রম করতে পারতো।"[২৬]

---

[২৩] সুনানে আবু দাউদ ৩৮৩৯

عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق

[২৪] সহীহুল বুখারী ৫৭৪০, সহীহুল মুসলিম ২১৮৭, মুসনাদে আহমাদ ৮২৫২

عن أبي هريرة ﷺ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «العين حق» ونهى عن الوشم

[২৫] জামে' আত তিরমিজি ২০৬১

حَيَّةُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا شَيْءَ فِي الهَامِ، وَالعَيْنُ حَقٌّ

[২৬] জামে' আত তিরমিজি ২০৬২

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ،

৫। আয়িশাহ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কেননা, বদনজর সত্য বা বাস্তব ব্যাপার।"[২৭]

৬। নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের পরে আমার উম্মাতের সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যাবে বদনজরের কারণে।"[২৮]

৭। নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বদনজর মানুষকে কবরে এবং উটকে পাতিলে প্রবেশ করিয়ে ছাড়ে।"[২৯]

৮। ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ তাঁর হাদিস গ্রন্থে বদনজর সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

আমির ইবনে রাবিয়াহ সাহল ইবনু হুনাইফকে গোসল করতে দেখে বললেন, আজ আমি যেই সুন্দর মানুষ দেখলাম এই রকম কাউকেও দেখিনি। এমনকি সুন্দরী যুবতীও এত সুন্দর দেহবিশিষ্ট দেখিনি। আমিরের এই কথা বলার সাথে সাথে সাহল সেখানে লুটিয়ে পড়লো।

এক ব্যক্তি নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি সাহল ইবনে হুনাইফ এর কিছু খবর রাখেন কি? আল্লাহর কসম, সে মস্তক উত্তোলন করতে পারছে না।

"তখন নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি কি মনে করছ কেউ তাকে বদনজর দিয়েছে?, লোকটি বললো, "হ্যাঁ। ইবনে রাবিয়াহ (বদনজর

---

[২৭] সুনানে ইবনে মাজাহ ৩৫০৮

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ"

[২৮] সহীহুল জামে ১২০৬। ত্বায়ালিসী, হাদীস নং-১৮৬৮

أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين

[২৯] সহীহুল জামে ৪১৪৪

العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر

দিয়েছে)। অতঃপর নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমির ইবনে রাবিয়াহকে ডেকে ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বললেন, "তোমাদের কেউ নিজের মুসলমান ভাইকে কেন হত্যা করছ? তুমি بارك الله কেন বললে না?

এই বার তুমি তাঁর জন্য গোসল করো।" অতঃপর আমির হাত মুখ, হাতের কনুই, হাঁটু, পায়ের আশেপাশের স্থান এবং লুঙ্গির নিচের আবৃত দেহাংশ ধৌত করে। ওই পানি একটি পাত্রে জমা করলো। সেই পানি সাহলের দেহে ঢেলে দেওয়া হলো। অতঃপর সাহল সুস্থ হয়ে গেলো।[৩০]

যেসব কারণে বদনজর লাগে

বদনজরের কারণসমূহকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করতে পারি,

১) মানুষের উপর বদনজর,

২) বস্তুর উপর বদনজর।

মানুষের উপর বদনজর

এটা যে কোন মানুষের দ্বারা হতে পারে। নিকটতম প্রিয় মানুষের দ্বারাও হতে পারে কিংবা শত্রুর দ্বারাও হতে পারে। যেমন, আপনি রাস্তায় পায়চারী করতে বের হয়েছেন, তখন কেউ আপনাকে দেখে বললো যে, আপনি তো অনেক মোটা হয়ে গেছেন। এই কথার দ্বারা আপনার শরীরে বদনজর লাগতে পারে।

আবার আপনি সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে বা কোথাও মানুষের সামনে খেতে বসলেন; তখন আপনার খাওয়া দেখে আশ্চর্য হয়ে কেউ বলেই ফেললো, আপনি তো অনেক খেতে পারেন। নজর লাগার এটাও একটা কারণ।

---

[৩০] সহিহ ইবনু মাজাহ ৩৫০৯, আহমাদ ১৬০২৩, মিশকাত ৪৫৬২

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: مَرَّ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ بِسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ! فَمَا لَبِثَ أَنْ لُبِطَ بِهِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقِيلَ لَهُ: أَدْرِكْ سَهْلًا صَرِيعًا قَالَ: "مَنْ تَتَّهِمُونَ بِهِ؟" قَالُوا: عَامِرَ ابْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: "عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ" ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَمَرَ عَامِرًا أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرُكْبَتَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ.

অথবা আপনি কোথাও যাবেন এজন্য পরিপাটি করে সাজগোজ করলেন; তখন আপনার ভাই বা বোন বা অন্যকেউ আপনাকে বললো যে, দারুন লাগছে তোমাকে! এখানেও নজর লেগে যেতে পারে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় তা হলো, মন্দ বাক্য দ্বারা নয়, প্রশংসা বা ভালো বাক্যেই বদনজর লাগার কারণ। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো যে, নিজের বদনজর নিজের উপর লাগা! যেমন আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পোষাক পড়ছেন, তখন নিজেকে দেখে বললেন বাহ! আমাকে তো খুব সুন্দর দেখাচ্ছে! এখানেও নজর লেগে যেতে পারে। আপনি একাকী নির্জনে নিজের দৈহিক পরিবর্তন দেখে মনের অজান্তেই নিজের প্রশংসা করে ফেললেন। এখানেও নজর লাগার আশংকা রয়েছে। শিশু বা ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারও এর ব্যতিক্রম নয়। বদনজরের শিকার! গড়পরতায় সাধারণত শিশুরাই বেশি হয়। এজন্য অভিভাবকগণের শিশুদের ব্যাপারে খেয়াল রাখা জরুরী। এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বদনজর মানুষের থেকে মানুষের লাগবে শুধু এমনটি নয়! বরং জিনের বদনজরও মানুষের লাগতে পারে; যা একটি বাস্তবিক ব্যাপার। আর একটি ব্যাপার তা হলো হিংসা। হিংসা আর বদনজর এক না হলেও কাছাকাছি। কারণ যারা বদনজর দেয়, তাদের দৃষ্টিতে হিংসা মিশ্রিত থাকে, আর সব হিংসুকই বদনজরকারী নয়। যা আমরা আলোচনা করবো। আল্লামা হাফিজ ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "বদনজর হলো হিংসুকের দৃষ্টি থেকে নিক্ষেপ করা একটি তীর, যা কখনো লক্ষভেদ হয় কখনো হয় না,"[৩১]।

বস্তু বা জিনিসের উপর বদনজর

নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ক্ষেত খামার, গবাদিপশু এমননি সহায় সম্পত্তির উপরও নজর লাগতে পারে। এ ব্যাপারে নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর একটি প্রাসঙ্গিক হাদীস আছে। হাদীসটি মুসতাদরাক আল হাকেমে বর্ণিত হয়েছে।

---

[৩১] যাদুল মাআদ,৪/১৭০

ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বদনযর সত্য। এমনকি তা পাহাড়কে নিচে নামিয়ে আনতে পারে।"[৩২]

বদ নজরের কারণে যে সকল রোগ হতে পারে।

জ্বরসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যাথা,

একাধিক প্রকারের ক্যান্সার,

হার্ট অ্যাটাক, শ্বাসকষ্ট,

হাঁপানি, অবশ হওয়া,

বন্ধ্যাত্ব, সুগার,

ব্লাড প্রেশার,

এমনকি বোবা হয়ে যাওয়াসহ মহিলাদের মাসিক ঋতুর অনিয়ম ও কিছু গোপন রোগ এবং কিছু মানসিক রোগ ইত্যাদি।

কীভাবে বদনজর থেকে বেঁচে থাকবেন

বদনজরে আক্রান্ত হওয়ার পর এর চিকিৎসা করার চেয়ে, আক্রান্ত হওয়ার পূর্বের সতর্কতা অবলম্বন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারো প্রশংসা করার সময় আল্লাহর জিকর করা। অর্থাৎ, আল্লাহর নাম নিয়ে কারো প্রশংসা করলে বদনজর লাগে না, যেমন মাশা-আল্লাহ, বারাকাআল্লাহ বললে বদনজরে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে না। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ যেমন বলেছেন-

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾

অর্থ: 'যখন তুমি বাগানে প্রবেশ করলে তখন তুমি মাশাআল্লাহ (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন), লা- কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া কারো কোনো শক্তি সামর্থ

---

[৩২] মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস নং-৭৪৯৮

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ تَسْتَنْزِلُ الْحَالِقَ»

নেই) বললে না কেন; যদিও তুমি আমাকে সন্তানে ও সম্পদে তোমার চেয়ে কম দেখো।[৩৩]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যদি কেউ আপনার বা আপনার কোন জিনিষের প্রশংসা করে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ছাড়াই, তখন কি করণীয়? যদি এই ঘটনা আপনার উপস্থিতিতে ঘটে থাকে বা আপনি পরে জানতে পারেন তখন আপনি (لا حولا و لا قوة الا بالله) বলবেন। নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অথবা নিজের কিংবা তার সম্পদের কিছু দেখে আশংকা বোধ করে, তখন সে যেন তার বরকতের দু'আ করে। কেননা নজর সত্য বিষয়।"[৩৪]

বদনজরে রুকইয়াহ করতে নবী (স.) এর নির্দেশ

আলী রাযি. বলেন, জিবরাইল আ. একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তিত দেখে তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হাসান এবং হুসাইনের উপর বদনজর লেগেছে।

"তখন জিবরাইল আ. বললেন, বদনজর এক বাস্তব বিষয়, আমি তাদের জন্য একটি দু'আ পড়বো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "আমাকে দু'আটি শিখান। তখন তিনি শিখলেন (এবং তাদের জন্য পাঠ করলেন)। তখন তাঁরা সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমরা তোমাদের ও তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রদের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।[৩৫]

---

[৩৩] সূরাতুল কাহফ১৮/৩৯

[৩৪] মুসনাদে আহমাদ ১৫৭০০

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ

[৩৫] তাফসির ইবনে কাসির খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ৫৩৮।

عن علي رضي الله عنه ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما فقال: يا محمد ما هذا الغم الذي اراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين اصابتهما عين» قال: صدق بالعين فإن العين حق افلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال «وما هن يا جبريل؟» قال: قل اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات =

ইবনে কায়েস মাক্কি রহ. বলেন, জাফর ইবনে আবি তালিব রাযি. এর দুটি ছেলে নাবির কাছে আসলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের একজন পারিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ছেলেরা এত জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল কেন? পারিচারিকা উত্তর দিলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তাদের উপর খুব সহজেই বদনজর লেগে যায়। আর তাদেরকে রুকইয়াহ করাইনি। কারণ হয়াতোবা আপনি তা পছন্দ করেন না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এদের জন্য রুকইয়াহর ব্যবস্থা করো। কেননা যদি কোন বস্তু তাকদিরের আগে চলতে পারতো তা হতো বদনজর।[৩৬]

উরওয়াহ ইবনে যুবাইর রহ. বর্ণনা করেন, নাবি পত্নী উম্মে সালামাহ রাযি. এর ঘরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করেন। তখন ঘরে একটি বাচ্চা কাঁদছিল। লোকেরা আরয করলো, বাচ্চাটির উপর বদনজর লেগেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বদনজরের জন্য রুকইয়াহ করাচ্ছো না কেন?[৩৭]

উম্মু সালামাহ রাযি বর্ণনা করেছেন, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে এমন অবস্থায় দেখলেন যে তার চেহারা

= المستجابات. عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس، فنالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقاما يعبان بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم «عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله

[৩৬] মুয়াত্তা ইমাম মালেক খন্ড ২ পৃষ্ঠা ৬৫৯। হা: ৩৪৬২

مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا. «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ فَقَالَتْ: حَاضِنَتُهُمَا. يَا رَسُولَ اللهِ! [ف ٣٣٦] إِنَّهُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ. وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا إِلاَّ أَنَّا لاَ نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَرْقُوا لَهُمَا. فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ»

[৩৭] মুয়াত্তা ইমাম মালেক খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৬৬০, হা: ৩৪৬৩

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي. فَذَكَرُوا (١) أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرْوَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. «أَلاَ تَسْتَرْقُونَ [ص: ٥٩ - أ] لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟

মলিন। তখন তিনি বললেন, "তাকে রুকইয়াহ করাও; কেননা তার উপর নজর লেগেছে।[৩৮]

আবদুল্লাহ ইবনে সালিম রাযি. এ হাদিস অনুযায়ী যুবাইদি থেকে একইভাবে বর্ণনা করেছেন।

সাহাবির আশ্চর্য ঘটনা

আবু উমামাহ সাহল ইবনে হুনাইফ বলেন, একবার আবু সাহল ইবনে হানিফ খারারে (মদীনার একটি কূপ) গোসল করছিলেন। গোসলের সময় তিনি তাঁর কাপড় খুলে ফেলেন এবং আমর ইবনে রাবিয়াহ তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সাহল ছিলেন ফর্সা এবং খুবই সুদর্শন। আমর বলেন, "আমি এত সুন্দর আর কখনো দেখিনি, এমনকি কোন কুমারী নারীর ত্বকও দেখিনি। এর পরপরই তিনি অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

হাদীসের শেষ অংশে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ঘটনা বলা হলে তিনি বলেন "তোমরা কেন তোমাদের এক ভাইকে হত্যা করছো? কেন তোমরা তাঁর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করছো না!

পরে রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশে আমরকে ওজু করানো হয় এবং সেই ওজুর পানি সাহল ইবনে হানিফ এর শরীরের পিছন দিক থেকে ঢেলে দেওয়া হয়। এতে সাহল সুস্থ হয়ে উঠে।

সউদি আরবের বাস্তব ঘটনা

শাইখ আবদুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, রিয়াদের নিকটবর্তী এক গ্রামের ঘটনা। একবার এক লোক অন্য একজন ব্যক্তির কিছু ভেড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো।

---

[৩৮] সহীহুল বুখারী ৫৭৩৯, সহীহুল মুসলিম ২১৯৭ (ইফা ৫৫২১৫)।

عن ام سلمة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال: «استرقوا لها، فإن بها النظرة»

এসময় সে লোকটি ভেড়ার দিকে বদনজর দেয়, ফলে সবগুলো ভেড়া মারা যায়। ভেড়াগুলোর মালিক এসে সবগুলো ভেড়া মৃত দেখে তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞেস করে "তোমার পাশ দিয়ে কেউ গেছে, ছেলে জানায় যে অমুকের ছেলে অমুক ছাড়া আর কেউ যায় নি।

এরপর ভেড়ার মালিক সেই লোককে খুঁজে বের করেন এবং তাকে একটি বিল্ডিং এর ছাদে উপবিষ্ট অবস্থায় পান। তখন ভেড়ার মালিক তাকে বলেন "হে অমুক! তুমি আমার ভেড়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুনজর দিয়েছ, এখন তুমি এর বদলে তোমার দেহ দিবে অথবা তোমার নতুন ভবন দিয়ে দিবে।

ভবনের মালিক তার নিচে নেমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললো। লোকটি ছাদ থেকে নেমে আসলো আর সাথে সাথেই ভবনটি ধসে পড়লো।

এই দুইটি ঘটনা থেকে বুঝা যায় বদনজরের প্রভাব কতটা প্রাণসংহারী আর ক্ষতিকর হতে পারে

বদনজরের চিকিৎসা

শিশুদের বদনজরের রুকইয়াহ

পদ্ধতি ১] প্রথমে শিশুর মাথায় হাত রেখে এই দুয়া পাঠ করুন-

بِسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ مِنْ دَاءٍ يَشْفِيكَ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ[৩৯]

উচ্চারণ:[৪০] বিসমিল্লা-হি ইউবরিক, মিন দা-ইন ইয়াশফিইক, অমিন শাররি হা-সিদিন ই-যা হা-সাদ, অমিন শাররি কুল্লি যী আই-ন।

---

[৩৯] সহিহ মুসলিম হাদিস নং ২১৮৬

[৪০] আরবী হরফের তিলাওয়াত কউচ্চারণ বাংলা বর্ণে করা অনুচিত। কেননা তাতে উচ্চারণ বিশুদ্ধ হয়না। (যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারেন না প্রত্যেকেরই অনতিবিলম্বে শিখে নেয়া অত্যান্ত জরুরী) তা সত্ত্বেও পাঠকের পক্ষ থেকে এতএত সুপরামর্শ ও অনুরোধ অনলাইনে অফলাইনে অধমের নিকট এবং প্রকাশকের নিকট এসেছে যে তাদের আগ্রহে আমরা অভিভূত ও আনন্দিত। পাঠকের চাহিদা হলো যেন দ্বিতীয় সংস্করণে আরবির উচ্চারণ বাংলায় যুক্ত করে দেই, সেইসব=

এরপর এই দুয়া পাঠ করুন-

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ وَ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ مِنْ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ وَ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ
اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ،بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ-[৪১]

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি আরক্বিইক, অল্লা-হু ইয়াশফিইক, মিন দ্বা-ইন ইউ'যিই-ক, অমিন কুল্লি নাফছিন আও য়াইনি হা—ছিদ, আল্ল হু ইয়াশফিই-ক, বিসমিল্লা-হি আরক্বিইক।

এরপর এই দুয়া পাঠ করুন-

اللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا[৪২]

(উচ্চারণ: আল্লহুম্মা রব্বান না-স, আযহিবিল বা'স, অশফি আনতাশ শা-ফী, লা শিফাআ , ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল, লা-ইউ গয়া—দিরু ছাক্বামা-।)

এরপর এই দুয়া পাঠ করুন-

اللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ ،ذَا الْمَنِّ الْقَدِيْمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ، وَلِيَّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ،
وَالدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ،عَافِ (....) مِنْ أَنْفُسِ الْجِنِّ، وَأَعْيُنِ الْإِنْسِ-[৪৩]

উচ্চারণ: আলহুম্মা যা সুলতা-নিল আজী-ম, যাল মান্নিল ক্বদীম, যাল অজহিল কারীম, অলিয়্যিল কালিমা-তিত তা ম্মা, অদ্দাওয়া-তিল মুস্তাজা-বা-ত, 'আ-ফি (শিশুর নাম বলবে) মিন আংফুছিল জিন্নি অ আইনিল ইংছ্

শেষে দুরুদ শরীফ পাঠ করে রুকইয়াহ শেষ করতে হবে। আর ব্রাকেটের স্থানে শিশুর নাম বলবে

= সুহৃদ পাঠকের প্রয়োজন বিবেচনা করে আমরা শুধুমাত্র হাদিসে বর্নিত দুয়ার রুকইয়াহ সমুহের বাংলা উচ্চারণ যুক্ত করে দিয়েছি। কুরআনের আয়াত পূর্বানুরূপই থাকবে। এতদসত্ত্বেও অশুদ্ধ উচ্চারণের দায়ভার পাঠকের জিম্মায় থাকবে।

[৪১] প্রাগুক্ত

[৪২] সহিহ বুখারী- চিকিৎসা অধ্যায়

[৪৩] তাফসীরে ইবনে কাসীর খণ্ড ৪পৃষ্ঠা ৫৩৮

পদ্ধতি ২] বদনজরের কারণে যদি শরীরের কোন স্থান ব্যথা বা অবশ হয়ে যায়, তখন সেই ব্যথার স্থানে হাত রেখে-

- সূরা ইখলাস - সাতবার
- সূরা ফালাক্ব - সাতবার
- সূরা নাস - সাতবার
- ও শেষে দুরুদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

পদ্ধতি ৩] বদনজরের কারণ যদি না জানা যায় বা যদি আশংকা হয় যে, জিনের বদনজর লেগেছে তাহলে নিচের আয়াত ও সূরা পাঠ করে রুকইয়াহ করতে হবে।

বদনজরের রুকইয়াহ আয়াত

বদনজর লাগার সঠিক কারণ জানা না থাকলে এই রুকইয়াহ পাঠ করতে হবে।

সূরা বাকারাহ

يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ: বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল।[৪৪]

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

অর্থ: আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল

[৪৪] সূরা বাকারাহ আয়াত নং ২০

বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

অর্থ: তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কিরূপ হবে? মূসা (আ.) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী-যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে।

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশত চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

অর্থ: আর তাদেরকে তাদের নাবি বললেন,-নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল

নয়। নাবি বললেন,-নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ্ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَي الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۪ وَاغْفِرْ لَنَا ۪ وَارْحَمْنَا ۪ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ: আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর। (আয়াত ২৮৬)

সূরা আলে ইমরান

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۴۳﴾

অর্থ. আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছ

সূরা নিসা

اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰي مَآ اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰھُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴿۵۴﴾

অর্থ: নাকি যাকিছু আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকে

কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য। (আয়াত ৫৪)

সূরা মায়েদাহ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

অর্থ: আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না তারাই জালেম। (আয়াত ৪৫)

সূরা আন'আম

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾

অর্থ: দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত সুক্ষদর্শী, সুবিজ্ঞ।

সূরা আ'রাফ

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٠٨﴾

অর্থ: আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (আয়াত ১০৮)

সূরা আনফাল

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾

অর্থ: তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। (আয়াত ৬)

সূরা তাওবাহ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

অর্থ: আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না-অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ্ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (আয়াত ১২৭)

সূরা ইউসুফ

وَقَالَ يَـٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوا۟ مِنۢ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُوا۟ مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

অর্থ: ইয়াকুব বললেন, হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (আয়াত ৬৭)

সূরা হিজর

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

অর্থ: আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহু নত করুন। (আয়াত ৮৮)

সূরা কাহফ

وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۔

অর্থ: যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। আশা করি আমার পালকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। (আয়াত ৩৯-৪০)

সূরা আম্বিয়া

قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

অর্থ: তারা বলল: তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (আয়াত ৬১)

সূরা নামল

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَٰنُ دَاوُۥدَ ۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَىْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾

অর্থ: আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলে ছিলেন, আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোক সকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।' (আয়াত ১৫-১৬)

সূরা ইয়াসিন

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

অর্থ: ৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

সূরা সফফাত

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

অর্থ: অতঃপর সে একবার তারকাদের প্রতি লক্ষ্য করল। এবং বলল: আমি পীড়িত। তারপর তারা তার বিরুদ্ধে মহা ষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাভূত করে দিলাম। (আয়াত ৮৮-৮৯, ৯৮)

সূরা গাফির

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾

অর্থ: চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (আয়াত ১৯)

সূরা ক্বফ

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾

অর্থ: তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি কীভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই। (আয়াত ৬)

সূরা যারিয়াত

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

অর্থ: অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমতাবস্থায় যে, তারা তা দেখেছিল। (আয়াত ৪৪)

সূরা ক্বমার

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

অর্থ: এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (আয়াত ১২)

সূরা আর-রহমান

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

অর্থ: তথায় আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (আয়াত ৬৬-৬৭)

সূরা ওয়াকিয়া

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾

অর্থ: অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (আয়াত ৮৩-৮৪)

সূরা মুলক

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

অর্থ: তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ-তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। (আয়াত ৩-৪)

সূরা ক্বলাম

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

অর্থ: কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল। অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (আয়াত ৫১-৫২)

সূরা কিয়ামাহ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾

অর্থ: সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (আয়াত ২২-২৩)

সূরা নাযিয়াত

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾

যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী; সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে। তাদের দৃষ্টি নত হবে। (আয়াত ৬ -৯)

সূরা বালাদ

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

অর্থ: আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয় ? বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (আয়াত ৮ ৯ ১০)

সবশেষে দুরুদ শরীফ পড়ে রুকইয়াহ শেষ করতে হবে। আর রুকইয়াহ পাঠ শেষে একগ্লাস পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগিকে পান করাতে হবে এবং বদনজরের গোছল দিতে হবে।

বদনজরের গোছল

নজরের আক্রান্ত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম গোসল করতে দিতে হবে এ প্রসঙ্গে কিছু হাদীস বর্ণিত আছে।

১। আয়িশাহ (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "বদনজরকারীকে নির্দেশ দেওয়া হতো যেন সে ওজু করে এবং সেই পানি দিয়ে নজর লাগা ব্যক্তি ধুয়ে নেয়।"[8৫]

---

[8৫] সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮০

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين»

২। ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ভাগ্যকে কোন কিছু অতিক্রম করতে সক্ষম হলে বদনজরই তা পারতো। যদি তোমাদের কেউ গোসল করতে চায় তাহলে তোমরা গোসল করতে সম্মত হও।"[৪৬]

ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তাঁর স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন,
"বদনযর সত্য আর যদি কোন কিছু তাকদিরকে অতিক্রম করতে পারতো। তাহলে বদনজরই তা অতিক্রম করতো। যদি তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে ওজু বা শরীর ধুতে বলা হয়, তাহলে তোমরা তা কর।"[৪৭]

ইমাম বায়হাকি রহিমাহুল্লাহ তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন,
"যদি কোন ব্যক্তি অন্য কারো উপর বদনজর দেয় তাহলে বদনজর দেওয়া ব্যক্তিকে ওজু করার নির্দেশ দিতে হবে। তার সেই ওজুর পানি দিয়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসল করার নির্দেশ দিতে হবে।"[৪৮]

গোছলের নিয়ম

নিয়ম [এক] যদি জানা যায় যে অমুকের পক্ষ থেকে নজর লেগেছে তবে এই পদ্ধতিতে গোছল করবে। আল্লামা ইবনে শিহাব জুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যা আমরা আমাদের আলিমদের নিকট থেকে শিখেছি তা হলো, সেই ব্যক্তির সামনে একটি পাত্র পানি দেয়া হবে অতঃপর সেই ব্যক্তি পানি দিয়ে কুলি করে পাত্রে ফেলবে, এবং নিজের চেহারা ধুয়ে নিতে হবে। এরপর পানি বামহাতে নিয়ে ডানহাতের কবজি ধুয়ে অনুরূপ বাম হাতের কবজি ধুবে। এভাবেই প্রথমে ডান কনুই এরপর বাম কনুই ধুতে হবে। এরপর বাম হাতে ডান পায়ের হাঁটু

---

[৪৬] জামিইত-তিরমিজি ২০৬২
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ القَدَرَ لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

[৪৭] সহিহুল মুসলিম ২১৮৮
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا».

[৪৮] সুনানে বায়হাকি: ৩১০৩
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ»

আর ডান হাতে বাম পায়ের হাঁটু ধুতে হবে। এরপর পরিহিত লুঙ্গি বা পায়জামাও একই পাত্রে ধুতে হবে, তবে মনে রাখতে হবে সমস্ত ধৌত করা পানি যেন একই পাত্রে পড়ে। অতঃপর সমস্ত পানি রোগীর মাথায় একসাথে ঢেলে দিতে হবে।[৪৯]

নিয়ম [দুই] আর যদি জানা না যায় কার বদনজর লেগেছে তাহলে এই পদ্ধতিতে গোছল করবে। প্রথমে একটা বালতিতে পানি নিতে হবে। এরপর এই পানিতে দুই হাত চুবিয়ে নিচের আয়াত ও সূরাগুলো পড়তে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যিনি পড়বেন তার অযু থাকতে হবে।

---

[৪৯] সুনানে কুবরা ৯/২৫২

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْغُسْلُ الَّذِي أَدْرَكْنَا عُلَمَاءَنَا يَصِفُونَهُ أَنْ يُؤْتَى الرَّجُلُ الَّذِي يَعِينُ صَاحِبَهُ بِالْقَدَحِ فِيهِ الْمَاءُ فَيُمْسَكُ لَهُ مَرْفُوعًا مِنَ الْأَرْضِ فَيُدْخِلُ الَّذِي يَعِينُ صَاحِبَهُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى وَجْهِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فَيُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَمُجُّهُ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَغْتَرِفُ مِنَ الْمَاءِ فَيَصُبُّهُ فِي الْمَاءِ، فَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى صَبَّةً وَاحِدَةً فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ جَمِيعًا فِي الْمَاءِ صَبَّةً وَاحِدَةً فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فَيُمَضْمِضُ ثُمَّ يَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَغْتَرِفُ مِنَ الْمَاءِ فَيَصُبُّهُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُمْنَى صَبَّةً وَاحِدَةً فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُمْنَى صَبَّةً وَاحِدَةً فِي الْقَدَحِ وَهُوَ ثَانٍ يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي مِرْفَقِ يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى مِنْ عِنْدِ الْأَصَابِعِ وَالْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَفْعَلُ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَغْمِسُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَقُومُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْقَدَحُ بِالْقَدَحِ فَيَصُبُّهُ عَلَى رَأْسِ الْمَعْيُونِ مِنْ وَرَائِهِ، ثُمَّ يَكْفَأُ الْقَدَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ وَرَائِهِ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: يُؤْتَى الرَّجُلُ الْعَائِنُ بِقَدَحٍ فَيُدْخِلُ كَفَّهُ فِيهِ فَيَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَمُجُّهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُدْخِلُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَصُبُّ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَغْسِلُ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ، وَلَا يُوضَعُ الْقَدَحُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ الَّذِي أُصِيبَ بِالْعَيْنِ مِنْ خَلْفِهِ صَبَّةً وَاحِدَةً. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّهُ أَرَادَ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ طَرَفَ إِزَارِهِ الدَّاخِلَ الَّذِي يَلِي جَسَدَهُ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، زَادَ فِيهِ: ثُمَّ يُعْطِي ذَلِكَ الرَّجُلَ

রোগী নিজেও পড়তে পারে অন্য কেউও পড়তে পারে সমস্যা নেই, এবং যাদের বাথরুম ও টয়লেট একজাস্ট তারা সেখানে পড়বেন না অন্যত্র পবিত্র জায়গায় গিয়ে পড়বেন। আর গোছল করার পূর্বে রুকইয়াহ শুনে নিলে ভালো হয়।

- প্রথমে দুরূদ শরীফ- সাতবার
- সূরা ফাতিহা- সাতবার
- আয়াতুল কুরসি সাতবার
- সূরা কাফিরুন –সাতবার
- সূরা ইখলাস- সাতবার
- সূরা ফালাক্ব- সাতবার
- সূরা নাস-সাতবার

শেষে আবার দুরুদ শরিফ সাতবার পড়ে হাত উঠাবেন। ফুঁক দেয়ার প্রয়োজন নেই। এরপর এই পানি দিয়ে রোগী গোছল করবে, এই পানির দিয়ে গোছল করার শেষে অন্য পানির প্রয়োজন হলে নিতে পারবেন। শীতকাল হলেও রুকিয়াহ পাঠ করা পানি গরম করবেন না; প্রয়োজনে আগে গরম করে পরিমাণ মতো শীতল করে নিয়ে রুকইয়াহ পাঠ করবেন।

শিশুদের জন্য বদনজরের গোছল

শিশুদের জন্য বদনজরের গোছলের আলাদা কোন পদ্ধতি নেই, উল্লেখিত দুটি পদ্ধতিতেই তাদেরকে গোছল দিতে হবে। ছোট গামলা বা বালতিতে অল্প কুসুম-গরম পানিতে রুকইয়াহ পাঠ করে গোছল করাতে হবে। বেশি ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অভিভাবকগন পানি পরিমাণ মতো নির্ধারণ করে নিবেন।

অধ্যায়৫-

জিন ও জিনকেন্দ্রিক অসুস্থতা

(مرض جني)

জিনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ: জিন الجن। একটি আরবী শব্দ। এর অর্থ গোপন হওয়া, অন্তরাল হওয়া।[৫০] জিন শব্দের বহুবচন হলো الجان। المجن। মানে হলো এমন স্থান, যেখানে অনেক জিন রয়েছে।[৫১]

الجنّ। হলো লুকিয়ে ফেলা, আবৃত করা।[৫২] جنلت مني এর অর্থ আমার থেকে কিছু লুকিয়ে ফেলা হলো। جن الليل النهار এর অর্থ রাত দিনকে আবৃত করলো।

জিনেরা মানুষের থেকে অদৃশ্য বা গোপন থাকে, এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। এমনিভাবে মানুষের ভ্রূণকেও الجنين। বলা হয়, কেননা এটি মায়ের গর্ভে অদৃশ্যমান ও গোপন থাকে।[53]

জিনের বিবিধ পরিচয়

জিন আল্লাহ তা'আলারই এক সৃষ্টি জাতি। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মতই তাদের আক্বল, অনুভূতি-বিবেক রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেনঃ

﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾

আমাদের কেউ কেউ সৎ কর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়।[৫৪]

---

[৫০] লুগাতুল কুর'আন

[৫১] আল কামুসসুল মুহীত

[৫২] লিসানুল আরব

[৫৩] লিসানুল আরব

[৫৪] সূরা জিন, আয়াত ১১

অর্থাৎ কুর'আন অবতীর্ণের পূর্বেও সব জিন এক ধর্ম বিশ্বাসের উপর ছিলো না। স্বল্প সংখ্যক জিন সৎকর্মশীল ছিলো আর অধিকাংশই ছিলো অসৎ। হয়তোবা তাদের মধ্যেও ছিলো বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়; মূর্তিপূজক, খ্রীষ্টান, অগ্নিপূজক ইত্যাদি। হতে পারে তাদের ইবাদাত বন্দেগীর পদ্ধতি ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। তবে কুর'আন এ সকল মতবিরোধ ও এসকল মত ভিন্নতার মিমাংসা চায়। ওরা কি এতই উত্তম যে সত্য গ্রহণ করে সকলেই একই পথের পথিক হয়ে যাবে? মতবিরোধ তো কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।[55]

জ্বিনের অস্তিত্ব

আহলে সুন্নাহ ওয়াআল জামাতের মূল আক্বিদা অনুযায়ী জ্বিনের অস্তিত্ব স্বীকার করা ঈমান বিল গাইব তথা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনার অন্তর্ভুক্ত। কোন মুসলিম যদি জ্বিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাহলে সে মু'মিন থাকবে না।

জ্বিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কুর'আন এবং হাদীসকে অস্বীকার করারই নামান্তর। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুর'আনে চল্লিশটিরও বেশি আয়াতে প্রায় পঞ্চাশ বার জ্বিনের আলোচনা করেছেন। এমনকি জিন নামেই একটি স্বতন্ত্র সূরা রয়েছে

জিন জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের পূর্বে সৃষ্টি করা, ইবলিস জ্বিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, সুলাইমান (আ.) এর জামানায় জিনদের কর্মকাণ্ড, কেয়ামতের ময়দানে তাদের বিচার ও শাস্তির সম্মুখীন হওয়া, তাদের ইসলাম গ্রহণ, সূরা আর রহমানে মানুষ ও জিনকে এক সাথে সম্বোধন, সহ আরো বহু বিষয়ে কুর'আনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন উল্লেখ করেছেন। অতএব কোন মুসলিম, জ্বিনের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে আল্লাহর কুর'আনকে অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি জিনকে রূপক অর্থে ব্যবহার করারও অবকাশ নেই। এটাই আহলে সুন্নাহ ওয়াআল জামাতের আক্বিদা বা বিশ্বাস। তবে মুতা'যিলাহ ও জাহমিয়া সম্প্রদায় জিনকে অস্বীকার করে থাকে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, আধুনিক শিক্ষিত প্রগতিশীল (!) অনেকেই জ্বিনে বিশ্বাস করেন না। যদি এটা তাদের না জানা থাকে তাহলে এটা সম্পূর্ণ তাদের

---

[৫৫] তাফসিরে উসমানি, সূরা জিন ১১ আয়াত দ্রষ্টব্য

অজ্ঞতা ও মূর্খতা। আর যদি জেনে বুঝে করে তাহলে এক প্রকার কুর'আন অবমাননার শামিল। একথা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে এ সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং সাইন্স যে থিওরীই প্রদান করুক না কেন, আল্লাহ কুর'আনে যা বলেছেন সেটাই প্রকৃত বাস্তবতা। এরপরেও এ নিয়ে যারা কিছু বলতে চায়, তাদের তুলনা বিলুপ্তপ্রায় ফেরকা জাহমিয়া ও মুতাযিলাহদের সাথেই করা যায়।

জিনের বাস্তবতা কুরআন থেকে

জিনের বাস্তবতা সম্পর্কে আমরা প্রায় আলোচনা করেছি। তারপরেও আমরা কিছু দলিল প্রয়োজন মনে করছি। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করি। অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী।[56]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

অর্থ: বল, আমার প্রতি আমার ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে, তারা বলেছে আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি।'[৫৭]

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হয় সেই ব্যক্তি যাকে শয়তান আছর করে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছে।"[৫৮]

---

[৫৬] সূরা যুখরুফ, আয়াত ৩৭
[৫৭] সূরা জিন আয়াত ১
[৫৮] সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫

জ্বিনের বাস্তবতা হাদীস থেকে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের ধমনীসমূহে চলাচল করে।"[৫৯]

অন্য এক হাদীসে আছে, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একটি পাগল শিশুকে নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, "বের হ, আল্লাহর দুশমন। আমি আল্লাহর রসূল।"[৬০]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "গতরাতে এক জ্বিন আমার সালাত নষ্ট করতে চেয়েছিলো। আল্লাহ তা'আলা আমাকে জ্বিনটাকে ধরার শক্তি দান করেন। আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেধে রাখার ইচ্ছা পোষণ করি, যাতে করে তোমরা সবাই সকালে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, আর এমন রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কাউকে দান করবেন না, স্মরণ করে ছেড়ে দিয়েছি। আর তাকে নিরাশ করে ভাগিয়ে দিয়েছি।"[৬১]

আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এই আয়াত إلى ربهم الوسيلة সম্পর্কে বলেন, "কিছু মানুষ কিছু জ্বিনের ইবাদাত করতো। সেই জ্বিনেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। আর এরা তাদের ধর্মে অটল রইলো।"[৬২] অর্থাৎ, ঘটনা হলো, কিছু

---

[৫৯] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-২০৩৮

إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم

[৬০] মাজমাউজ যাওয়ায়েদ ৯/৯, আহমাদ ও বায়হাক্বি

أنّ امرأةً جاءتْ إلى النبيّ - صلّى الله عليهِ وسلّم - معَها صبيٌّ لَها بِه لَمَمٌ، فقال النبيُّ - صلّى الله عليهِ وسلّم -: " اخرُجْ عدوَّ اللهِ أنا رسولُ اللهِ ". قال: فبَرِئَ

[৬১] সহীহুল বুখারী হাদিস নং ৪৮০৮। ইফা-৪৪৪৫

إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة - أو كلمة نحوها - ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)، قال روح: فرده خاسئا "

[৬২] সহিহুল বুখারী হাদীস নং ৪৭১৪

عن عبد الله (إلى ربهم الوسيلة) قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم»

মানুষ কয়েকজন জিনের উপাসনা করতো ঘটনাক্রমে সেই জিনগুলো ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে যায়, কিন্তু ওই নির্বোধ লোকগুলি তাদের ভূতপূজা চালিয়ে যেতে থাকে। এই ঘটনাই আলোচ্য হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে।

জিনদের বৈশিষ্ট্য

জিন আগুনের তৈরী

মানুষ মাটির তৈরী আর জিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾

"তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।"[৬৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

অর্থ: ২৬) আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। ২৭) এবং জিনকে এর আগে লু এর আগুনের দ্বারা সৃজিত করেছি।[৬৪]

জিনেরা আমাদের থেকে অদৃশ্য। আমরা তাদেরকে দেখিনা, বরঞ্চ তারা আমাদের দেখে। যেমন কুর'আনে এই আয়াতে বলা হয়েছে-

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

অর্থ: "নিশ্চয়ই সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখো না।"[৬৫]

---

[৬৩] সূরা রহমান, আয়াত ১৫
[৬৪] সূরা হিজর, আয়াত ২৬-২৭
[৬৫] সূরা আরাফ, আয়াত ২৭

জিনেরা কী খায় এবং কোথায় বাস করে

হযরত আমের রহ. বর্ণনা করেছেন, আমি আলকামাকে প্রশ্ন করলাম, জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে ইবনে মাসউদ রাযি. কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন? রাবী বলেন, আলকামা রাযি. বললেন, আমি ইবনে মাসউদ রাদি কে জিজ্ঞেস করলাম, জিনদের সাথে সাক্ষাতের রাতে আপনাদের কেউ কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলেন। তিনি উত্তরে বললেন না।

তবে আমরা এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। যখন আমরা তাকে হারিয়ে ফেললাম, আমরা তাকে পাহাড়ের উপত্যকায় ও গিরিপথে খুজলাম। কিন্তু পেলাম না। আমরা মনে করলাম, হয়তো জ্বিনেরা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে অথবা কেউ তাকে গোপনে মেরে ফেলেছে।

রাবি বলেন, ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, এ রাতটি আমাদের জন্য এতই দুর্ভাগ্যজনক ছিলো যে মনে হয় কোন জাতির উপর এমন রাত অতিবাহিত হয় নি। যখন ভোর হলো আমরা তাকে হেরা পর্বতের দিক থেক আসতে দেখলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে হারিয়ে ফেললাম এবং অনেক সন্ধান করেও আপনার কোন সন্ধান পেলাম না। তাই সারারাত আমরা চরম দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি। মনে হয় এমন দুর্ভাগ্যজনক রাত কোন জাতির উপর আসে নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিনদের পক্ষ থেকে এক আহবানকারী আমাকে নিতে আসে। আমি তার সাথে গেলাম এবং তাদেরকে কুর'আন পাঠ করে শুনালাম। রাবী ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে জিনদের বিভিন্ন নিদর্শন ও আগুনের চিহ্ন দেখালেন।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে খাদ্যের জন্য প্রার্থনা করলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে জন্তু আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে তার হাড় তোমাদের খাদ্য। তোমাদের হাতের স্পর্শে তা পুনরায় গোশতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, উটের বিষ্ঠা তোমাদের পশুর খাদ্য। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বললেন, এই দুইটা

জিনিস দিয়ে তোমরা শৌচকার্য করো না। কেননা এই দুটো তোমাদের ভাইদের (জিনদের) খাদ্য।[৭৩]

আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাযি) বর্ণনা করেছেন, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তে প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকজন কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলো, গর্তে প্রসাব করা কেন অপছন্দনীয়? তিনি বললেন, এতে জিনেরা বসবাস করে।[৭৪]

জিনেরা লুকিয়ে আসমানের সংবাদ শুনতো

বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে,

ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, জিনদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না কিছু (কুরআন) পাঠ করে শুনিয়েছেন, না তাদেরকে প্রত্যক্ষ করেছেন; ঘটনা বরং এই যে একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একদল সাহাবীকে সংজ্ঞে নিয়ে ওকাজ নামক বাজারে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হন। ইতিমধ্যে আকাশের সংবাদ শোনার বিষয়ে জিনদের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়।

---

[৭৩] সহীহুল মুসলিম, হাদিস নং ৮৯৩/ ইফা ৮৮৯

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ، أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ. قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ. قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ: " لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ»

[৭৪] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৯, জামিউস সগীর ৬৩২৪, ৬০০৩, ইউরাউল গালিল ৫৫

عن عبد الله بن سرجس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر»، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن

অতঃপর শয়তান জিনেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকটে ফিরে আসলে তখন তাদের অপরাপর জিনেরা প্রশ্ন করে,

-- কি বিষয়?

-- তারা বলে "আকাশের সংবাদ সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের প্রতি আগুনের লেলিহান শিখা নিক্ষেপ করা হয়েছে।

— তারা বললো, অবশ্যই নতুন কিছু ঘটার কারণে আমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর পুর্ব ও পশ্চিম সব জায়গায় তোমরা ঘুরে দেখো,কি ব্যাপার ঘটেছে যার কারণে তোমাদের ও আকাশের সংবাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং পৃথিবীর পুর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত তারা তাদের ও আকাশের সংবাদের মাঝে বাধার কারণ বের করার জন্য বেড়িয়ে পড়লো। যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলো,তারা নাখলা নামক জায়গায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উকাযের বাজারে যাওয়ার পথে এখানে অবস্থান করছিলেন। সে সময় সাহাবীদের নিয়ে তিনি ফজরের নামাজ আদায় করছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কুরআন মাজিদের তিলাওয়াত শুনতে পেয়ে গভীর মনোযোগের সাথে তা শোনে। তারা বললো, আল্লাহর কসম! এটাই সেই জিনিষ যা তোমাদের ও আকাশের খবরের মাঝে বাধার কারণ ঘটিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তারা তাদের গোত্রে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা আমাদেরকে কল্যানের পথ দেখায়। তাই তার উপর আমরা ঈমান এনেছি আর কখনো আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে কাউকে অংশিদার করব না। তখন আল্লাহ তায়ালা তার নাবির নিকট আয়াত অবতীর্ণ করেন।"

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾

অর্থ: আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে,জিনদের একদল মনোযোগ সহকারে কুরআন) শুনেছে,[৬৮]

---

[৬৮] সূরা জিন আয়াত ১

এভাবে ওহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিনদের আলাপচারিতা প্রসঙ্গে জানানো হয়।[৬৯]

জিন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য

আল্লাহ মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, একই উদ্দেশ্যে জিন সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালা'র ইবাদাত করার জন্য।

পবিত্র কুরআনে এর প্রমাণ রয়েছে যেমন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আর আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য।[৭০]

এমনকি জিনদের কাছে আল্লাহ তায়ালা নাবি-রাসূল ও প্রেরণ করেছেন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَٰتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَٰفِرِينَ ﴿١٣٠﴾

---

[৬৯] সহিহুল বুখারী হাদিস নং ৪৯২১

عن ابن عباس، قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث، فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء، قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة، «وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له»، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا {إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا} " وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: {قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن} وإنما أوحي إليه قول الجن "

[৭০] সূরা জারিয়াত আয়াত নং ৫৬

"হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে পয়গম্বরগন আগমন করেনি, যারা তোমাদের কে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন? এবং তোমাদেরকে আজকের এদিনের ভয়ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে, আমরাই আমাদের বিরুধে সাক্ষী দিচ্ছি। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুধে সাক্ষ্য দিবে যে তারা কাফের ছিল।[৭১]

কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ অভিমত গ্রহণ করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যার সারমর্ম হলো,

"এ আয়াত থেকে প্রমানিত হয় যে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুর্বে জিনদের রাসূল জিনদের মধ্য হতে আবির্ভূত হতো, এবং মানুষ আগমনের হাজার বছর পুর্বে জিন জাতি বসবাস করত। এবং তারাও মানুষের মত আল্লাহ তায়ালার বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিলো। শরিয়ত ও যুক্তির মানদণ্ডে জিনদের মধ্যে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

জিনের প্রকারভেদ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
জিন তিন প্রকার-

১) যারা বাতাসে উড়ে বেড়ায়।

২) কিছু সাপ ও কুকুর ।

৩) যারা মানুষের কাছে আসা-যাওয়া করে।

সাধারণত জিনেরা বিভিন্ন প্রাণীর রুপ ধারণ করতে পারে, তবে তাদের একটি দল সাপ ও কুকুরের রুপ ধারণ করে মানব সমাজে চলাচল করে।[৭২]

যেসব কারণে জিন আছর করে

এমন কিছু কারণ রয়েছে যে কারণে সাধারণত জিনেরা মানুষের উপর আছর করে। সেগুলো হলো যথাক্রমে:

---

[৭১] সুরা আনআম আয়াত নং ১৩০

[৭২] জামেউস সগীর হাদীস নং ৩১১৪

১) যদি কোন মানুষ জিনকে কষ্ট দেয়। (অর্থাৎ, বেখেয়াল বশত জিনের গায়ে আঘাত করে, তার খাবার নষ্ট করে, তার গায়ে গরম পানি নিক্ষেপ করে, যেটা গর্তে প্রসাব করার মাধ্যমেও হতে পারে, কেননা কতেক জিন গর্তে বাস করে।)

২) প্রেমাসক্তি। সেটা কোন পুরুষ জিন কোনো নারীর প্রেমে পড়ে, অথবা কোনো নারী জিন কোনো পুরুষের প্রেমে পড়ে, তখন জিনটি তার প্রিয় ব্যক্তির উপর আছর করে।

৩) যদি কোনো গণক বা মুশরিক জাদুকর জিনকে চালান দেয়। সেটা দুইভাবে হতে পারে,

প্রথমত: জাদুকর নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে পাকড়াও করার জন্য জিনকে প্রেরণ করে।

দ্বিতীয়ত: জাদুকর নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে পাকড়াও করতে জিন চালান দিয়েছে, কিন্তু জিন চলাচলের পথে এমন কাউকে পেয়ে যায়,যাকে তখন সে আছর করে।

৪) অতিরিক্ত রাগ। অর্থাৎ মানুষ যখন অতিরিক্ত রাগের কারণে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তখন জিন তাকে আছর করে।

৫) অতিরিক্ত ভয়। সেটা হলো মানুষ যখন অন্ধকার রাতে কোনো জনমানবহীন বন-জঙ্গল, বাগান বা কোনো মাঠঘাট দিয়ে যাতায়াত করে তখন যদি কোনো ছায়া বা কোনও বস্তু দেখে প্রচণ্ড ভয় পায় তখন জিন তাকে আছর করে।

৬) অতিরিক্ত উদাসীনতা। অর্থাৎ ভরদুপুরে বা সন্ধায় বাড়ির ছাদে,বা কোনো বাগান বা মাঠে একাকী উদাসীন অবস্থায় যদি কেউ বসে থাকে, তখন সেখান থেকে জিন অতিক্রম কালে তাকে আছর করে।

৭) অপবিত্র অবস্থায়। এটা হলো অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা নোংরা এবং অপবিত্র অবস্থায় থাকতে পছন্দ করে। যেহেতু শয়তান জিন অপবিত্রতা ও নোংরা পছন্দ করে, সেহেতু যদি সে এ অবস্থায় কাউকে পেয়ে যায়,তখন তাকে আছর করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

জিনের আছর কীভাবে বুঝবেন

সাধারণত জিন যাকে আছর করে তার মাঝে একাধিক ধরনের লক্ষণপাওয়া যায়, তবে সবগুলো লক্ষণএকসাথে পাওয়া জরুরী নয় কোনো কোনো সময় দু একটি লক্ষণপ্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে একটি জরুরী বিষয় হলো, বদনজর জাদু এবং জিনের প্রেসেন্টের লক্ষণসমূহ প্রায় সাদৃশ্যপূর্ণ তবে কিছু কিছু বিষয় ব্যতিক্রম।

লক্ষণসমূহ:

- ✔ ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ করে কেঁদে উঠা, উচ্চস্বরে কথা বলা, জোরে নিঃশ্বাস ফেলা এবং ঘুম হতে আতংকিত অবস্থায় বসে পড়া বা দাঁড়িয়ে যাওয়া।
- ✔ জাগ্রত অবস্থায় এমন কিছু দেখা, যা তার স্বপ্ন বলে মনে হয়।
- ✔ কখনো কিছুক্ষণের জন্য বেহুঁশ হয়ে যায়।
- ✔ কখনো মুখ থেকে ফেনা বের হয় দাঁতে খিল লেগে যায়।
- ✔ সবসময় ভীতু ভীতু ভাব থাকে।
- ✔ কখনো কখনো ভিন্ন ভাষায়, এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে কথা বলে।
- ✔ অনেক সময় তার থেকে আশ্চর্যজনক বিষয় প্রকাশ হয়ে থাকে। যেমন অল্প সময়ে সে বহুদূরে চলে যায় ইত্যাদি।
- ✔ অনেক সময় মেয়েদের কাছে স্বামী ঘর-সংসার সন্তানদের ভালো লাগে না।
- ✔ সে ইবাদাত তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি পছন্দ করে না, বরং এগুলো তার অস্থিরতা বাড়িয়ে দেয়।
- ✔ আক্রমণাত্মক ও ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা। যেমন: কালো কুকুর, কালো সাপ, কালো বিড়াল, অথবা পাহাড় বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া অথবা পানিতে পড়ে যাওয়া।
- ✔ এককানে বা উভয় কানে শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা বা শরীরের ভারসাম্য না থাকার অনুভব হওয়া।
- ✔ সামান্য কারণে ভীষণ রেগে যাওয়া।

- ✓ সর্বদা ঘুমের ভাব লেগে থাকা এবং গভীর ঘুম থেকে জেগে কষ্ট অনুভব হওয়া।
- ✓ কোন কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করা।
- ✓ কেউ কথা বললে বিরক্ত মনে করা।
- ✓ একাকী ও নির্জনে থাকতে পছন্দ করা।
- ✓ এমন কোনো আশ্চর্য ধরনের দুর্গন্ধ পাওয়া যা আশেপাশে কেউ পায় না।
- ✓ এমন কাজ করেছে মনে হওয়া যা সে করেনি।
- ✓ কাজ-কর্মে বেশি বেশি ভুল হওয়া।
- ✓ সর্বদা মনের মধ্যে সন্দেহও সংশয় জাগ্রত হওয়া
- ✓ দীর্ঘসময় টয়লেটে অবস্থান করা এবং কারো সঙ্গে কথা বলা।
- ✓ স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই দ্রুত রেগে যাওয়া ও কান্না করা।
- ✓ আরো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন লক্ষণ রয়েছে, যেমন—বিবাহ চেষ্টায় সফল না হওয়া বা বিবাহ আটকে থাকা ইত্যাদি।

এখানে একটি জরুরী কথা এই যে, পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া ব্যতীত দু একটি সিকনেস দেখলেই তাকে জিনে ধরেছে বলা যাবে না।

জিনের আছরের মেয়াদ কতদিন

মানুষের উপর জিনের আছর করার মেয়াদ চার রকমের হতে পারে—

১) জিন মানুষের পুরো শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে স্বল্প সময়ের জন্য ।

২) পুরো শরীর নয়, আংশিকভাবে শরীরের এক বা একাধিক অঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে সেটাও স্বল্প সময়ের জন্যে।

৩) জিন মানুষের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে, স্বল্প সময়ের জন্য। সেটা দূর থেকে ওয়াছওয়াছার মাধ্যমেও হতে পারে।

৪) জিন মানুষের শরীরের উপর স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এর মেয়াদ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে।

কীভাবে জিনের আছর থেকে নিরাপদ থাকবেন

আমরা এই প্রবাদ বাক্যটি জানি যে, চিকিৎসার চেয়ে সাবধান থাকাই ভালো। তো জিন আছর করার পর ট্রিটমেন্টের চেয়ে যদি পূর্ব থেকেই একটু সচেতন হওয়া যায় তবে জিনের আছর থেকে বেঁচে থাকতে পারব। ইনশাআল্লাহ আমলগুলো এই:

(এক) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করতে হবে ও ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী চলতে হবে।

(দুই) ঘরে ঢোকা ও বের হওয়ার সময় দুয়া পাঠ করতে হবে।

(তিন) প্রসাব-পায়খানাতে যাওয়ার সময় মাসনুন দুয়া পাঠ করা।

(চার) ঘরে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা বিশেষ করে সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করা।

(পাঁচ) নিয়মিত প্রত্যেক নামাজের পরে ও ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা

(ছয়) সর্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

(সাত) খাবার সময় মাছনুন দুয়া আদায় করা।

(আট) নারীরা সর্বদা শরয়ী পর্দা অনুযায়ী চলা।

(নয়) নারী এবং বাচ্চারা ভর-দুপুরে ও সন্ধ্যায় বাহিরে নির্জন স্থানে বা ছাঁদে না থাকা।

(দশ) কোন গর্তে প্রসাব পায়খানা না করা।

(এগারো) ঘরে কোন মূর্তি, প্রাণীর কঙ্কাল বা এ জাতীয় কিছু না রাখা।

(বারো) কখনো যদি কোনো জিন বা এরকম কিছুর খপ্পরে পড়ে যায়, তৎক্ষণাৎ আয়াতুল কুরসী পাঠ করে আযান দিয়ে দেওয়া।

(তেরো) ঘরে আসা কোনো সাপকে মারতে বিলম্ব করা।

(চৌদ্দ) নির্জন স্থানে কোনো ময়লার স্তূপ বা আগুনের কুন্ডলির কাছে একাকী না যাওয়া।

(পনেরো) গ্রামে বা জনমানবহীন স্থানে, গভীর জঙ্গলে বা কোথাও রাতে একাকী সফর না করা।

কারও বাড়িঘরে জিনের উপদ্রব মনে হলে করণীয় কী

প্রায়শই বিভিন্ন এলাকায় নতুন বা পুরাতন কোন বাড়িঘর, ফ্ল্যাট বা গোডাউনে অস্বাভাবিক কোন সমস্যার উপদ্রব হয় এবং অশরীরী কোন বিষয় অনুভূত হয়, যার কিছু নমুনা নিচে উল্লেখ করা হল, যেমন-

(ক) ১} কোনো টিনসেট ঘরে দিনে বা রাতে, চালে বা মাচানের উপর ঢিল ছোঁড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া।

২} মাঝরাতে ঘরের ভেতরে বা বাহিরে করুণ কান্নার শব্দ ভেসে আসা।

৩} রাতে ঘরের বারান্দায় বা কার্নিশে অস্বাভাবিক কোন প্রাণী দেখা। যেমন বিড়াল, কুকুর সাপ ইত্যাদি

৪} খালি ঘরে কারও উপস্থিতি টের পাওয়া কিন্তু কাউকে দেখা যায়না।

৫} ছাঁদে বা বাড়ির অন্য কক্ষে কারো হেঁটে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাওয়া

৬} ঘুমের মধ্যে পায়ের কাছে বা মাথার কাছে অদৃশ্য কারও স্পর্শ অনুভব হওয়া।

৭} মাঝরাতে অথবা যে কোন সময় থালাবাটি বা কোন তৈজসপত্র অকারণে পড়ে যাওয়ার শব্দ হওয়া।।

৮} মাঝেমাঝে গুমগুম চাপা শব্দ শুনতে পাওয়া।

৯} অনেকসময় ঘরের জিনিষপত্র স্থানান্তরিত হওয়া লক্ষ্য করা। যেমন, আপনি একটি জিনিষ এক জায়গায় রেখেছেন সেটি অন্যত্র দেখতে পাওয়া অথচ আপনি নিশ্চিত যে সেটি অন্য কেউ সরায়নি। এরকম আরো অনেক সমস্যা অনুভূত হওয়া।

(খ) সর্বপ্রথম আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো,

১} সেই বাড়ি বা ঘরের মধ্যে পুরনো তাবিজ-কবজ, মূর্তি বা মূর্তি সাদৃশ কোন বস্তু থাকলে সরিয়ে ফেলতে হবে।

২} কোন প্রানির ছবি বা শরয়ী আপত্তিকর কোন কিছু থাকলে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩} সেই বাড়িতে অন্য কোন জিনের রোগী আছে কিনা জানতে হবে যদি থেকে থাকে তবে তার চিকিৎসা আগে করাতে হবে। (কেননা, কারও সাথে আসরকৃত ধূর্ত জিন অনেক সময় বাড়িঘরে উৎপাত বা অন্য ব্যক্তির সমস্যা সৃষ্টি করে।)

৪} আক্রান্ত বাড়িটির কোন কামরা কখনোই বিরান ঘরের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখবেন না।

(গ) শেখ ওয়াহিদ, ওকাইয়াতুল ইনসান গ্রন্থে বলেন, আপনি যদি নিশ্চিত হন যে, বাড়িতে আসলেই কোন জিন বা কিছুর একটা আসর রয়েছে এবং এটা কারও কোন চালাকি বা কৌশল নয়, তবে মন্দ জিন বিতাড়িত করার উপায় হবে এরকম-

প্রথমত: "আপনার সাথে অন্তত দুজন লোক নিয়ে প্রথমে আপনি আক্রান্ত বাড়িতে যাবেন এবং উচ্চস্বরে একথাগুলো তিনবার বলবেন, "আমি তোমাকে ঐ শর্তে এই বাড়ি থেকে বের হওয়ার আহবান জানাচ্ছি, যেই শর্ত সুলায়মান আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন। আমি আল্লাহর হুকুম করে তোমাকে বের হতে বলছি এবং কারও কোন ক্ষতি না করার জন্য বলছি"।

দ্বিতীয়ত: আপনার পরবর্তী কাজ হবে একটি পাত্র বা ছোট বালতিতে পরিষ্কার পানি নিয়ে তাতে এই দুয়া পাঠ করে ঘরের প্রতি কোনে কোনে ছিটিয়ে দিন। এবং অবশিষ্ট পানি প্রতি কোনে অল্প অল্প করে রেখে দিন। আপনি ঘরের মধ্যে কোনকিছু টের পান বা না পান এতে আল্লাহ্‌র আদেশে তারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্‌

(ঘ) এরপর সেখানে বসে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিবেন। তিলাওয়াতের বিষয়বস্তু যে কোন সূরা বা আয়াত হতে পারে তবে বিশেষ করে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করবেন এবং সবশেষে সূরা ফালাক নাছ পড়ে তিলাওয়াত শেষ করবেন। অবশ্য যেদিন এই আয়োজন করবেন সেদিন সেই আক্রান্ত বাড়ি বা কামরায় রাতে অবস্থান করবেন। সেখানে বিভিন্ন ইবাদাত-বন্দেগী অর্থাৎ, নফল সলাত, জিকির, তিলাওয়াত, দুয়া কান্নাকাটি ইত্যাদি করবেন। মোটকথা সেখানে একটি ইবাদাতের পরিবেশ কায়েম করে ফেলবেন।

(৩) পরের দিন থেকে সেই ঘরের অধিবাসী বা সদস্যদের জরুরি কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যদি এগুলো মেনে চলা যায়, তবে আশা করা যায় আর কখনোই কোন ধরনের জিন সেখানে উৎপাত করবে না। বিষয়গুলি হলো-

১} নারী পুরুষ প্রত্যেকেই সলাতের পাবন্দি করতে হবে। কিছু কিছু নফলের অভ্যাস করতে হবে।

২} প্রতিদিন এই বাড়িতে অল্প অল্প করে হলেও কুরআন তিলাওয়াত চালু করতে হবে।

৪} বাড়ির আঙ্গিনা, বেলকুনি, বারান্দাসহ কামরা সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৫} ঘরের দেয়ালে কোন রকমের ছবি, প্রতিকৃতি, বা প্রানীর শিং থাকলে তা ঘর থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৬} কষ্টকর হলেও সর্বদা অযু অবস্থায় থাকতে পারলে খুবই ভালো হয়।

৭} খাওয়া-দাওয়ার পর খেয়াল রাখতে হবে ছোটবড় মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় এবং উচ্ছিষ্ট খাবার যেন নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত যত্রতত্র ফেলে দেয়া না হয়।

৮} বিশেষ করে সন্ধ্যায় বা মাঝরাতে মেয়েরা এবং ছোট বাচ্চারা যেন বাড়ির ছাঁদে, নিরব জায়গায়, বাগান বা অন্ধকারচ্ছন্ন কোন কামরায় একাকী না থাকে।

৯ কোন প্রাণীকে প্রহার করা যাবে না। যেমন, কুকুর বিড়াল সাপ ইত্যাদি।

১০} ঘরের প্রত্যেক সদস্য প্রতিদিন মাসনুন দুয়া পাঠ করে ঘুমাবে।

১১} পায়খানা প্রসাবের সময় অবশ্যই দুয়া পড়ে টয়লেটে ঢুকতে হবে।

জিনের রোগীদের জন্য অবশ্য করনীয়

এক- রোগীকে অবশ্যই পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে নিশ্চিত হতে হবে যে, রোগের নিরাময়কারী এক মাত্র আল্লাহ সুবহানু তায়ালা এবং রুকইয়াহ পদ্ধতির

নিরাময় অন্বেষণ করা শরীয়াহ নির্দেশিত পদ্ধতিগুলোর একটি। এতে যা পাঠ করা হয় তা আল্লাহ্ সুবহানু তায়ালারই কালাম। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

আমি কুরআনে যা নাজিল করি, তা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমাত। [৭৩]

দুই- রোগীকে অবশ্যই আল্লাহমুখী হতে হবে,এবং নফল ইবাদাত বেশি বেশি করে আদায় করতে হবে, এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দুয়া করতে হবে।

তিন- যথাসম্ভব অযু অবস্থায় থাকতে হবে,এবং সুন্নাহয় বর্ণিত আমলসমূহ করতে হবে।

চার- এবং নারীদের শরয়ী পর্দার পূর্ণ অনুশীলন করতে হবে।

পাঁচ- ধৈরয ধরতে হবে এবং হতাশা আনা যাবে না, কেননা বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশের প্রতি ইমানের অপরিহার্য দাবী। এ আকিদাহ্ হলো ইমানের ছয়টি স্তম্ভের একটি।

ছয়- নিজেকে শক্তিশালী মনে করা, কেননা মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। হয়তোবা এ বিষয়ে আল্লাহ আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন। সুতরাং আমার উপর যে বিপদ এসেছে তা আল্লাহ্ তায়ালা জানেন এবং আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই তা আল্লাহ্ নির্ধারণ করে রেখেছেন

জিন আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা

সাধারণ জিনের আছর

[পদ্ধতি ১] যদি কাউকে জিন আছর করে এবং সঠিক উপসর্গ না জানা যায়,তখন প্রাথমিক ভাবে রোগীর কানের কাছে নিচের আয়াতগুলো উচ্চস্বরে পড়তে হবে। রুকইয়াহ চলাকালিন সময় যখন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে তখনকার

[৭৩] সূরা আল ইসরা আয়াত নং ৮২

আয়াত গুলো বেশি বেশি পড়তে হবে। এবং পুরো পড়ে শেষ করার আগে থামা যাবে না। মনে রাখতে হবে জিনেরা কথা বলার সময় একশটার মধ্যে আশিটাই মিথ্যা বলে। তারা যতই ছলছাতুরি করুক না কেন পড়া বন্ধ করা যাবে না। বিশেষ কোন কারণে থামতে হলে সূরা নাছ সূরা ফালাক্ব এবং দুরুদ শরিফ পড়ে থামতে হবে।

জিনের রোগীর জন্য কমন রুকইয়াহ'র আয়াত

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা বাক্বারাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾

অর্থ: ১) আলিফ লাম মীম। ২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। ৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

অর্থ: ১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

أَوْلِيَـٰٓؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا

خَـٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (আয়াত ২৫৫-২৫৭)

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ

وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا

وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا

كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا

وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ: ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভূ! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর। (আয়াত ২৮৫-২৮৬)

সূরা আল ইমরান

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

অর্থ: ১৮)আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

সূরা আ'রাফ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

অর্থ: ৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

সূরা মু'মিনুন

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

অর্থ: ১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? ১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি

সম্মানিত আরশের মালিক। ১১৭) যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালণকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। ১১৮) বলুন: হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

সূরা সফ্‌ফাত

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

অর্থ:১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, ২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, ৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের-নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। ৪) তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। ৫) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৬) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ৭) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ৮) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ৯) ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

সূরা আহক্বাফ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۗ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِ َۧ الْمَوْتٰى ۗ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۗ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۗ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۗ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۗ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

অর্থ: ২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল,। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। ৩০) তারা বলল. হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। ৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

সূরা আর রাহমান

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۗ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

অর্থ: ৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। ৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

সূরা হাশর

لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ
لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ
جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ
جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ
أَنْفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

অর্থ: ১২) যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। ১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। ১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কান্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রদায়। ১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে: তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি। ১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি। ১৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। ১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। ২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। ২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই

একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপানি/ত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

সূরা জিন

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

অর্থ: ১) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; ২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। ৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। ৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। ৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। ৬) অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। ৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। ৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। ৯) আমরা

আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে।

সূরা হুমাযাহ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

অর্থ: ১) প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ, ২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে ৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। ৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। ৫) আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি? ৬) এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, ৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছবে। ৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, ৯) লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, ২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ফালাক্ব

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের, ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

রুকইয়াহ পড়ার মধ্যে বা পরে রোগী যদি ঝাকুনি (Seizure) দেয় বা কেঁপে উঠে তবে বুঝতে হবে জিন তার সাথেই আছে। এবং সে কথা বলা শুরু করবে; তখন তাকে বেহুদা কথা না মুখতাসার তিনটি প্রশ্ন করতে হবে।

১) তার নাম কি?

২) তার ধর্ম কি?

৩) কেন সে মানুষের উপর ভর করেছে?

যদি সে কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে ভর করে থাকে তখন তাকে বলতে হবে সে যেজন্য ভর করেছে তা আল্লাহ নিষেধ করেছেন হারাম। তাকে বলতে হবে তাকে এবং মানুষকে আল্লাহ একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জিন ও মানুষ উভয় জাতির কল্যানের জন্যই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। অতএব মানুষকে কষ্ট না দিয়ে চলে যেতে বলতে হবে। আর যদি সে অমুসলিম হয় তাকে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিতে হবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে দাওয়াতের কারণে অনেক জিন মুসলিম হয়ে গেছে। আর জিন যদি প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বা মানুষকে শাস্তি দেয়ার জন্য আছর করে,তবে তাকে বলতে হবে যে, এ ব্যক্তি যা করেছে তা না বুঝেই করেছে। এজন্য সে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আর জিন যদি এ বাড়িতে আগে থেকেই বাস করে, সেক্ষেত্রে বলতে হবে, এটা মানুষের এলাকা এবং নিজস্ব সম্পদ। এখানে মানুষ যে কোনো ভাবে

অবস্থান, এবং যে কোন আচরণ করতেই পারে এটা তার জন্য বৈধ, এবং অধিকার রয়েছে।

কিন্তু মানুষের বাড়িতে বা ঘরে অনুমতি ছাড়া জিনের থাকা বা অবস্থান করার কোনো অধিকার নেই এবং এটা অবৈধ। সুতরাং তাকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে চলে যেতে বলতে হবে এবং কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখাতে হবে। যদি না যেতে চায় তবে আবার একইভাবে রুকইয়াহ শুরু করতে হবে। রোগীকে রুকইয়াহ'র গোছল করতে দিতে হবে।

সতর্কতা: একাধিকবার রুকইয়াহ প্রয়োগ করার পরও যদি পেসেন্টের কোনো ঝাঁকুনি (Seizure) বা প্রতিক্রিয়া অনুভব না হয়, তবে বুঝতে হবে মনোবিজ্ঞান বা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কোন প্রবলেম রয়েছে তার। তখন তাকে কোনো বিশেষজ্ঞ সার্জনের শরণাপন্ন হতে হবে।

জিন যখন মানুষের প্রেমে পড়ে

[চিকিৎসা ২] যদি জিন কোনো মানুষের প্রেমে পড়ে এবং সহজে ছেড়ে যেতে না চায় এবং অবস্থা যদি খুবই মারাত্মক হয়, তখন এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে-

(ক) নিচের সূরা গুলোর অডিও ক্লিপ রোগীকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। সূরাগুলো এই -সূরা ফাতিহা ,সূরা বাক্বারা ,সূরা ইউসুফ ,সূরা নূর , সূরা সফফাত ,সূরা ইখলাছ ,সূরা ফালাক ,সূরা নাছ ,প্রত্যেকটি সূরা শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে। যদি কেউ সময় দিয়ে রোগীকে পড়ে শুনাতে পারে সেটা সর্বোত্তম। নয়ত রোগীকে সর্বদা শোনানোর জন্য অডিওর ব্যবস্থা করতে হবে।

(খ) রুকইয়াহ পাঠ করা পানি পান করতে হবে ও নিয়মিত রুকইয়াহর গোছল চালিয়ে যেতে হবে।

(গ) সারা শরীরে জইতুন তেল মালিশ করতে হবে। রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত রুকইয়াহ চালিয়ে যেতে হবে।

আয়াতুল হারক

[চিকিৎসা ৩] যে আয়াতগুলো খুবই প্রভাবক, যা তিলাওয়াতে জিনের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কষ্ট সহ্য করতে না পেরে চলে যেতে বাধ্য হয় এবং অনেক জিন আয়াতের প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে না পেরে পুড়ে ভস্ম হয়ে মরে যায়। আয়াতগুলো এই—

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۶﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা বাকারাহ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۲۵۵﴾

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা

কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (আয়াত ২৫৫-২৫৭)

সূরা নিসা

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

অর্থ: ১৬৭) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। ১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ্ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। ১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। ১৭০) হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। ১৭১) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ১৭২) মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুত যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে। তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। ১৭৩) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।

সূরা মায়িদাহ

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

অর্থ: ৩৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহি.কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। ৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

সূরা আনআম

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

অর্থ: ৪৪) অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। ৪৫) অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। ৪৬) আপনি বলুনঃ বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন, তবে এবং তোমাদের আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কীভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। ৪৭) বলে দিনঃ দেখতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? ৪৮) আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। ৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে। ৫০) আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না ? ৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না-যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

অর্থ: ৯৩) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে।

সূরা আনফাল

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

অর্থ: ১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। ১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুত যে লোক আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সূরা তাওবাহ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

অর্থ: ৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহের আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

সূরা ইবরাহীম

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ
عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾
وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾ أَلَمْ
يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ
إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا
أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ
عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ
﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

﴿١٤﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ
صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ
وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

অর্থ: ১) আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি-যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। ২) তিনি আল্লাহ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মন্ডলের সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব; ৩) যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে। ৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথ:ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ৫) আমি মূসাকে নিদর্শনাবলী সহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। ৬) যখন মূসা স্বজাতিকে বললেন: তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। ৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। ৮) এবং মূসা বললেন: তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুনের আধার। ৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমানাদি নিয়ে

আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে: যা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। ১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন: আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যাতে তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত: তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। ১১) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেন: আমারাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহর উপর ভরসা করা চাই। ১২) আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। ১৩) কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল: আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। ১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। ১৫) পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল। ১৬) তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পূঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে। গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।

সূরা হিজর

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾

অর্থ: ১৬) নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি। ১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।

সূরা ইসরা

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

অর্থ: ১১০) বলুন: আল্লাহ্ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রাসে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। ১১১) বলুন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহয্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি স-সম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

সূরা মারইয়াম

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

অর্থ: ৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। ৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। ৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। ৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা। ৭২) অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।

সূরা আম্বিয়া

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ [الأنبياء:٧٠]

অর্থ: ৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম।

সূরা হাজ্জ

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

১৯) এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। ২১) তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। ২২) তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে: দহন শাস্তি আস্বাদন কর।

সূরা দুখান

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

অর্থ: ৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ ৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; ৪৫) গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে। ৪৬) যেমন ফুটে পানি। ৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, ৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও, ৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। ৫০) এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। ৫১) নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে- ৫২) উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে।

সূরা আহকাফে

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

অর্থ: ২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল, । তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা

তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। ৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। ৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। ৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে।

সূরা মুলক

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ
السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا
سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ
مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

অর্থ: ৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি। ৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? ৯) তারা বলবে: হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। ১০) তারা আরও বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। ১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।

জিন যদি পুনরায় ফিরে আসে

]চিকিৎসা ঃ [কাউকে আসরকৃত কোন জিন যদি বিতাড়িত হওয়ার পর কোনো কারণে আবার আছর করে তবে নিচের এই রুকইয়াহ খুবই প্রভাবক যা জিনকে চলে যেতে বাধ্য করবে যদি না যেতে চায় তবে জলেপুড়ে মরে যাবে। নিম্নোক্ত রুকইয়াহ খুবই গাম্ভির্যের সাথে রোগীর সামনে উঁচু আওয়াজে পাঠ করতে হবে।

এই রোগের জন্য রুকইয়াহ

সূরা বাক্বারাহ

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

অর্থ: ৯৯) আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাধ্যরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না। ১০০) কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই

বিশ্বাস করে না। ১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন-যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-যেন তারা জানেই না।

সূরা আনফাল

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

অর্থ: ৫৫) সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে অতঃপর আর ঈমান আনেনি। ৫৬) যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃতচুক্তি লংঘন করে এবং ভয় করে না। ৫৭) সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। ৫৮) তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরাও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধোকাবাজ, প্রতারককে পছন্দ করেন না।

সূরা তওবাহ

وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

অর্থ: ১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। ১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ্-যদি তোমরা মুমিন হও। ১৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ্ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন।

সূরা নাহল

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

অর্থ: ৯০) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। ৯১) আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন।

এই পর্যন্ত পূর্ণ মনোযোগের সাথে পাঠ করতে হবে।

কস্তুরী দ্বারা ধূর্ত জিনকে পাকড়াও করার বিশেষ পদ্ধতি

[চিকিৎসা ৩] সাধারণত এমন অনেক ধূর্ত জিন রয়েছে যারা আছর করলে সহজে যেতে চায়না। সেসব দুষ্ট জিনদের শায়েস্তা করার জন্য এ পদ্ধতিটি খুবই ফলদায়ক। এটা হলো ভারতীয় কস্টাসের (সুগন্ধীযুক্ত বৃক্ষের) তৈরী নাকের ড্রপ। এটার ব্যবহার পদ্ধতি হলো- রোগী এ কস্তরী দ্বারা তৈরীকৃত ড্রপ

এমনভাবে নাকে ব্যবহার করবে যেন এর তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ সরাসরি মস্তিষ্কে চলে যায়,যেখানে জিন অবস্থান করে। এ ড্রপের ক্রিয়ায় জিন দিশেহারা হয়ে দ্রুত পালাবার পথ খুঁজবে, নয়তো রাক্বীর সাথে কথা বলবে দ্রুত চলে যাওয়ার জন্য এবং আর কখনো ফিরে না আসার প্রতিজ্ঞা করবে। সহিহুল বুখারীতে চিকিৎসার অধ্যায়ে এ সম্পর্কে একটি হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে যে,

উম্মে কয়েছ বিনতে মেহছান রাযি. বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা হিন্দের এই কস্তুরীটি ব্যবহার করবে কেননা নিশ্চয় তাতে সাতটি রোগের নিরাময় রয়েছে। এটি নাকে টেনে নেয়া যায়। (ড্রপ আকারে ব্যবহার করা যায়) এবং তা গলায় বা মুখে স্থলন সৃষ্টি করে।[৭৪]

কস্তুরির প্রকার-

১. ইন্ডিয়ান কস্তুরী (কালো)।

২. সামুদ্রিক কস্তুরী (সাদা)।

ভারতীয় কস্তূরী এমন এক প্রজাতির গাছ যার গন্ধ তীব্র ঝাঁঝালো। যা জিন সহ্য করতে পারে না এবং প্রচন্ডভাবে বিরক্ত হয়।

কস্টাস প্রয়োগ পদ্ধতি

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে হাফিজ ইবনে হাজার আসকলানী রহিমাহুল্লাহ কস্টাস বা কস্তুরীর ব্যবহার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন এভাবে-

"প্রথমে রোগী পিঠ নিচের দিকে দিয়ে শোবে। এরপর এমন ভাবে শোবে যেন মাথা একটু নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। এরপর কস্টাসের ছাতু জয়তুন তেলের সাথে মিশিয়ে রোগীর নাক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঢালতে হবে। খেয়াল রাখতে

---

[৭৪] সহিহ বুখারী হাদিস নং-৫৬৯২ [ফাতহুল বারী কিতাবুত তিব্ব]

عن أم قيس بنت محصن، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية: يستعط به من العذرة، ويلد به من ذات الجنب "

হবে তেল যেন রোগীর মস্তিষ্কে পৌঁছায়।এতে করে রোগীর হাঁচি তৈরি হবে এবং যে কোনো ধরনের সমস্যা এর মাধ্যমে বের হয়ে যাবে। এ উপায়ে জিনও বের হয়ে যেতে পারে তবে কোনো কারণে যদি জিন পুনরায় ফিরে যায় বা রোগীর দেহে প্রবেশ করে থাকে, তাহলে রোগী এর সাথে নিচে প্রদত্ত সূরাগুলো (রুকইয়াহ) রেকর্ড করে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। ইনশাআল্লাহ্‌ জিন কোনক্রমেই থাকতে পারবে না।[৭৫]

সূরাগুলো এই-

- সূরা আল ফাতিহা,
- সূরা আল বাক্বারা,
- সূরা আল ইমরান,
- সূরা ইয়াসিন,
- সূরা আর-রহমান,
- সূরা আল মুলক,
- সূরা আল-জিন,
- সূরা আল কাফিরূন,
- সূরা আল ইখলাছ,
- সূরা আল ফালাক্ব,
- এবং সূরা আন-নাছ পর্যন্ত।

---

[৭৫]

السعوط وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس

[ফাতহুল বারী চিকিৎসা অধ্যায়]

জিনের রোগী , রুকইয়াহ'র গোছল যেভাবে করবে

গোছলের নিয়ম: প্রথমে একটি পরিষ্কার পাত্র বা জগ নিতে হবে তাতে পানি নিতে হবে। এবং নিচের এই সূরাগুলো পাঠ করে তাতে ফুঁক দিতে হবে এর থেকে পানি নিয়ে একাধারে ৭দিন অবস্থা ভেদে পান করতে হবে। এবং অন্য পানির সাথে মিশিয়ে গোছল করতে হবে। রুকইয়াহ'র পানি শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে অন্য পানি মিক্স করা যাবে। পাঠ করার সূরাগুলো এই-

১) সূরা ফাতিহা- সাতবার

২) আয়াতুল কুরছি- সাতবার

৩) সূরা আরাফ ১১৭- ১২২ আয়াত- সাতবার

৪) সূরা ইউনুস ৮০-৮৩ নং আয়াত- সাতবার

৫) সূরা ত্ব-হা ৬৯ নং আয়াত- সাতবার

৬) সূরা ইখলাছ- সাতবার

৭) সূরা ফালাক্ব- সাতবার

৮) সূরা নাছ- সাতবার

৯) যে কোনো দুরূদ শরীফ- সাতবার

কোন কারণে যদি এটা না পারা যায় তবে জিনে আসর করা, প্রদত্ত রুকইয়াহ পাঠ করে দিলেও হবে।

শাইখ যাকারিয়া রহিমাহুল্লাহ যে রুকইয়াহ পাঠ করতেন

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন, একাধিক কালজয়ী আরবী কিতাবের সফল মুসান্নিফ, একাধিক হাদীস শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার, ফাজায়িলে আমালের যুগান্তকারী কাতিব, আকাবীরে দেওবন্দ, শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া মুহাজিরে মাদানি রহ. নিম্নোক্ত রুকইয়াহ [মানযিল] নিয়মিত পাঠ করতেন যা সর্বদা পাঠ করলে যে কোন শক্তিশালী জিন যাদু বদনজরসহ, বিভিন্ন অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। নিচে রুকইয়াহটি দেয়া হলো-

আয়াতুল হিরয্ (المنزل)

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা বাকারাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) আলিফ লাম মীম। ২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর

যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। ৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

অর্থ: ১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

অর্থ: ২৫৪) হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।

তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (আয়াত ২৫৪-২৫৭)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ: ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী

করো না। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর। (আয়াত ২৮৫-২৮৬)

সূরা আলে ইমরান

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾

অর্থ: ১৮)আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۶﴾ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۷﴾

অর্থ: ২৬) বলুন ইয়া আল্লাহ, তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। ২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।

সূরা আ'রাফ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرٰتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ ﴿٥٤﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

অর্থ: ৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

বনি ইসরাঈল

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

অর্থ: ১১০) বলুন: আল্লাহ্ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না।

এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। ১১১) বলুন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

সূরা মু'মিনুন

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ
الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾
وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

অর্থ: ১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? ১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। ১১৭) যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালণকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। ১১৮) বলুন: হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

সূরা সফফাত

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
﴿٤﴾ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَ
يُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

অর্থ: ১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, ২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, ৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের-নিশ্চয় তোমাদের

মাবুদ এক। ৪) তিনি আসমানসমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। ৫) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৬) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ৭) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ৮) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ৯) ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। ১১) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে।

সূরা আর রহমান

يَٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ إِنِ ٱسۡتَطَعۡتُمۡ أَن تَنفُذُواْ مِنۡ أَقۡطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ فَٱنفُذُواْۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلۡطَٰنٖ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرۡسَلُ عَلَيۡكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَنُحَاسٞ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُسۡـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٞ وَلَا جَآنّٞ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾

অর্থ: ৩৩) হে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। ৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। ৩৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন।

৪০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

সূরা হাশর

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

অর্থ: ২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

সূরা জিন

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; ২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। ৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। ৪)

সূরা কাফিরূন

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ﴿٦﴾

অর্থ: ১) বলুন, হে কাফেরকূল, ২) আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর। ৩) এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি ৪) এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। ৫) তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি। ৬) তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ, এক, ২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ফালাক্ব

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সুরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের, ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

অধ্যায়-৬

যাদু ও যাদুকেন্দ্রিক অসুস্থতা

(مرض سحري)

আমাদের সমাজে এ কথার বেশ ভালোই প্রচলন রয়েছে যে, চিকিৎসার চেয়ে সাবধান থাকাই উত্তম। এক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো, যাদুকেন্দ্রিক অসুস্থতা ঘটার পূর্বেই, এর থেকে আমাদের পরহেজ থাকা জরুরী কিন্তু আমরা এদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করি না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে যে চোর গেলে বুদ্ধি আসে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এরূপ। যখন আমাদের দফা রফা হয়ে যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি! তখন বিভিন্ন জায়গায় ছুটাছুটি করি। এমনকি ঈমান বিধ্বংসী জ্যোতিষ যাদুকরদের কাছেও যাই সমস্যা সমাধানের জন্য। অথচ আমরা যদি একটু সচেতন হই,একটু কোশেশ করি,তবে এসব সমস্যা থেকে বেঁচে থাকা মোটেই কঠিন নয়। যাই হোক এক্ষেত্রে আমাদের সর্ব প্রথম যে কাজটি হলো, ইসলামকে পুরোপুরি ফলো করা। কারণ ইসলাম হলো কমপ্লিট কোড অফ লাইফ বা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এমন কিছু নেই যা ইসলাম আমাদেরকে জানিয়ে দেয়নি বা সতর্ক করেনি। এজন্য নিচের বিষয়গুলো আমাদের ফলো করতে হবে।

কারণ, ইসলাম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমরা কীভাবে বিতাড়িত শয়তান থেকে বাঁচতে পারবো, এক্ষেত্রে আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে। তাওহীদের প্রতি আমাদের আকীদা ও বিশ্বাসকে আরও মজবুত করতে হবে। আমাদের এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর আদেশ বা ইচ্ছা ছাড়া এগুলো কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ কুরআনে বলেন,

وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ

"তারা তাদের কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা হুকুমে কারো ক্ষতি করতে পারবে না।"[৭৬]

একমাত্র আল্লাহর উপরেই তাওয়াক্কুল এবং ভরসা করতে হবে।

আল্লাহ্ তায়ালা যদি কোনো বান্দার উপরে সন্তুষ্ট থাকেন শয়তান বা যাদুকর তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

আল্লাহ্ বলেন,

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

আল্লাহ্ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?[৭৭]

আর আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলকারী বান্দার উপর, শয়তান কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

আল্লাহ্ তায়ালা কুরআনে বলেন,

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ

"আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য চলবে না,."[৭৮]

যাদের ঈমান শক্তিশালী তারা আল্লাহর রহমতের দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে, এবং তারই তত্ত্বাবধানে থাকবে, এবং তাদের যাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীন। আর যাদুকররা নিজেরাও একথা ভালোভাবেই জানে যে,তাদের মন্ত্র দ্বারা একমাত্র দূর্বল ঈমানের ব্যক্তিরাই আক্রান্ত হবে।

এজন্য প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধায় সুন্নাহ'য় বর্ণিত জিকির-আজকার ও মাসনুন দুয়া সমূহ পাঠ করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দুয়া, এসব যাদুটোনা ও মন্দ প্রভাব দূর করে এবং এসবের কার্যকারিতা বাতিল করে দেয়।

[৭৬] সূরা বাকারাহ আয়াত নং ১০২
[৭৭] সূরা আল যুমার আয়াত নং ৩৬
[৭৮] সূরা হিজর: ৪২

মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াত করা যাদুটোনার প্রভাব দূর করার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিকার ব্যবস্থা।

হাদিস: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ করার নির্দেশ দিচ্ছি, কারণ আল্লাহর জিকির কারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শত্রু ধাওয়া করছে, আর সেও বাঁচার জন্য অবশেষে একটি দুর্গের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে বাঁচালো। একই ভাবে অন্য কোনো ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর জিকির ব্যতীত অন্য কোন কিছু দিয়ে শয়তানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।[৭৯]

যাদু কি?

আভিধানিক ব্যাখ্যা: سحر এর বাংলা অর্থ যাদু, এর মূল হরফ হলো (س ح ر) এটি একটি (ইসমে জামেদ নাম বিশেষ)। যাদু এমন এক সূক্ষ্ম ও অদ্ভুদ কর্মকাণ্ড যা প্রভাবক কিন্তু তার কারণ গোপনীয় ও অজানা হয়। যেমন হাদিসে বর্ণিত হয়েছেঃ নিশ্চয়ই এমন কিছু কথা রয়েছে যা যাদুময়।[৮০]

পারিভাষিক ব্যাখ্যা: শরিয়তের পরিভাষায় যাদু বলা হয় এমন কিছু গিরা-গ্রন্থি ও মন্ত্র বা কোনো লিখিত বানী, যার মধ্যে কুফর-শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নিয়ে করা হয়।

বিশেষজ্ঞ সালাফদের অভিমত

(ক) ফকীহ আবু লায়ছ সমরকন্দী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যাদু হলো এমন এক কাজ যার মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে তার সাহায্য নেয়া হয়।"[৮১]

---

[৭৯] তিরমিজি হাদিস নং ২৮৬৩/মুসনাদে আহমদ ৪০৮/২০২
وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ

[৮০] সহিহুল বুখারী: ৫১৪৬
ان من البيان لسحرا

[৮১] আত তুরুকুল হিসান: ১৩১

(খ) ইমাম আযহারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুলত যাদু হলো বস্তুর বাস্তবতাকে অবাস্তবে পরিনত করা।

(গ) ইবনে ফারেছ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "অসত্যকে সত্য বলে দেখানোকেই যাদু বলা হয়।

(ঘ) ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ বলেন, "যাদু হলো গিরা-বন্ধন মন্ত্র ও এমন কথা যা যাদুকর পড়ে ও লিখে অথবা এমন কোনো কাজ করে যার মাধ্যমে যাদুকৃত ব্যক্তির শরীর মন ও মস্তিষ্কে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে এবং যার বাস্তব ক্রিয়া রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা মানুষ কে হত্যা করা হয়, ও অসুস্থ করা হয়। এবং স্বামীস্ত্রীর সহবাসে বাঁধা সৃষ্টি করা হয়। এবং পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হয়। অথবা পরস্পরের মাঝে প্রেম লাগিয়ে দেয়া হয়।"[২]

(ঙ) ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

"যাদু প্রত্যেক এমন নির্ধারিত বিষয়কে বলে যার উদ্দেশ্য গোপন রেখে এর ব্যস্তবতার বিপরীত কোনো কিছু প্রদর্শন করা হয়। আর তা ধোঁকা ও মিথ্যা মিশ্রিত।"[৩]

(চ) তাফসীরে কুরতুবীর মুসান্নিফ ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, "যাদু হলো একটি কৌশলভিত্তিক কাজ। এটি এমন একটি কাজ, যা আয়ত্ত করা যায় কিন্তু বিষয়টি অতি সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় হওয়ার কারণে অতি অল্প লোকই এতে দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যাদুর জ্ঞান মূলত বস্তুর বৈশিষ্ট্য উপাদানও সঠিক সময়ের উপর নির্ভর করে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদুর প্রভাব হয় কাল্পনিক, যার কোনো বাস্তবতা থাকে না।

---

[৮২] আল মুগনি ১০/১০৪

السحر، وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئا في بدن المسحور أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له. وله حقيقة، فمنه ما يقتل، وما يمرض، ويأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، وما يبغض أحدهما إلى الآخر، أو يحبب بين اثنين

[৮৩] আল মিসবাহুল মুনির পৃঃ ২৬৮

যাদুর অস্তিত্ব কুরআন থেকে প্রমাণ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۚ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ যাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত! -সূরা বাকারা: ১০২

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۚ اَسِحْرٌ هٰذَا ۚ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ ﴿٧٧﴾

মূসা বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌঁছার পর? একি যাদু? অথচ যারা যাদুকর, তারা সফল হতে পারে না। -সূরা ইউনুস: ৭৭

তিনি আরো বলেন,

فَلَمَّآ أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ্ এসব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। আল্লাহ্ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। সূরা ইউনুস: ৮১-৮২।

তিনি অন্যত্র বলেন,

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾

মূসা বললেন: বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো চুটাছুটি করছে। -সূরা ত্বহা: ৬৬

তিনি আরো বলেন,

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।

তিনি আরো বলেন,

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٣﴾

তাদের অন্তর থাকে খেলায় মত্ত। জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে, সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে শুনে তোমরা তার যাদুর কবলে কেন পড়? -সূরা আম্বিয়া: ৩

তিনি আরো বলেন,

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

(১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,

(২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে,

(৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়,

(৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে যাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে

(৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। -সূরা ফালাক: ১-৫

হাদিস থেকে প্রমাণ

আয়িশাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনু আ'সাম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে যাদু করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মনে হতো যেন তিনি একটি কাজ করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। একদিন বা একরাত্রি তিনি আমার কাছে ছিলেন। তিনি বার বার দু'আ করতে থাকেন। তারপর তিনি বলেনঃ হে 'আয়িশাহ! তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। সুপে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক আসেন তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন দু'পায়ের কাছে বসেন। একজন তাঁর সঙ্গীকে বলেনঃ এ লোকটির কী ব্যথা? তিনি বলেনঃ যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বলেনঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বলেন, লাবীদ বিন আ'সাম। প্রথম জন জিজ্ঞেস করেনঃ কিসের মধ্যে? দ্বিতীয় জন উত্তর দেনঃ চিরুনী, মাথা আঁচড়ানোর সময় উঠা চুল এবং এক পুং খেজুর গাছের 'জুব'-এর মধ্যে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবী সাথে নিয়ে সেখানে যান। পরে ফিরে এসে বলেন, হে 'আয়িশাহ! সে কূপের পানি মেহদীর পানির মত লাল) এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত। আমি বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল! আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। আমি মানুষকে এমন বিষয়ে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে সেগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।[৮৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিক্ষা করলো, সে যেন যাদু বিদ্যার একটা শাখা আয়ত্ত করলো, এখন তা যত বাড়ায় বাড়াক।[৮৫]

তিনি আরো বলেন, আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল বলেন, তোমরা ধ্বংসকারী বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকো। সেগুলো হলো, আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করা এবং যাদু।[৮৬]

---

[৮৪] সহীহুল বুখারী: ৫৬৭৩

عن عائشة، رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال: " يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة، وجف طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان " فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص:١٣٧] في ناس من أصحابه، فجاء فقال: «يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رءوس نخلها رءوس الشياطين» قلت: يا رسول الله: أفلا استخرجته؟ قال، «قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا» فأمر بها فدفنت

[৮৫] ইবনে মাজাহ: ৩৭২৬

عَنْ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ، اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ"

[৮৬] বুখারী: ৫৭৬৪

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اجتنبوا الموبقات: الشرك بالله، والسحر"

পূর্বসুরী উলামাদের অভিমত

(ক) ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "বিশুদ্ধ মত হলো, নিশ্চয়ই যাদুর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে। এ মত প্রমানিত হয় কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা।[৮৭]

(খ) ইমাম খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রকৃতিবাদীদের একদল যাদুকে অস্বীকার করে বাস্তবতাকে খন্ডন করে। এর উত্তর হল, নিশ্চয় যাদু প্রমাণিত এবং এর বাস্তবতা রয়েছে। আরব অনারব তথা পারস্য, রোমান, ভারত উপমহাদেশীয় দেশসমূহ সহ অধিকাংশ জাতিই একমত যে, যাদু প্রমাণিত। অথচ এরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম জাতির অন্তর্ভুক্ত [৮৮]।

আবুল ইজ্জাহ হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

যাদুর বাস্তবতা ও প্রকারের ক্ষেত্রে অনেকেই মতবিরোধ করেন; কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ বলেন, নিশ্চয় যাদুগ্রস্তের মৃত্যু ও অসুস্থতায় যাদু প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কোন কিছু প্রকাশ্য ক্রিয়া ব্যতীতই ।[৮৯]

আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী হাফি: বলেন, "যাদুর প্রভাবে মানুষ শারীরিক ও মানুষিকভাবে অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এবং স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে।

---

[৮৭] ফাতহুল বারী ১০/২২০

قال النووي والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة

[৮৮] শরহুস সুন্নাহ ১২/১৮৭

قال الخطابي: قد أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحر، وأبطلوا حقيقته، ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث، وقالوا: لو جاز أن يكون له تأثير في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن أن يؤثر ذلك فيما يوحى إليه من أمر الشرع، فيكون فيه ضلال الأمة، والجواب أن السحر ثابت، وحقيقته موجودة، اتفق أكثر الأمم من العرب، والفرس، والهند، وبعض الروم على إثباته وهؤلاء أفضل سكان أهل الأرض، وأكثرهم علما وحكمة

[৮৯] শরহে আকিদাতুত তহাবী: ৫০৫

وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه: والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه

যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন,

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

“তারা তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিক্ষা নিতো, যার দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো।”[৯০]

অতএব যাদু সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অবশ্যই এর অস্তিত্ব রয়েছে। এবং রাছুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যাদুকরের নিকট যেতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন।

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এমন কিছু থেকে নিষেধ করতে পারেন না যার কোন অস্তিত্ব নেই।

শরীয়াহ কী বলে

যাদুর বিধান

যাদুর সমস্ত কারবার তথা শিক্ষা করা বা শিখানো,কাউকে যাদু করা বা করানো,কিংবা যাদুর সাহায্যে উপকৃত হওয়া বা চিকিৎসা নেয়া সবই কুফরি এবং হারাম।

আর এমন কিছু যাদু রয়েছে যা শিরক। যাদুকররা যাদুতে জ্বিন ও শয়তানদের ব্যবহার করে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের নামে কুরবানী ভোগ, বা সেজদা দিয়ে থাকে যা স্পষ্ট শিরক। যাদু হলো শয়তানের শিক্ষা।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

“বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিলো তারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিখাতো,[৯১]”

---

[৯০] টীকা: ফাতহুল মাজিদ ৩১৪

السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بين المرء وزوجه". قال الله تعالى: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ)

[৯১] সুরা বাকারাহ আয়াত নং ১০২

যাদুর মধ্যে ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের দাবী রয়েছে, যার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালারই। আল্লাহ্ সুবহানু অতায়ালা পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (٦٥)

"বলুন আসমান ও জমিনে যারা আছে আল্লাহ্ ব্যতীত কেউই গায়েব জানে না,"[১২]

অতএব যাদু একরকমের স্পষ্ট গায়েব জানার মতই। আর গায়েব জানা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করারই শামিল। আর আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কারী সুস্পষ্ট কাফির এবং মুশরিক।

যাদুকরের বিধান

যাদুকরদের বিধান হলো যদি তার যাদু, কুফুরি পর্যায়ের হয় তাহলে তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হবে আর যদি কুফুরি পর্যায়ের না হয় তাহলে উম্মাহকে তার অনিষ্টতা ও বিপর্যয়ের থেকে বাঁচানোর জন্য হত্যা করতে হবে।

বাজালা ইবনে আব্দাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর মৃত্যুর একবছর পূর্বে আমাদের নিকট আদেশ আসে, প্রতিটি যাদুকর ও যাদুকরনিকে হত্যা করো, বর্ণনাকারী বলেন অতপর আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করি।"[১৩]

হাফসা বিনতে উমর রাযি. নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী। তার একজন দাসী ছিলো। সে তাকে যাদু করেছিলো এবং স্বীকার করে তা বের করে দিয়েছিলো। অতঃপর হাফসা রাযি. তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।[১৪]

---

[১২] সুরা নামল আয়াত নং ৬৫

[১৩] আবু দাউদ হাদিস নং:৩০৪৩ আহমদ১/১৯০৩ বায়হাকী ৮/১৩৫

بَجَالَةَ يحدث عمرو بن أوس وأبا الشعثاء قال: كنت كاتبا لِجَزْء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، إذ جاءنا كتابُ عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كلَّ ساحرٍ، وفرِّقوا بين كل ذي مَحْرَمٍ من المجوس، وانهوهم عن الزَّمزمة، فقتلنا في يوم ثلاث سَوَاحِرَ.

[১৪] বায়হাকী ৮/২৩৪ হা: ১৬৪৯৯

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فَأَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ فَقَتَلَتْهَا

ইমাম ইবনে মুনযির রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি স্বীকার করে যে, সে কুফুরী কালাম দিয়ে যাদু করেছে, তখন তাকে হত্যা করা ওয়াজিব , যদি সে তাওবা না করে থাকে।[৯৫]

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোন যাদুকর যদি নিজেই যাদু করে অন্য কেউ তা জন্য যাদু করে দিয়েছে এমন না হয় তাহলে স্বয়ং যাদুকারী এ আয়াতের উদাহরণ হবে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যে এটা খরিদ করেছে সে জানে যে, আখেরাতে তার জন্য কিছুই নেই। তাই আমি মনে করি, তাকে হত্যা করতে হবে যদি সে নিজেই যাদু করে থাকে। [৯৬]

যাদুর প্রকারভেদ

বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে কাবিরের মুসান্নিফ, ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহ যাদুকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। যার সারমর্ম হলো,

এক- নক্ষত্র পূজারী

এরা সাতটি ঘুর্ণয়মান নক্ষত্রের পূজা করতো এবং তাদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিলো যে,এই নক্ষত্র সমুহ বিশ্বকে পরিচালনা করে। এগুলোর নির্দেশেই মানুষের মঙ্গল অমঙ্গল হয়ে থাকে।
সেই পূজারীদের জামানায় আল্লাহ্ তায়ালা ইব্রাহিম আলাইহি অসাল্লামকে পাঠিয়েছেন।

দুই- জিনের সাহায্যে নেয়া

জিন মূলত দুই প্রকারঃ এক মুমিন জিন। দুই কাফির জিন। কাফির জিনদের কেই শয়তান বলা হয়। আর যাদুকররা শয়তান জিনদের সাহায্য নিয়ে তাদের মাধ্যমে যাদু ক্রিয়া পৌঁছিয়ে থাকে।

---

[৯৫] আল ইকনা: ২/৬৮৫

إذا أقر الرجل طائعا أنه سحر بكلام يكون ذلك الكلام كفرا وجب قتله إن لم يتب

[৯৬] মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং-৩২৪৮

٣٢٤٨ - قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) [البقرة ٢: ١٠٢] فأرى أن يقتل ذلك. إذا عمل ذلك هو نفسه.

তিন- সম্মোহিত করা (Hipnotism)

কোন যাদুকর দাবী করলো যে, সে ইসমে আজম জানে। এবং তার অনুগত জ্বিন রয়েছে। আর এইসব কথার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করা হয়। এমন সে সত্য মিথ্যার পার্থক্য করতে না পারে। তখন ঐ ব্যক্তি যাদুকরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তার আপন বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলে। তখন যাদুকরের দ্বারা সম্ভব যা চায় তাই করতে পারে।

চার- প্রভাবক দ্রব্য দ্বারা

কোন প্রভাবক খাদ্যদ্রব্য বা তেলকে তারা যাদু হিসেবে ব্যবহার করে। জেনে রাখুন, বিশেষ দ্রব্যের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই যেমন ম্যাগনেট চুম্বক ইত্যাদি।

পাঁচ- নজরবন্দী ও ভেলকিবাজি

এটি এমন এক কলা-কৌশল যাতে মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগ সবদিক থেকে আকর্ষণ করে কোনো নির্ধারিত বিষয়ের ক্ষেত্রে গন্ডিভূত করে তাকে আহমক বানিয়ে দেয়।

ছয়- ধারনাপ্রবণ ও কাল্পনিক

কল্পনা ও ধারনা দ্বারা মানুষ খুবই প্রভাবিত হয়। কেননা মানুষের কাছে দড়ি বা বাঁশের উপর চলা যত সহজ ও সম্ভবপর হয়, তা গভীর সমুদ্রে অথবা বিপদজনক কিছুর উপরে বা ঝুলন্ত বাঁশ বা কাঠের উপরে চলা সম্ভব নয়। তিনি বলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানিরা একমত যে, নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া রোগীর, কোনো লাল জিনিষ দেখা উচিত নয়। এটা এজন্যই যে মানুষের প্রকৃতিই হল সীমাহীন ধারনা প্রবন।

সাত-চমকপ্রদ কর্ম প্রদর্শন

এটি কোন যন্ত্র সেট করে দেখানো হয়। যেমন কোনো মুসাফিরের নিকট একটি শিঙ্গা আছে যা মাঝে মাঝে এমনি এমনি বেজে উঠে। যেমনি এলার্ম ঘড়ি নির্দিষ্ট সময়ে বেজে উঠে। তিনি বলেন, এটি প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বিষয়, যাদু নয়; যে এর বিদ্যা অর্জন করবে সে তা করতে সক্ষম।[৯৭]

---

[৯৭] তাফসীরে কাবীর: ৩/৬২৭-২৮ =

কালো যাদু

আরেকটি বিষয় হলো যে, যাদুকর কোনো ব্যক্তিকে কুফুরি বাক্য বা মন্ত্র দ্বারা, অথবা কোন শয়তান বা যাদুকর জিন দ্বারা, স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে মানুষকে অসুস্থ করে রেখে, ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটায় এবং কোনো মেয়ে বা ছেলের বিয়ে না হওয়া, আটকে রাখা, ইত্যাদি বিষয়ের জন্য যে যাদু ক্রিয়া ঘটানো হয়, সাধারণত একে আমরা কালো যাদু (BLACK MAGIC) বা বাণমারা বলে বুঝি।

যাদুর প্রভাব

উল্লেখিত আয়াত ও হাদিস সমূহের দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যে যাদুর কুপ্রভাব রয়েছে। এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সঠিক আকিদাহ্ যাদুর বিভিন্ন প্রকারও ধরণ রয়েছে।

যাদু দ্বারা যাদুকৃত ব্যক্তির বা জিনিষের ক্ষতিসাধন করাই যাদুকরদের মূল উদ্দেশ্য হয়। যাদু দ্বারা যাদুকৃত ব্যক্তির অন্তর, বিবেক ও ইচ্ছার মধ্যে প্রভাব পরে।

এর ফলে সে, কোন জিনিষ থেকে ফিরে যায় অথবা কোন জিনিষের প্রতি আকৃষ্ট হয়. এজন্যই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টিকারী যাদুকে আতফ,

---

= المسألة السابعة: في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول: وهو أن تعتقد في الكواكب كونها آلهة مدبرة. والنوع الثاني: وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفا بالقدرة على خلق الأجسام وخلق الحياة والقدرة والعقل وتركيب الأشكال، فلا شك في كفرهما. فالمسلم إذا أتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أصر قتل. وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه لا تقبل توبته. لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر». أما النوع الثالث: وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الأجسام والحياة وتغيير الشكل والهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية، فالساحر يعتقد أنه يمكن الوصول إلى استحداث الأجسام والحياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق. وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه كفر —وأما سائر أنواع السحر أعني الإتيان بضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب الخيلاء، والمبنية على النسب الهندسية وكذلك القول فيمن يوهم ضروبا من التخويف والتقريع حتى يصير من به السوداء محكم الاعتقاد فيه وتتمشى بالتضريب والنميمة ويحتال في إيقاع الفرقة بعد الوصلة، ويوهم أن ذلك بكتابة يكتبها من الاسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر، وكذلك القول في دفن الأشياء الوسخة في دور الناس، وكذا القول في إيهام أن الجن يفعلون ذلك. وكذا القول فيمن يدس الأدوية المبلدة في الأطعمة فإن شيئا من ذلك لا يبلغ حد الكفر ولا يوجب القتل البتة. فهذا هو الكلام الكلي في السحر والله الكافي و لواقي

তথা ভালোবাসা সৃষ্টিকারী যাদু এবং সম্পর্ক ছিন্নকারী যাদুকে সুরফ বা বিরত রাখার যাদু বলে, যা জাহিলিয়াতের যুগে করা হত।

যাদুর মাধ্যমে হত্যা করা,অসুস্থ করে রাখা, সহবাস থেকে বিরত রাখা, স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা,এবং ভালোবাসা সৃষ্টি সহ ইত্যাদি হারাম কাজ করা হয়।

ইমাম কুরতুবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, কিছু যাদুর প্রভাব থাকে মানুষের মনের উপর ভালোবাসা ও ঘৃনার বিষয়ে, মানুষের মনে ভালো ও খারাপ চিন্তা গেঁথে দেয়ার ক্ষেত্রে এবং কিছু যাদুর প্রভাব থাকে মানুষের শরীরের উপর, যা দেহের বিভিন্ন অংশে ব্যথা তৈরী করে এবং অসুস্থ বানিয়ে রাখে।[৯৮]

কুশরিক যাদুকরদের যাদু করার পদ্ধতি

[পদ্ধতি নং ১] একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে যাদুকর আগুন জ্বালায়। আগুনে তার উদ্দেশ্য মতো এক প্রকার ধুপ দেয়। সে যদি পরস্পর বিচ্ছেদ সৃষ্টি বা শত্রুতা হিংসা বা এমন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করে তবে সে আগুনে দুর্গন্ধযুক্ত ধূপ নিক্ষেপ করে।

আর যদি পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি বা স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে আকৃশট করা বা অন্য যাদু নষ্ট করার ইচ্ছা হয় তবে সে আগুনে সুগন্ধিযুক্ত ধূপ মিশায়। তারপর যাদুকর নির্ধারিত শিরকী মন্ত্র পাঠ করতে থাকে। যাতে সে জিনদের নেতাদের দোহাই বা শপথ দেয়, তার মহত্তের দোহাই দিয়ে চায়। এমনিভাবে তার মন্ত্রে আরো বিভিন্ন বিষয়ের শিরক মিশ্রিত থাকে। যেমন জিনদের সম্মান করা এবং বড়ত্বের বর্ণনা করা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি।

শর্ত হলো এমতাবস্থায় যাদুকরকে নাপাক থাকতে হবে এবং নাপাক পোশাক পরে থাকতে হবে ইত্যাদি।

---

[৯৮] তাফসীরে কুরতুবী ২/৫৫

ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب، بالحب والبغض وبإلقاء الشرور حتى يفرق الساحر بين المرء وزوجه، ويحول بين المرء وقلبه، وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام،

তার কুফরি মন্ত্র পড়া শেষ হওয়া মাত্রই কুকুর বা অজগর বা অন্য কোন আকৃতিতে ভূত-প্রেতের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর যাদুকর যা তার ইচ্ছা তাকে নির্দেশ করে। আবার কখনও কোন কিছুই শুনতে পায় না, তবে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কোন চিহ্নতে যাদুর গিরা লাগায়। যেমনঃ তার চুলে বা তার পোশাকের টুকরা যাতে তার দেহের গন্ধ থাকে ইত্যাদি। এরপর সে যা ইচ্ছা সে অনুয়ায়ী জিনকে আদেশ করে।

উক্ত পদ্ধতি থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ফুটে উঠে

- ✔ জিন অন্ধকার কক্ষ ভালোবাসে
- ✔ জিন ধূপের গন্ধ গ্রহণ করে, যাতে আল্লাহর নাম না নেওয়া হয়।
- ✔ এ পদ্ধতিতে স্পষ্ট শিরক হলো, জিনের দোহাই বা শপথ ও তাদের নিকট আবেদন ও সাহায্য প্রার্থনা করা।
- ✔ জিন নাপাকি ভালোবাসে এবং শয়তান নাপাকের নিকটতম হয়ে থাকে।

[পদ্ধতি নং ২ যবাই করা]

যাদুকর একটি পাখি বা জন্তু বা মুরগী বা কবুতর বা অন্য কিছু জিনের আবদার অনুযায়ী উপস্থিত করে। সাধারণত যা কালো রঙের হয়ে থাকে। কেননা, জিন কালো রং ভালোবাসে। তারপর আল্লাহ্র নাম না দিয়ে তা যবাই করে। অতঃপর কখনও সে রক্ত রুগীকে মাখায়। কখনো এরূপ না করে পরিত্যক্ত ঘরে বা কূপে বা মরুভূমিতে ফেলে দেয়।

যেগুলোতে সাধারণত জিন বসবাস করে থাকে। নিক্ষেপের সময় আল্লাহর নাম নেয় না। এরপর নিজ ঘরে প্রত্যাবর্তন করে শিরকী মন্ত্র পড়ে। এরপর জিনকে যা ইচ্ছা আদেশ করে।

উক্ত পদ্ধতির ব্যাখা এ পদ্ধতিতে দু'ভাবে শিরক হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ জিনের উদ্দেশ্য যবাই করা। যা পূর্ব ও পরবর্তী সকল ইমামের ঐক্যমতে হারাম, বরং তা হলো শিরক। কেননা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কারো নামে যবাই করা কোন মুসলমানের জন্য খাওয়া হারাম। আর যবাই করা তো

বহুদূরের বিষয় তা সত্ত্বেও কোন কোন অজ্ঞতা প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক স্থানে এ জাতীয় কাজ করে থাকে।

এক্ষেত্রে ইয়াহইয়াহ ইবনে ওয়াহাব আমাকে বলেন, কোন এক খলীফা একটি ঝর্ণা খনন করে। যখন সে তা প্রবাহিত করতে চায়। সে জিনের জন্য সেখানে যবাই করে, যাতে তারা তার পানি ভূ-গর্ভে না নামিয়ে দেয়। অতঃপর তা জনগণকে খাওয়ায়।

এ সংবাদ ইবনে শিহাব আয যুহরীকে পৌঁছালে তিনি বলেন, সে তা যবাই করেছে তার উদ্দেশ্যে, যার উদ্দেশ্যে যবাই করা হারাম; আবার তা জনগণকে আহার করিয়েছে যা তাদের জন্য হারাম; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন ঐ জিনিষ ভক্ষণ করতে যা জ্বিনের উদ্দেশ্যে যবাই করা ইত্যাদি।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আলি ইবনে আবু তালেব রা. তার বর্ণনায় বলেন, "নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবাই করল আল্লাহ্ তার প্রতি অভিশাপ করুন

দ্বিতীয়ত: শিরকী মন্ত্রঃ আর তা হল, ঐ সমস্ত শিরকী কালাম যা জ্বিন উপস্থিত করার সময় সে পেশ করে থাকে, যা স্পষ্ট শিরক। যেমন: শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) তার গ্রন্থের অনেক স্থানের উল্লেখ করেন। (আল ইবানা ফী উমুমির রিসালা।)

[পদ্ধতি নং ৩ নিকৃষ্টতম পদ্ধতি]

এটি অতি নিকৃষ্টতম পদ্ধতি। এতে শয়তানের এক বড় দল অংশ নেয় ও যাদুকরের সেবা করে এবং তার আদেশ বাস্তবায়ন করে। কেননা যাদুকর এতে সর্ববৃহৎ কুফরি ও কঠিনভাবে নাস্তিকদের পরিচয় দেয়।

এ পদ্ধতির ব্যাখ্যাঃ যাদুকর (আল্লাহর অভিশাপ হোক) জুতা পায়ে কুরআন কারিম পদদলিত করে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করে। অতঃপর পায়খানায় কুফরি কালাম পড়ে একটি কক্ষে প্রত্যাবর্তন করে ও আদেশ পালন করে থাকে।

আর জিন তা করে থাকে শুধুমাত্র যাদুকরের মহান আল্লাহর সাথে কুফরি করার জন্য। এভাবে সে শয়তানের ভাইয়ে পরিণত হয় এবং স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। যার ফলে তার প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষিত হয়।

এ পদ্ধতি যাদুকরের সাথে বেশ কিছু কবীরা গুনায় লিপ্ত হওয়ার শর্তারোপ করা হয়। যেমনঃ যা কিছু উল্লেখ হয়েছে তা ছাড়াও হারাম কাজগুলোতে পতিত হওয়া, সহকামিতা, ব্যভিচার, ধর্মকে গালি দেওয়া ইত্যাদি। এসবগুলো করে থাকে শয়তানের সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে।

[পদ্ধতি নং ৪ অপবিত্রতার পদ্ধতি]

মালাউন যাদুকর এ পদ্ধতিতে কুরআনের সূরা ঋতুস্রাবের (হায়েজের) রক্ত দ্বারা বা অন্য কোন অপবিত্র কিছু দ্বারা লিখে, তারপর শিরকী মন্ত্র পড়ে, যার ফলে জিন উপস্থিত হয়। এরূপর তার যা ইচ্ছা তাকে আদেশ করে। এ পদ্ধতি যে স্পষ্ট কুফরী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, কোন সূরা এবং কোন আয়াতকে উপহাস করা আল্লাহর সাথে কুফরি। আর যেখানে তা অপবিত্র জিনিষ দ্বারা লিখা হয়, আল্লাহর নিকট আমরা এ অবমাননা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং তার নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের অন্তরে ঈমানকে শক্তিশালী করেন ও ইসলামের ওপর মৃত্যুদান করেন ও নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাশর করেন। (আমিন)

[পদ্ধতি নং ৫ উল্টাকরণ পদ্ধতি]

এ পদ্ধতি মালাউন যাদুকর কুরআনের সূরাকে উলটা অক্ষরে লিখা থাকে। অর্থাৎ শেষ হতে প্রথম, অতঃপর শিরকী কালাম বা মন্ত্র পড়ে, যার ফলে জিন উপস্থিত হয় ও তাকে তার আদেশ করে।

এপদ্ধতিতেও শিরক ও কুফর থাকার কারণে তা হারাম।

[পদ্ধতি নং ৬ জ্যোতিষ পদ্ধতি]

এ পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিও বলা হয়। কেননা যাদুকর নির্ধারিত এক তারকা উদয়ের উপেক্ষায় থাকে। অতঃপর সে তাকে ডেকে যাদু মন্ত্র পড়তে

থাকে। তারপর অন্যান্য শিরকী ও কুফরি কালাম পাঠ করতে থাকে, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

তারপর সে এমনভাবে নড়া-চড়া করে যাতে সে ধারণা পোষণ করায় যে, সে উক্ত তারকার আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে করছে, কিন্তু বাস্তবে সে আল্লাহ ছাড়া তারকার ইবাদত করছে! কিন্তু বাস্তবে সে আল্লাহ্ ছাড়া তারকার ইবাদত করছে।

যদিও এ জ্যোতিষী বুঝতে পারে না যে, তার এ কর্ম আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত ও অন্যের মহত্ব প্রকাশ হয়। এরপর শয়তানরা তার নির্দেশে সাড়া দেয়; আর সে ধারণা করে যে, এ তারকায় তাকে এসবে সাহায্য করে। অথচ উক্ত তারকার এ বিষয়ে কিছুই অবগতি নেই।

যাদুকর ধারণা করে থাকে যে, এ যাদু আর খুলবে না যে পর্যন্ত দ্বিতীয়বার প্রকাশ না পাবে। (এ বিশ্বাস একান্তই যাদুকরদের; কিন্তু কুরআনের চিকিৎসা দ্বারা এ যাদু আল্লাহর ফজলে নষ্ট করা যায়।)

আর সত্যই কোন কোন তারকা বছরে মাত্র একবারই প্রকাশ পায়। কাজেই যাদুকররা তার প্রকাশের অপেক্ষায় থাকে ও পরে সে তারকার নিকট আবেদন ও সাহায্য কামনা করে মন্ত্র পড়তে থাকে যাতে তাদের যাদু খুলে দেয়।

নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতিও আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা ও তার বড়ত্বের প্রকাশের জন্য শিরক ও কুফুরী।

[পদ্ধতি নং ৭ পাঞ্জা পদ্ধতি]

এ পদ্ধতি তে যাদুকর এমন একটি বালককে উপস্থিত করে যে এখনও প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেনি। আর সে যেন অপবিত্র থাকে,তারপর সে বালকের বাম পাঞ্জা (হাতের তালু) ধরে তার হাতে এরূপ চতুর্ভূজ আঁকে।

এরপর এই চতুর্ভূজের চারপাশে শিরকি যাদুমন্ত্র লিখে। এরপর বালকের হাতের তালুতে চতুর্ভূজ অংকনের মাঝে কিছু তেল একটি নীল ফুল বা কিছু নীল কালি রাখে। অতঃপর আরেক মন্ত্র লিখে একক অক্ষর দ্বারা এক লম্বা কাগজে, সে কাগজটি ছেলেটির চেহারার উপর ছায়ার আকৃতিতে রাখে। এরপর তার উপর

পড়িয়ে দেয় একটি টুপি যাতে তা ঠিক থাকে, এরপর বালকটিকে মোটা কাপড় দ্বারা পুরোপুরি ঢেকে ফেলা হয়। এমতাবস্থায় বালটি তার তালুর দিকে তাকাতে থাকে; কিন্তু ভেতরে অন্ধকার হওয়ার কারণে কিছু দেখতে পায় না।

অতঃপর মুশরিক যাদুকর কঠিন প্রকৃতির যাদু মন্ত্র পড়তে থাকে। এতে বালকটি হঠাৎ করে আলো দেখতে পায় এবং তার হাতের মধ্যে একটি ছবি নড়াচড়া করে এমন অনুভব হয়।

এরপর যাদুকর বালককে প্রশ্ন করে কি দেখছ? বালক জবাব দেয়, আমি আমার সামনে এক ব্যক্তির ছবি দেখছি! যাদুকর বলে, তাকে বলো, তোমাকে যাদুকর বা পীর ছাহেব এই এই বিষয়ে বলছে, এরপর ছবিটি আদেশ অনুযায়ী নড়াচড়া করতে থাকে। এ পদ্ধতি তারা সাধারণত হারানো বস্তু খুঁজে পেতে ব্যবহার করে। এ পদ্ধতিও শিরক,কুফর,ও তন্ত্রে মন্ত্রে ভরা

[পদ্ধতি নং ৮ চিহ্ন পদ্ধতি]

যাদুকর এ পদ্ধতিতে রোগীর নিকট থেকে তার কোনও চিহ্ন খোঁজ করে। যেমন: জামা, পাগড়ী, রুমাল, বা এমন কোন ব্যবহৃত জিনিষ যাতে রোগীর দেহের গন্ধ পাওয়া যায়। এরপর সে রুমালের একপাশে গিরা লাগায়।

এরপর চার আংগুল পরিমাণ খুব শক্ত করে রুমালটি ধারণ করে সূরা কাওছার বা অন্য যে কোন একটি ছুরা উচ্চ আওয়াজে পড়ে,আর চুপিচুপি শিরকি মন্ত্র পড়ে। এরপর জিনকে আহ্বান করতে থাকে ও বলতে থাকে,যদি তার রোগ জিনের কারণে হয়ে থাকে তবে সে রুমাল বা কাপড়টি ছোট করে দাও।

আর যদি তার রোগ বদনজরের কারণে হয় তবে তা লম্বা করে দাও। আর যদি সাধারণ ডাক্তারী কোন রোগ হয় তবে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। এরপর সেটি পুনরায় মেপে যদি তা চার আঙ্গুলের চেয়ে বড় পায় তাহলে বলে; তুমি হিংসুকের বদ নজরে আক্রান্ত হয়েছ।

যদি তা ছোট পায় তবে বলে তুমি জিনের আছরে পরেছ। আর যদি তা এক রকমেই পায় তবে বলে যে তোমার নিকট কিছু নেই বা তুমি ডাক্তারের কাছে যাও। যদিও এখানে নজরে তেমন কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

আসুন দেখি এ রহস্যের ব্যাখ্যা কী

ব্যাখ্যা:

- ✓ রোগীর মধ্যে সংশয় সৃষ্টি করে দেওয়া। উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করে কিন্তু চুপিচুপি সে শিরকী মন্ত্র পড়ে।
- ✓ জিনের নিকট আবেদন ও সাহায্য কামনা এবং তাদেরকে ডাকা ও তাদের নিকট প্রার্থনা করা,এগুলো স্পষ্ট শিরক।
- ✓ জিনদের মাঝে অনেক মিথ্যা পাওয়া যায়, যা হাদিসে বর্ণনা রয়েছে, অতএব আপনি কীভাবে বুঝবেন যে জিন এ বিষয়ে আপনাকে সত্য বলছে?

নোট: আমরা অনেক যাদুকরের কথা ও কাজকে কখনো কখনো পরীক্ষা করে দেখেছি,তাতে দেখা গেছে সে কখনো কিছু কথা সত্য বলেছে কিন্তু অধিকাংশই মিথ্যা। এমনও হয়েছে যে, আমাদের নিকট কোন রোগী এসে বলেছে, তাকে যাদুকর বলেছে যে, তোমার বদনজর লেগেছে। কিন্তু যখন তার উপর রুকইয়াহ তিলাওয়াত করা হয়েছে তখন জিন কথা বলে উঠেছে,আর তা বদ নজর নয়; এমন আরো বিভিন্ন বিষয় রয়েছে যা আমরা অবগত।

যাদুকর কারা কীভাবে বুঝবেন

- ✪ যারা রোগীকে তার নাম ও মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে।
- ✪ যারা রোগীর শরীরের সাথে লেগে থাকা কাপড় বা বস্তু, ইত্যাদি আনতে বলে।
- ✪ যারা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পশুপাখি অর্থাৎ, লাল বা কালো রঙের মোরগ বা খাসী ইত্যাদি তলব করে। (এসব পশু বা পাখি কোন জিনের নামে জবাই করে। কখনো বা সেই পশু বা পাখির রক্ত দ্বারা রোগীকে গোছল করায়।)
- ✪ যারা এমন যাদুমন্ত্র লিখে বা পড়ে, যা বুঝা যায় না এবং যার কোন অর্থও নেই।
- ✪ যারা রোগীকে আরবী হরফের নকশা, মূর্তি সাদৃশ চিত্র, চতুর্ভুজ দাগ কাটা কাগজের মধ্যে বিভিন্ন অক্ষর ও নম্বর লিখে দেয়।
- ✪ যারা রোগীকে নির্দিষ্ট সময় ধরে অন্ধকার ঘরে একাকী থাকতে বলে।

- যারা রোগীকে নির্দিষ্ট সময় পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করে।
- যারা রোগী কথা বলার বা শোনার পুর্বে, অগ্রিম রোগীর কিছু বৈশিষ্ট বলে যাতে রোগী প্রভাবিত হয়। (এটা সে জিনকে বশীভূত করে তার মাধ্যমে জেনে নেয়।)
- যারা রোগীর প্রবেশের সাথে সাথে তার রোগ নির্ণয় করে ফেলে।
- যারা শরীয়াহ অনুযায়ী ঝাড়ফুঁক (রুকইয়াহ) করে না।

যাদুগ্রস্থের চিকিৎসা

পাগল রোগীর চিকিৎসা

খারিজা ইবনু সালত আত-তামিমি থেকে বর্ণিত, একবার আমরা এক কওমের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলাম. সেখানে একজন পাগলব্যক্তি ছিলো। তার সাথের লোকজন বললো, "আমরা খবর পেয়েছি আপনাদের সেই মহান সাথী নাকি এক মহান কল্যাণসহ আবির্ভূত হয়েছেন? সুতরাং আপনাদের নিকট এমন কিছু কি আছে, যা দ্বারা এ পাগলকে চিকিৎসা করতে পারেন?

অতঃপর আমি সূরা ফাতেহা পড়ে তাকে রুকইয়াহ করলে সে সুস্থ হয়ে গেলো। তারা আমাকে এর বিনিময়ে একশটি বকরী দিলো। আমি নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলাম,

-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কী সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়েছিলে? -আমি বললাম না।

-অতঃপর নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ, কত কত মানুষ ভ্রান্ত রুকইয়াহ দ্বারা কামাই করে খায়; আর তুমি তো সঠিক রুকইয়াহ'য় অর্জন করেছ। অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, সেই সাহাবী সূরা ফাতেহা পড়ে তিন দিন সকাল সন্ধ্যা রুকইয়াহ করেন। যখনই সূরা ফাতেহা শেষ করতেন, মুখের থুথু জমা করে রোগীর উপর ছিটিয়ে দিতেন।[৯৯]

---

[৯৯] সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৩৮৯৬

عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه: انه اتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاسلم، ثم
اقبل راجعا من عنده، فمر على قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال اهله: إنا =

মুশরিক যাদুকরদের পাগল বানানোর কৌশল।

যেই জিনের উপর এই যাদুর কাজ অর্পিত হয়, যাদুকরের নির্দেশনা অনুযায়ী সেই জিন রোগীর মস্তিষ্কে অবস্থান করে,তার স্মরণ শক্তি ও চালিকা শক্তির উপর এমন ভাবে চাপ সৃষ্টি করে কন্ট্রোল করে, যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানেনা। যার ফলে রোগী পাগলের অবস্থায় পরিনত হয়।

পাগল বানানো যাদুর লক্ষণসমূহ:

- অস্থিরতা, দিশেহারা ও ভুল ভ্রান্তি বেশি হওয়া।
- কথা-বার্তায় ভারসাম্যহীনতা।
- চোখের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া এবং সৌন্দর্য নষ্ট হওয়া।
- কোন এক কাজে বা স্থানে স্থীর না থাকা।
- নিজে পরিপাটি থাকায় উদাসীনতা।
- আর যে সময় সিমটম চূড়ান্ত রূপধারণ করে, তখন রোগী অজানা পথে চলতে থাকে। আর কখনো কখনো নির্জন স্থানে শুয়ে পরে ও বসে পরে।

এই রোগের চিকিৎসা

[চিকিৎসা ৯] এই ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে নিচের রুকইয়াহ পাঠ করতে হবে। ঠিকমত রুকইয়াহ করতে পারলে রুকইয়াহর প্রতিক্রিয়ায় রোগী বেহুঁশ হয়ে যেতে পারে। আর যদি কোন কারণে বেহুঁশ না হয় তাহলে একই ভাবে তিনবার বা তারচেয়ে বেশি রুকইয়াহ করতে হবে।

এরপর ও যদি রোগী বেহুঁশ না হয়, তবে নিচের রুকইয়াহ'র অডিওসমূহ তিন ভাগে ভাগ করে রোগীকে প্রতিদিন দুইবার বা তিনবার করে একমাস পর্যন্ত শুনাতে হবে ইনশাআল্লাহ ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

= حُدِّثْنا ان صاحبكم هذا قد جاء بخير، فهل عندكم شيء تُداويه؟ فرقيته بفاتحة الكتاب، فبرا، فاعطوني مئة شاة، فأتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فاخبرته، فقال: "هل إلا هذا؟" - وقال مُسدَّدٌ في موضعٍ آخر "هل قلت غير هذا؟" قلت: لا. قال: "خُذها، فلَعَمري لَمن اكل برقيةِ باطلٍ لقد اكلت برقيةِ حَقٍّ

পাগল করা যাদুর রুকইয়াহ'র আয়াত

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা বাকারাহ

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ [البقرة:١-٣]

১) আলিফ লাম মীম। ২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত মনে বিশ্বাস করে।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ: ১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ [البقرة:١٦٣]

অর্থ: ১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [البقرة:٢٥٥]

অর্থ: ২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও

যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

[البقرة: ٢٨٤-٢٨٦]

অর্থ: ২৮৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের

পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

সূরা আল-ইমরান

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [آل عمران: ١٨]

অর্থ: ১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

সূরা আ'রাফ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف: ٥٤]

অর্থ: ৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্টিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

সূরা মু'মিনুন

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ [المؤمنون: ١١٦]

অর্থ: ১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।

সূরা জিন

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

[الجن: ١-٣]

অর্থ: ১) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; ২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। ৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

সূরা সফফাত

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ [الصافات: ١-١٠]

অর্থ: ১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, ২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, ৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- ৪) নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। ৫) তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। ৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৭) এবং তাকে

সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ৮) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ৯) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

সূরা হাশর

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [الحشر: ٢٢-٢٤]

অর্থ: ২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, ২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

অডিও রেকর্ডের জন্য সূরাগুলো এই:

- সূরা বাকারা- সূরা হুদ- সূরা হিজর-
- সূরা সফফাত- সূরা কাফ- সূরা আর-রহমান
- সূরা মুলক- সূরা জিন- সূরা আ'লা- সূরা জিলজাল-
- সূরা হুমাজাহ- সূরা কাফিরুন- সূরা ফালাক- সূরা নাছ।

এগুলোর অডিও শোনার প্রতিক্রিয়ায় লক্ষণ দেখা যাবে যে, রোগীর অন্তর ধড়ফড় শুরু করবে, এমনকি রোগী বেহুঁশ হয়ে যেতে পারে। এরপর জিন কথা বলবে এবং রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি দুই সপ্তাহের অধিক সময় লাগতে পারে। আর নিয়মিত তিলাওয়াত শুনতে থাকলে রোগীর কষ্ট মাস শেষে একেবারে কমে যাবে ইনশাআল্লাহ। রোগীর কষ্ট কমে যাওয়ার পরেও তার মধ্যে স্বাভাবিকতা আসার জন্য নিয়মিত রুকইয়াহ শুনতে হবে। রুকইয়াহ

চলাকালীন সময় এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, রোগী যেন কোন ধরনের গুনাহে লিপ্ত না থাকে। যেমনঃ গান-বাজনা সিনেমা দেখা, ধূমপান, নামাজ না পড়া ইত্যাদি। আর মেয়ে হলে অবশ্যই শরয়ী পর্দায় থাকতে হবে।

যাদু: একাকী থাকা

এই ধরনের যাদুর লক্ষণসমূহ:

- একাকী থাকায় খুব পছন্দ করা ও সম্পূর্ণরূপে আলাদা থাকা।
- সর্বদাই চুপচাপ থাকা।
- কোন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যাওয়াকে অপছন্দ করা।
- অসৃস্থি ভাব ও মেজাজ খিটখিটে থাকা।
- প্রায় সময়ই মাথায় ব্যথা থাকে।

এই ধরনের যাদু যেভাবে করে- নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে যাদুকর নির্দিষ্ট জিনকে পাঠিয়ে দেয়। আর জিনকে একথা বলে দেয় যে, সে যেন উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্ক তার আয়ত্তে নিয়ে আসে। এরপর সে রোগীকে সবসময় চিন্তা পেরেশানীতে ডুবিয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অনেক সময় এই যাদুর প্রভাবে অনেক যুবক-যুবতী মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে ও শারীরিক অবনতি ঘটে।

এই প্রকার যাদুর চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১০] এই ধরনের রোগীকে নিচের আয়াতগুলোর রুকইয়াহ করতে হবে।

রুকইয়াহ'র আয়াতগুলো এই:

আল -ফাতিহা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আল-বাক্বারাহ্

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) আলিফ লাম মীম। ২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ: ১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

অর্থ: ১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ: ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।

আল-ইমরান

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾

অর্থ: ১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

আল-আ'রাফ

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

অর্থ: ৪৪) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে: আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি? অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে: হ্যাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে: আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর।

আল-মু'মিনূন

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

অর্থ: ১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? ১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।

আল-জিন

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

অর্থ: ১) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কোরআন

শ্রবণ করেছি: ২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। ৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

আস-সফফাত

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿۱﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿۲﴾ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿۳﴾ اِنَّ اِلٰـهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿۴﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿۵﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨالْكَوَاكِبِ ﴿۶﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿۷﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿۸﴾ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿۹﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿۱۰﴾

অর্থ: ১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, ২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, ৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- ৪) নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। ৫) তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। ৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ৮) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ৯) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

আল- হাশর

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۲۴﴾

২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

আল-ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, ২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

আল- ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

আন-নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ ।

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও

আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

সবশেষে দুরূদ শরীফ পড়ার পর যদি রোগীর পেটে ব্যথা অনুভব হয়,তাহলে উপরোক্ত রুকইয়াহ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে মেয়াদ শেষ করা পর্যন্ত রোগীকে খাওয়াতে হবে। আর যদি রোগীর পেটে ব্যথা সর্বদাই লেগে থাকে, তবে সে পানি দ্বারা প্রতি তিন দিন পর গোছল করবে। আর পানি গরম করার প্রয়োজন নেই, এবং গোছল পরিচ্ছন্ন জায়গায় করাতে হবে 'রুকইয়াহ'র ক্রিয়ায় রোগী যদি বেহুঁশ হয়ে যায়, তবে তাকে সৎ কাজের নির্দেশ দিতে হবে। এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতে হবে। আর যদি বেহুঁশ না হয় তাহলে নিম্নোক্ত সূরা সমূহের অডিও ক্লিপ শুনাতে হবে। সূরাগুলো এই- সূরা ফাতেহা- সূরা বাক্বারা- সূরা আল ইমরান - সূরা ইয়াসিন- সূরা সফফাত- সূরা দুখান-সূরা জারিয়াত- সূরা হাশর- সূরা মাআরিজ- সূরা গাশিয়াহ- সূরা জিলজাল- সূরা ক্বারিয়াহ- সূরা ফালাক্ব- সূরা নাছ-

এই সূরা সমূহকে আলাদা করে তিনটি অডিও ক্লিপ তৈরি করা আছে এগুলো রেকর্ড করে, সকালে বিকালে ও ঘুমানোর পূর্বে শুনতে হবে অন্তত একঘন্টা । এর সময়সীমা দেড় থেকে দু মাস পর্যন্ত।

যাদু: অদৃশ্য আওয়াজ শোনা

এই যাদু যেভাবে করা হয়

যাদুকর কোন জিনকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে বলে যে, অমুক ব্যক্তিকে ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় ভীতিজনক কিছু দেখাও, অতঃপর সেই জিন ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে ভয়ঙ্কর জন্তুর রূপ ধারণ করে রোগীকে ভয় দেখায়।

আর কখনো জাগ্রত অবস্থায় ভীতিকর আওয়াজে তাকে ডাকে। কখনো সেই কণ্ঠ পরিচিত মনে হয়,কখনো বা অপরিচিত। এই যাদুতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ কখনো পাগল হয়ে যায়। আবার কখনো ওয়াসওয়াসা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে। যাদুর শক্তি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া কম বা বেশি হয়ে থাকে.

এই ধরনের যাদুর ক্রিয়ায় রোগীরা নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো অনুভব করে-

জাগ্রত অবস্থায়:

- জাগ্রত অবস্থায় কোনো আওয়াজ শোনা অথচ কাউকে দেখতে না পাওয়া।
- নিকটাত্মীয় এবং বন্ধুদের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।
- ওয়াসওয়াসা বৃদ্ধি পাওয়া।

ঘুমন্ত অবস্থায়:

- ভীতিকর স্বপ্ন দেখা।
- স্বপ্নে ভয়ঙ্কর জন্তু দেখতে পাওয়া যা তাকে তাড়া করছে।
- স্বপ্নে উঁচু স্থান থেকে নিচে পড়ে যেতে দেখা।

এই প্রকার যাদুর চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১১] নিচে প্রদত্ত রুকইয়াহ তিলাওয়াত করতে হবে।

আল-ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٢) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٤) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (٧)

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾

অর্থ:] ১) আলিফ লাম মীম। ২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۚ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

অর্থ: ১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে

কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

অর্থ: ১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই।

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

অর্থ: ২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ: ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমুহের প্রতি এবং তাঁর পয়গাম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উঁপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।

আল-ইমরান

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

অর্থ: ১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا
وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

অর্থ: ৪৪) জান্নাতীরা দোযখীদেরকে ডেকে বলবে: আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি? অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে: হ্যাঁ। অত:পর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে: আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর।

আল-মু'মিনুন

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

অর্থ: ১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? ১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক।

আস-সফফাত

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ
﴿٤﴾ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ
وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

অর্থ: ১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, ২) অত:পর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, ৩) অত:পর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- ৪) নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। ৫) তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। ৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৭) এবং তাকে

সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ৮) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ৯) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

আল-হাশর

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

অর্থ: ২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

আল-জ্বিন

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾

অর্থ: ১) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; ২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না।

৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই

ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, ২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

ফালাক

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

আন-নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

সর্বশেষে যেকোন দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে। উত্তম হলো, আমরা নামাযে যে দরূদ পড়ি সেটা পড়া।। রুকইয়াহ'র প্রতিক্রিয়ায় রোগী যদি বেহুঁশ হয়ে যায় তাহলে না ঘাবড়িয়ে পূর্বের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আর যদি রোগী বেহুঁশ না হয় তাহলে নিম্নের প্রেস্ক্রিপশন ফলো করতে হবে।

রোগীর জন্য পালনীয়:

শুনতে হবে-

- সূরা হা-মীম সিজদা, সূরা ফাতাহ, সূরা জিন, এর অডিওক্লিপ প্রত্যহ তিনবার শুনতে হবে।
- তিনদিন পরপর সূরা বাক্বারা তিলাওয়াত করবে অথবা অডিও শুনবে।

তিলাওয়াত করতে হবে-

- শোয়ার পূর্বে অযু করবে এবং আয়াতুল কুরছি পড়বে।
- এবং রোগী সূরা ইখলাস সূরা ফালাক সূরা নাছ পড়ে দুই হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে নিতে হবে।
- প্রতিদিন রাতে শোয়ার সময় নিচের রুকইয়াহ তিলাওয়াত করবে।

বাক্বারাহ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ٭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٝ وَاغْفِرْ لَنَا ٝ وَارْحَمْنَا ٝ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

অর্থ: ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে

আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্যে কর।

- শোয়ার সময় রোগী নিজে হাদিসে বর্ণিত এই রুকইয়াহ পাঠ করবে-

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، وَاللهُ يَشْفِيكَ، مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি আরকিইক, আল্লাহু ইয়াশফিইক, মিন কুল্লি দা-ইন ফিই-ক, মিন শাররিন-নাফফাআছাআ-তি ফিলুউক্বদ, অমিন শাররি হা-ছিদিন ই-যা হাসাদ।

- প্রতিদিন সকাল-সন্ধায় রোগী নিচের আয়াত সাতবার পাঠ করবে।

আত-তাওবাহ

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

অর্থ: ১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

এভাবে একমাস পর্যন্ত চলবে। ইনশাআল্লাহ্ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

শারীরিক অসুস্থতা বা হত্যা প্রক্রিয়া

এই যাদু করা হয় যেভাবে

এটা সবার কাছেই জানা যে মানুষের মস্তিষ্ক শরীরের সব অঙ্গের মূল। শরীরের যে কোন অঙ্গকে মস্তিষ্ক পরিচালনা করে. কোন বিপদ দেখলে তড়িৎ গতিতে সংকেত দিয়ে সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করে। আর তা সেকেন্ডের

কম সময়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ

"এটা আল্লাহর সৃষ্টি, আর আল্লাহ্ ব্যতীত যে মাবুদ রয়েছে তাদের সৃষ্টি কিছু আমাকে দেখাও।"[১০০]

যখন মানুষ এই ধরনের যাদুতে আক্রান্ত হয়, তখন জিন লোকটির মস্তিষ্ককে আয়ত্ত করে ফেলে।

অতঃপর যাদুকর যে অঙ্গের সমস্যা করতে বলে জিন সেই অঙ্গের সমস্যা করে।

তখন হয়ত জিন মানুষের শ্রবনশক্তি অথবা দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রবিন্দুতে প্রভাব বিস্তার করে। অথবা মস্তিষ্কের সাথে সম্পর্ক যে কোনো রগে,যার ক্রিয়ায় যে কোনো অঙ্গ প্রভাবিত হয়।

এই ধরনের যাদুর লক্ষণসমূহ:

- শরীরের কোন অঙ্গে সর্বদাই ব্যথা থাকা ।
- শরীরে ঝাঁকুনি বা খিচুনি এসে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া।
- শরীরের কোনো অঙ্গ অচল হয়ে যাওয়া।
- সমস্ত শরীর নির্জীব হয়ে যাওয়া।
- পঞ্চইন্দ্রিয়ের কোনো একটি কাজ না করা।

এখানে একটি জরূরী বিষয় হলো এই সিকনেসগুলো সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে।

তবে এর পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য রোগীর উপর রুকইয়াহ প্রয়োগ করতে হবে।

রোগী যদি কোনরূপ খিচুনি অনুভব করে, অবশ হয়ে যায়, অথবা বেহুঁশ হয়ে পড়ে, বা শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়, অথবা মাথায় ব্যথা অনুভব হয়, তবে বুঝতে হবে যে রোগী যাদু দ্বারা আক্রান্ত।

---

[১০০] সূরা লোকমান আয়াত নং ১১

আর এমনটি না হলে বুঝতে হবে, এটা সাধারণ রোগ। সুতরাং এর চিকিৎসা কোন বিশেষজ্ঞ সার্জন দ্বারা করাতে হবে .

এই যাদুর চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১ম] রোগীর সামনে নিম্নোক্ত রুকইয়াহ'র আয়াত তিলাওয়াত করতে হবে। তিলাওয়াতের মধ্যে যদি রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, পূর্বের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আর যদি বেহুঁশ না হয় তবে সূরা ফাতেহা আয়াতুল কুরছি- সূরা দুখান- সূরা জিন- সূরা ইখলাছ- সূরা ফালাক- সূরা নাছ- এই সূরা গুলোর অডিও ক্লিপ রোগী প্রতিদিন তিনবার শুনবে।

যাদুতে শারীরিক অসুস্থতার রুকইয়াহ

আল-ইসরা

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

অর্থ: ৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

হাদিসে বর্ণিত রুকইয়াহ

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

উচ্চারণ: বিসমিললা-হি আরকিক,মিন কুল্লি শাইয়্যিন ইউ'জি-ইক, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও য়াইনি হা—সিদ, আল্লহু ইয়াশফি-ইক,বিসমিল্লাহি আরকিইক।

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: আল্লহুম্মা রব্বান-না-স, আজহিবিল বা-স, ইশফি আনতাশ শা-ফিই, লা শিফা-আ, ইল্লা শিফা- উকা, শিফা-আ, লা ইউগাজ দিরু ছাক্বমা-।

ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা বাকারাহ

الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ٭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾

অর্থ: ১) আলিফ লাম মীম। ২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। ৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ [البقرة: ١٦٤]

অর্থ: ১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿٢٥٥﴾ لَاۤ اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ ۙ قَدْ تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ ۚ فَمَنْ یَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَیُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ۙ یُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ ؕ۬ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ یُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে

পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (আয়াত ২৫৫-২৫৭)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ٭ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٝ وَاغْفِرْ لَنَا ٝ وَارْحَمْنَا ٝ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

অর্থ: ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী

করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (আয়াত ২৮৫-২৮৬)

সূরা আল ইমরান

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

অর্থ: ১৮)আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

সূরা আ'রাফ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

অর্থ: ৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ৫৬) পৃথিবীকে কুসংস্কারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।

সূরা মু'মিনুন

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١١٨﴾

অর্থ: ১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? ১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ্, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। ১১৭) যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালণকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। ১১৮) বলুন: হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

সূরা সফ্ফাত

وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَٰحِدٌ ﴿٤﴾ رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَٰرِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ

الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

অর্থ: ১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, ২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, ৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের-নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। ৪) তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। ৫) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৬) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ৭) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ৮) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ৯) ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

সূরা আহক্বাফ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا أَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٢٩﴾ قَالُوْا يٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٠﴾ يٰقَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ۚ بَلٰٓى إِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٣٤﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۚ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٣٥﴾

অর্থ: ২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল,। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। ৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। ৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকেই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

সূরা আর -রহমান

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾ یُرْسَلُ عَلَیْکُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۬ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾

অর্থ: ৩৩) হে জিন ও মানবকূল, নভোমণ্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। ৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

সূরা হাশর

لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا یَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَ لَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا یَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَ لَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَیُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۟ ثُمَّ لَا یُنْصَرُوْنَ ﴿۱۲﴾ لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِکَ

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ
جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ
جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ
أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ
اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

অর্থ: ১২) যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না। ১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। ১৪) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীণ সম্প্রদায়। ১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি। ১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি। ১৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। ১৯) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আত্নবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অবাধ্য। ২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম। ২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপানিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

সূরা জিন

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي
إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن
تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ

مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

অর্থ: ১) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; ২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। ৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। ৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। ৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। ৬) অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। ৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। ৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। ৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে।

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, ২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি, ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ফালাক্ব

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের, ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

উপরোক্ত সূরা, আয়াত ও দুয়া পড়ে, কালোজিরা তেলে ফুঁক দিয়ে রোগী ব্যথার স্থানে ও কপালে সকাল-সন্ধ্যা মালিশ করবে। রোগীর সিচুয়েশান অনুযায়ী দু থেকে তিন মাস এই আমল করবে। প্রয়োজনে রোগীর শরীরে হিজামাহ করাতে হবে। ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

বিয়ে না হওয়া আটকে থাকা বা ভেঙ্গে যাওয়া (বানমারা)

আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা কোন বিশেষ বিষয় ঘটিত কারণে বা হিংসার বশবর্তী হয়ে অসদুপায়ে কোন ছেলে বা মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে দেয় ! তাই তারা জ্যোতিষ বা যাদুকরের কাছে গিয়ে বলে যে, অমুকের মেয়েকে এমন যাদু করো যেন তার বিয়ে না হয় অথবা পাত্র পক্ষ বিয়েতে অসম্মতি প্রকাশ করে কিংবা মেয়ে বিয়েতে অনিহা প্রকাশ করে। যাদুকর তাকে বলে, এই কাজ আমার জন্য কোনই কঠিন নয়; তুমি শুধু ওই মেয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বস্তু এনে দাও এবং মেয়ের আর তার মায়ের নাম এনে দাও ব্যস ককাজ হয়ে যাবে। এরপর যাদুকর নির্ধারিত জিনকে পাঠায়,তখন জিন সেই মেয়ের পিছু নেয়; এরপর সুযোগ খুঁজে তার মধ্যে প্রবেশ করার। জিন সবসময় মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সাধারণত যে অবস্থায় জিন মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে তা হলোঃ-

- ভীত-সন্তস্ত্র অবস্থায়।
- অতিমাত্রায় রাগান্বিত অবস্থায়।
- অতিমাত্রায় যৌন স্পৃহার অবস্থায়।
- অতি উদাসীন বা গাফলতির অবস্থায়।

এক্ষেত্রে জ্বিন দুটি পদ্ধতির যে কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে-

প্রথমত: সে মেয়ের মধ্যে প্রবেশ করে মেয়ের অন্তরে ঘৃনা সৃষ্টি করে। ফলে যে পাত্রই প্রস্তাব দেয় মেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করে।

দ্বিতীয়ত: জিনটি মেয়ের মধ্যে কোন কারণে প্রবেশ করতে না পারলে সে ছেলের মধ্যে প্রবেশ করে। তার অন্তরে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে এবং পাত্রীর প্রতি ঘৃনা জন্ম নেয়। এবং পাত্রীর বিভিন্ন দোষ তার সামনে ফুটে উঠে। ফলে যে পাত্রই তাকে দেখতে আসে সে পাত্রই মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। এই প্রবলেম মেয়েদের ক্ষেত্রেই বেশি হয়ে থাকে।

এই যাদুর কিছু লক্ষণ:

- মানষিক প্রবলেম বিশেষ করে বিকেল থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত ।
- বিয়ের প্রস্তাব দাতাকে খুব খারাব মনে হওয়া।
- ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করা।
- মাথায় সর্বদাই আজে-বাজে চিন্তা আসা।
- পেটে ব্যথা অনুভব হওয়া।
- এমন মাথা ব্যথা হওয়া যা পাওয়ারফুল ঔষধেও কাজ হয় না।

এই যাদুর চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১৩] এই ধরনের পেসেন্টকে নিচের রুকইয়াহ পাঠ করতে হবে। যদি পেসেন্ট রুকইয়াহ'র প্রতিক্রিয়ায় জ্ঞান হারায় এবং জ্বিন কথা বলে, তবুও তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি প্রতিক্রিয়া না দেখা যায় তবে উল্লেখিত প্রেসক্রিপশন ফলো করতে হবে।

এই রোগের জন্য নিচের রুকইয়াহ রোগীর কানের কাছে সশব্দে পড়তে হবে।

এই রোগের রুকইয়াহ

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

উচ্চারণ: বিসমিললা-হি আরকিক,মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'জি-ইক, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও য়াইনি হা—সিদ, আল্লহু ইয়াসফি-য়ি-ক,বিসমিল্লাহি আরকিক।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ اِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ: আল্লহুম্মা রব্বান-না-স, আজহিবিল বা-স, ইশফি আনতাশ শা-ফিই, লা শিফা-আ, ইল্লা শিফা- উকা, শিফা-আ, লা ইউগা-দিরু ছাকমা-।

ফাতিহা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

আল-ইসরা

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

অর্থ: ৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, ২) আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

আন-নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

সর্বশেষে দরূদ শরিফ পাঠ করে শেষ করতে হবে।

রোগীর জন্য করণীয়:

- সঠিক সময় সলাতের পাবন্দি করতে হবে।
- ঘুমানোর পূর্বে এবং প্রত্যেক সালাতের পর আয়াতুল কুরছি পাঠ করতে হবে।
- ফজরের সালাতের পর প্রতিদিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-- শারিকালাহু-পাঠ করতে হবে।

- সূরা ইখলাছ,সূরা ফালাক্ব,সূরা নাছ রেকর্ড করে প্রতিদিন অন্তত একবার শুনবে।
- রুকইয়াহ পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি পান করবে। এবং গোছল করবে অন্তত তিনদিন আর গোছল করবে কোন পবিত্র স্থানে।
- গান-বাজনা শোনা যাবে না।
- কোন গুনাহে লিপ্ত থাকলে তওবা করতে হবে।
- আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দুয়া করতে হবে।
- শরীয়াহ অনুযায়ী পূর্ণ পর্দার অনুশীলন করতে হবে।

এভাবে একমাস পর্যন্ত আমল চালিয়ে যেতে হবে। ইনশা-আল্লাহ্ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আর যদি রুকইয়াহ চলা অবস্থায় কষ্ট বেড়ে যায় তবে বুঝতে হবে যাদুর ক্রিয়া ধীরে ধীরে কাজ করছে, তবুও আমল চালু রাখতে হবে।

যাদু স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো

আমাদের সমাজে এমন মানুষ ও আছে যারা কারো সুখ-স্বাচ্ছন্দ,উন্নতি সহ্য করতে পারে না। তারা হিংসা ও বিদ্বেষ বশত দু ব্যক্তির মাঝে যাদু করে বিচ্ছেদ ঘটায়। এ প্রকারের যাদু কয়েক ধরনের হয়ে থাকে যেমন-

- পিতা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ।
- মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ।
- দু ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ।
- দু বোনের মাঝে বিচ্ছেদ।
- বন্ধু ও স্বজনদের মাঝে বিচ্ছেদ।
- স্বামী স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ।

শেষোক্ত প্রকারটি আমাদের সমাজে অধিক প্রচলিত,এবং এটাই এখনকার আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এই যাদু যেভাবে করা হয়

নির্দিষ্ট ব্যক্তি যখন যাদুকরের কাছে গিয়ে বলে, অমুক দুই ব্যক্তির মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে; তখন যাদুকর বলে, তাহলে তাদের মায়ের নাম, তাদের ব্যবহৃত

পোষাকে,চুল ইত্যাদি নিয়ে আস। আর যদি এসব না পাওয়া যায়,তবে তাদের খাদ্যদ্রব্যে যাদুমন্ত্র পড়ে ফুঁক দেয় বা তাদের চলাচলের পথে যাদুকৃত পানি ঢেলে দেয়া হয় যা অতিক্রম করা মাত্রই উক্ত ব্যক্তি যাদুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যায়। বা অভিনব অন্য কোন পন্থায় যাদু করা হয়।

এই যাদুর লক্ষণসমূহ:

- যাদুগ্রস্তের নিকটে অপরজনের প্রত্যেক কর্মই অপছন্দ হওয়া। যেমন স্বামী বাড়ির বাইরে অধিক ভালো থাকে,ঘরে ঢুকলেই অন্তরে সংকীর্ণতাবোধ অনুভব করে।[জগৎবিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাথীরের মুসান্নিফ আল্লামা ইবনে কাছির রহিমাহুল্লাহ বলেন, "স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতার প্রতি কৃত যাদুর প্রতিক্রিয়ায়,যাদুগ্রস্ত অপরজনকে খারাপ নজরে দেখবে বা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখবে বা এ জাতীয় অনান্য বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী বিষয়ে পতিত হবে,][১০১]
- স্বামী স্ত্রীর মাঝে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া।
- হঠাৎ করে ভালোবাসা শত্রুতায় পরিনত হওয়া।
- উভয়ের মধ্যে বেশি বেশি সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া।
- কারো মাঝে ক্ষমা চাওয়ার মানবিকতা না থাকা।
- স্বামীর কাছে স্ত্রীর সৌন্দর্য অসুন্দরে পরিনত হওয়া। যদিও সে অত্যন্ত রূপসী হোক না কেন। এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীকে নিকৃষ্ট মনে হওয়া।

এই যাদুর চিকিৎসা

শুরুতে যিনি চিকিৎসা করবেন তিনি রোগীর মাথায় ডান হাত রাখবেন এবং নিচের রুকইয়াহর আয়াতসমূহ রোগীর কানের কাছে উচ্চস্বরে সতর্কতার সাথে বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে হবে।

[১০১] তাফসীরে ইবনে কাসীর খণ্ড ১ পৃঃ ১৪৪

বিচ্ছেদের যাদুর রুকইয়াহর আয়াত

আল-ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা বাকারাহ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛۚ فِيْهِ ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

১) আলিফ লাম মীম। ২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, ৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে ৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। ৫) ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে তারাই সফলকাম।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا [١٠٢] يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۚ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۚ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۚ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾

১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্দারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ যদি তারা জানত।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ / اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

অর্থ: ১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। ১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত

[১০২] আয়াতাংশটি বারবার পড়তে হবে।

ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা' আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ: ২৮৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা। তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ২৮৬) আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি

দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

আল-ইমরান

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿۱۷﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۸﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿۱۹﴾

অর্থ: ১৭) তারা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। ১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত।

আল-আরাফ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۵۴﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿۵۵﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ؕ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۵۶﴾

অর্থ: ৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত

হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। ৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا۟ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُوا۟ صَٰغِرِينَ ﴿١١٩﴾[১০৩] وَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١٢٢﴾

অর্থ: ১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। ১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। ১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। ১২০) এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। ১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। ১২২) যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।

ইউনুস

فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۖ[১০৪] إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥٓ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ্ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না। ৮২) আল্লাহ্ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে যদিও পাপীদের তা মনঃপূত নয়।

---

[১০৩] এই আয়াতাংশটি বারবার পড়তে হবে।

[১০৪] এই আয়াতাংশটি বারবার পড়তে হবে।

সূরা ত্বহা

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾

অর্থ: ৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না।

আল-মু'মিনূন

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

অর্থ: ১১৫) তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না? ১১৬) অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সম্মানিত আরশের মালিক। ১১৭) যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে যার সনদ নেই, তার হিসাব তার পালণকর্তার কাছে আছে। নিশ্চয় কাফেররা সফলকাম হবে না। ১১৮) বলুন: হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।

আস-সফফাত

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾

অর্থ: ১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, ২) অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, ৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- ৪) নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। ৫) তিনি আসমান সমূহ, যমীনও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। ৬) নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। ৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবাধ্য শয়তান থেকে। ৮) ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। ৯) ওদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ১০) তবে কেউ ছোঁ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

আল-আহকাফ

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيٓ إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَٰقَوْمَنَآ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِۦ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءُ ۚ أُولَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

অর্থ: ২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল,। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। ৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। ৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে

পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

আর-রহমান

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿۳۳﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۴﴾ یُرْسَلُ عَلَیْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿۳۵﴾ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿۳۶﴾

অর্থ: ৩৩) হে জিন ও মানবকূল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম কর। কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। ৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? ৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধূম্রকুঞ্জ তখন তোমরা সেসব প্রতিহত করতে পারবে না। ৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

আল-হাশর

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاَیْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْیَةِ اللّٰهِ ؕ وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿۲۴﴾

অর্থ: ২১) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। ২২) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি

দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। ২৩) তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা' আলা তা থেকে পবিত্র। ২৪) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নাম সমূহ তাঁরই। নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

সূরা জিন

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾

অর্থ: ১) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি; ২) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। ৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই। ৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। ৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। ৬) অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। ৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা কখনও কাউকে

পুনরুত্থিত করবেন না। ৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। ৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে।

আল-ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

অর্থ: ১) বলুন, তিনি আল্লাহ্‌, এক, ২) আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী, ৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি ৪) এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

আল-ফালাক

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, ২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, ৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, ৪) গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে ৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

আন-নাস

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿۴﴾ الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

অর্থ: ১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার, ২) মানুষের অধিপতির, ৩) মানুষের মা'বুদের ৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, ৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

এই পর্যন্ত পড়বে, এতে করে রোগীর তিনটি অবস্থার যে কোন একটি হতে পারে। হয়তো রোগী বেহুঁশ হয়ে যাবে, নয়তো জিন কথা বলবে অথবা শরীরে কম্পন সৃষ্টি হবে। এভাবে একমাস চালাবে ইনশাআল্লাহ্‌ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে।

যাদু: স্বামীকে বশ করা

এই ধরনের যাদু যে কারণে করা হয়-

স্বামী স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য হতে পারে। ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। যা পৃথিবীর সকল দেশের সকল সমাজের সকল মানুষের মাঝে রয়েছে। সংসার জীবনে চলতে গেলে একটু আধটু সমস্যা হতেই পারে। এবং এটা স্বাভাবিক।

কিন্তু কিছু কিছু নারী রয়েছে,যারা এই সামান্য সংকট কাটিয়ে উঠার মতো ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে না। তারা চায়; স্বামী কেন আমার মতের বিরোধী হবে। তার মনে কুৎসিত চিন্তা ভেসে উঠে।

সে রঙিন স্বপ্ন দেখে, মনে মনে ফন্দি আটতে থাকে, স্বামীকে আমার বশে আনতে হবে। সে শুধু আমি যা বলবো তাই শুনবে । আমার কথায় চলবে। এর জন্য যা করা দরকার আমি তাই করবো। এরপর সে, কোনো যাদুকরের সন্ধানে ছুটে যায় স্বামীকে যাদু করে বশ করার জন্য। অথচ সে একথা চিন্তাও করে না যে এ কাজটি কি ঠিক হবে? ইসলাম এ কাজটিকে কি সমর্থন করে? হালাল, নাকি হারাম? এ বিষয়ে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তার চিন্তা শুধু একটিই, কীভাবে স্বামীর ভালোবাসা অধিক মাত্রায় আদায় করা যায়। অনেক সময় স্বামীর সম্পদের প্রতি স্ত্রী লোভাতুর হয়েও স্বামীকে যাদু করে থাকে। আবার অনেক স্ত্রী ধারনা করে যে, স্বামী মনে হয় অন্যত্র বিয়ে করবে; স্বামী যেন শুধু তাকেই পছন্দ করে, এজন্য স্বামীকে বশে রাখার জন্য সে স্বামীকে যাদু করে।

এই যাদু যেভাবে করা হয়

যখন সে যাদুকরের কাছে যায়, যাদুকর তাকে বলে এটা তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। আপনি শুধু আপনার স্বামীর ব্যবহৃত কিছু একটা এনে দিন ব্যস।

এরপর সে স্বামীর ব্যবহৃত জামা, গেঞ্জি, বা টুপি বা এজাতীয় কিছু এনে দেয়, যাতে স্বামীর শরীরের স্পর্শ বা ঘামের গন্ধ থাকে। এরপর যাদুকর তা থেকে সূতা বের করে শিরকি মন্ত্র পাঠ করে,তাতে ফুঁক দিয়ে গিরা লাগিয়ে দেয়।

এবং ওই নারীকে বলে, এই সুতা গুলো কোথাও পুঁতে রাখবেন। অথবা সে কোনো খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়তে শিরকী মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে দেয়। এ যাদুর আরো একটি নিকৃষ্ট পদ্ধতি রয়েছে তা হল , মহিলাদের হায়েজের রক্ত দিয়ে যাদু করে। তারপর ঐ নারীকে বলা হয় স্বামীকে যে কোন উপায়ে খাইয়ে দিবে বা সুগন্ধির সাথে মিশিয়ে দিবে।

কখনো হিতে বিপরীত হয়

- কখনো এই যাদুর ক্রিয়ায় উল্টো ফল আসে। যেমন: ঐ নারী যাদু করেছিল স্বামী যেন সব নারীকে ঘৃনা করে,শুধু তাকেই ভালোবাসে প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় স্বামী আপন মা বোন আত্মীয় স্বজন মহিলা এমন কি শাশুড়ি, শালীকেও ঘৃনা করতে থাকে।
- কখনোবা দ্বিমুখী যাদুর ক্রিয়ায় স্ত্রীকেও ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃনা করতে থাকে।
- কখনো বা যাদুর প্রচন্ডতায় স্বামী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন কি রোগের ধারাবাহিকতা অনেক দীর্ঘ মেয়াদী হয়ে থাকে। কখনো মৃত্যুও ঘটে।

এই প্রকার যাদুর লক্ষণ সমূহ:

- স্ত্রীকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে যাওয়া।
- স্ত্রীর বশীভূত ও অনুগামী হয়ে যাওয়া।
- সহবাস করার জন্য অধৈর্য্য হয়ে যাওয়া।
- সর্বদা অস্থির অস্থির ভাব লেগে থাকা।
- স্ত্রীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে ক্ষেপে যাওয়া।

এই যাদুর চিকিৎসা

নিচের রুকইয়াহ রোগীর কাছে পাঠ করতে হবে। প্রথমবার ফলাফল ভালো না পাওয়া গেলে প্রয়োজনে একটানা সাতদিন রুকইয়াহর আমাল করতে হবে।

বশ করা যাদুর রুকইয়াহ

সূরা আ'রাফ

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ [الأعراف: ١١٧-١٢٢]

অর্থ: ১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। ১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। ১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। ১২০) এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। ১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। ১২২) যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।

সূরা ইউনুস

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨١﴾

অর্থ: ৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ্ এসব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।

সূরা তাগাবুন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

অর্থ: ১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। ১৫) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পন্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

–এই পর্যন্ত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি রোগীকে পান করাতে হবে।

পানি পান করার পর যদি রোগীর বমি হয় তাহলে বুঝতে হবে যাদু শেষ হয়ে গিয়েছে। আর যদি না হয় তবে লাগাতার একমাস এভাবে চালিয়ে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ এতে করে যাদু নিঃশেষ হয়ে যাবে।

যাদু, অবৈধ আসক্তিকরণ

(মাদকাসক্তি, পরকীয়া, পর্ণ আসক্তি, হস্তমৈথুন ইত্যাদি)

আমাদের সমাজে এমন মানুষের নজিরও পাওয়া যায়, যারা শত্রুতা বা হিংসার বশবর্তী হয়ে কারণে অকারণে নির্দিষ্ট পুরুষ বা নারীকে মানুষ বা সমাজের চোখে হেও প্রতিপন্ন করার মানসে এমন জঘন্যতম নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করে থাকে।

এই ধরনের যাদুর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

এই ধরনের যাদুতে মাদকাসক্তি, পরকীয়া, পর্ণআসক্তি, হস্তমৈথুনসহ ভয়ঙ্কর সব বদাভ্যাসের প্রতি আসক্ত করা হয়। যিনি আক্রান্ত হন হয়ত এই বদাভ্যাস আগে থেকে একটু আধটু তার মধ্যে ছিল। যাদুকর এই সুযোগটিই কাজে লাগায়। সে শুধু এই এহেন দুষ্কর্ম ও ব্যক্তির মাঝে আসক্তি বা প্রেম লাগিয়ে দেয় ব্যস। এতে তার কাছে এহেন কুৎসিত কু-অভ্যাস অত্যন্ত ভালোবাসায় পরিণত হয়ে যায়। তখন তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়ে যায়। এমনকি এই কঠিন ভয়ানক গুনাহর কাজের মধ্যে সে শান্তি অনুভব করে। অত্যাধিক আসক্তির কারণ সে ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারে না। কখনো যদি সে এই বদকর্মে

বাঁধা প্রাপ্ত হয়, তখন সে দিশেহারা হয়ে যায়, এবং সে ততক্ষণপর্যন্ত স্বস্তি অনুভব করে না যতক্ষণ-না সে উক্ত পাপকাজে লিপ্ত হতে পারে। ফলশ্রুতিতে তার দ্বীন, ঈমান, স্বাস্থ্যের,যে অবনতি ঘটে সেটা তো সে ভ্রূক্ষেপই করে না। অনেক সময় এই ধরনের রোগীর করুণ মৃত্যুও ঘটে।

এইসব যাদুর ধরণ এরকম হয়ে থাকে-

- হঠাৎ মাদকাসক্ত হয়ে পড়া।
- অত্যন্ত পরকীয়ায় আসক্তি
- অত্যাধিক পর্ন দেখা বা হস্তমৈথুনের বদাভ্যাস।
- এবং কোন নেশাদ্রব্য বা বস্তুর প্রতি অত্যাধিক আসক্তি।

এ ধরনের রোগীর শারীরিক কিছু লক্ষণ হলো-

- -চোখের নিচে কালচে দাগ পড়া।
- -শরীর ভেঙ্গে যাওয়া।
- -সর্বদা বুক ধড়ফর করা।
- -নির্দিষ্ট আসক্তি ছাড়া কোন কিছু ভালো না লাগা।
- -কোন কাজে কর্মে মন না বসা।
- অধিকাংশ সময় মাথা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এমন অনুভব হওয়া।

এই যাদু থেকে বেঁচে থাকার উপায়

এই যাদু থেকে বেঁচে থাকতে হলে- প্রথমে অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। এরপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত জামাতের সাথে আদায় করতে হবে। কোন গুনাহের বদাভ্যাসে লিপ্ত হওয়া যাবে না, লিপ্ত থাকলে তাওবা করতে হবে। কোন না মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না। একাকী থাকলে কোন দ্বীনী কাজ বা যিকর করতে হবে। অসৎ বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকতে হবে। মনে কুচিন্তা জাগলে ইসতেগফার পড়তে হবে। পরকালে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয় মনে জাগ্রত রাখতে হবে।

এই রোগীর ক্ষেত্রে প্রথমে সিহরের কমন রুকইয়াহ'র আয়াত পাঠ করতে হবে।

অবৈধ আসক্তির রুকইয়াহ আয়াত

এরপর-

সূরা আ'রাফ

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ [الأعراف:117-122]

অর্থ: ১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। ১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। ১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাঞ্ছিত হল। ১২০) এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। ১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি। ১২২) যিনি মূসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার।

সূরা ইউনুস

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨١﴾

অর্থ: ৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, মূসা বলল, যা কিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ্ এসব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করেন না।

সূরা তাগাবুন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

অর্থ: ১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়। ১৫) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার। ১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পন্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

এই পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি রোগীকে পান করাতে হবে। এবং সূরা ফাতেহা আয়াতুল কুরছি- সূরা দুখান- সূরা জিন- সূরা ইখলাছ- সূরা ফালাক্ব- সূরা নাছ- এই সূরা গুলোর অডিও ক্লিপ রোগী প্রতিদিন তিনবার শুনবে। এভাবে চল্লিশ বিয়াল্লিশ দিন চলার পরে রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

এই রোগীর স্বজনদের জন্য করনীয়ঃ

-হলো, রোগীকে একাকী না থাকতে দেয়া। এবং কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে না দেয়া। বিশেষ করে টিভি সিনেমা কোনভাবেই না দেখতে দেয়া তার কাছে কোন্ গুনাহর উপকরণ না রাখা তার সামনে মাহরাম ব্যতীত এবং অশালীন পোশাকে কেউ না থাকা। এগুলো সহ আরো সংশ্লিষ্ট বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

রক্ত স্রাবের যাদু

এই ধরনের যাদু দ্বারা শুধু মাত্র নারীরাই আক্রান্ত হয়। যেসব নারীকে স্রাব প্রবাহিত করিয়ে যাদু করা হয়,যাদুকর সে নারীর শরীরে জিন প্রেরণ করে,সেই জিন তখন তার রগে রগে চলতে থাকে। হাদীসঃ নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শয়তান আদম সন্তানের ভেতরে রক্ত প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত হয়,। জিন যখন নারীর জরায়ুর বিশেষ রগ পর্যন্ত পৌছে যায় তখন সেটাকে আঘাত করে; যার ফলে সেই রগ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামনা বিনতে জাহাশের ইস্তেহাজা বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "এটাতো রগের রক্ত হায়েজ নয়,। হাদিসের উভয়

বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় ইস্তেহাজা তখনই হয়ে থাকে যখন শয়তান নারীর জরায়ুর রগগুলোর কোন একটিতে আঘাত হানে।

আল্লামা ইবনে আসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইস্তেহাযা বলা হয় ঋতু স্রাবের নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময়ে রক্ত প্রবাহিত হলে,।[১০৫]

এই রোগের চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১৪] এই রোগের রোগী কেবল নারীরাই হয়ে থাকে। তারা প্রতিদিন সকাল-সন্ধায় নিম্নোক্ত রুকইয়াহর তিলাওয়াত শুনবে। মাহরাম কেউ থাকলে সরাসরি বা অডিও শুনবে।

রক্তস্রাবের যাদুর রুকইয়াহ'র আয়াত

আল ইসরা

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

অর্থ: ৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ

দুয়া অর্থ: পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে রুকইয়াহ করছি,আপনার কাছে সমস্ত মন্দ জিনিষের খারাবি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি! এবং হিংসাত্বক নযর থেকে আশ্রয় চাচ্ছি! হে আল্লাহ্ শিফা দান করুন পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে রুকইয়াহ করছি! শেষ পর্যন্ত পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি অন্তত তিনদিন পান করবে ও তা দ্বারা গোছল করবে এরপরও যদি রক্ত প্রবাহ বন্ধ না হয় তবে "লিকুল্লি নাবিয়্যিন মুস্তাকর, এই আয়াতটিকে পরিচ্ছন্ন কালির মাধ্যমে লিখে পানিতে গুলিয়ে রোগী দুই অথবা তিন সপ্তাহ পান করবে ইনশাআল্লাহ্ রোগী নাজাত পেয়ে যাবে।

[১০৫] নিহায়া খণ্ড ১/পৃষ্ঠা ৪৭৯

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বৈধ কালিদ্বারা কুরআনের লিখিত আয়াতকে পানিতে মিশিয়ে সে পানি পান করা ও তা দ্বারা গোছল করার বিষয়ে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে জায়েজ বলেছেন।[১০৬]

যাদু, বন্ধ্যাত্ব বা গর্ভের বাচ্চা নষ্ট হওয়া

বন্ধ্যাত্ব মূলত দুই প্রকার:

এক) সৃষ্টিগত ভাবে।

দুই) যাদুর মাধ্যমে।

প্রথম প্রকারটি তাকদিরের ফায়সালা। সেটার বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া কেউ কিছু করতে পারবে না। তবে দ্বিতীয়টির চিকিৎসা সম্ভব।

এই যাদু যেভাবে করা হয়

বশকৃত জিন নারীর জরায়ুর ভেতরে প্রবেশ করে তার যেই ডিম্বাণু রয়েছে তা নষ্ট করে দেয়, যার ফলে আর বাচ্চা কনসেপ্ট হয় না। অথবা কখনো সে জিন ডিম্বাণুতে কিছু করে না যাতে করে জরায়ুতে বাচ্চা ধরে; কিন্তু গর্ভধারনের কিছু দিন পরে শয়তান তার জরায়ুর রগে আঘাত করে,যার ফলে স্রাব নির্গত হওয়া শুরু হয়, এবং গর্ভপাত হয়ে যায়। বারবার গর্ভপাত অধিকাংশ জিনের কারণে হয়ে থাকে। আর এজাতীয় অবস্থার বহু রোগীর কথা আমাদের জানা রয়েছে। হাদীসে আছে- নিশ্চয়ই শয়তান আদম সন্তানের মধ্যে রক্তের ন্যায় চলাচল করে।[১০৭]

যাদু দ্বারা বন্ধ্যাত্বের কিছু লক্ষণ

- ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা।
- ভীতিজনক স্বপ্নে দেখা।
- মানষিক অস্বস্তি অনুভব করা।
- মেরুদণ্ডের নিচে ব্যথা করা।
- মতিভ্রম হওয়া।

---

[১০৬] ফতোয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ১৯/৬৪

[১০৭] সহিহুল বুখারী ৪/২৮২ সহিহুল মুসলিম ১৪/১১৫

এই যাদুর চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১৩] উল্লেখিত আয়াতগুলোর অডিও রেকর্ড রোগী প্রতিদিন তিনবার শুনবে।

সূরা সফফাত সকালে পড়বে অথবা শুনবে।

সূরা মাআরিজ রাতে পড়বে অথবা শুনবে।

সূরা ফাতেহা,আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষ রুকু, সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু,

সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস, কালোজিরা তেলে পড়ে, ফুঁক দিয়ে সেই তেল রোগী তার কপালে বুকে ও মেরুদণ্ডে শোয়ার আগে মালিশ করবে, এবং এই আয়াতগুলোই খাঁটি মধুতে ফুঁক দিয়ে প্রতিদিন এক চা চামচ খালি পেটে খাবে। এই আমল অন্তত তিন মাস পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ সফল হবে।

যাদু দ্বারা যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা

যাদুর দায়িত্বে নিয়োজিত শয়তান পুরুষের মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে। যা মানুষের কেন্দ্রবিন্দু ও যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণকারী। আর অন্য সব অংগ ভালো থাকে। আর যখন পুরুশ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চায়; তখন শয়তান পুরুষের মস্তিস্ককে প্রভাবিত করে যৌন শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। যার ফলে রক্ত সঞ্চালক ক্রিয়া থেমে যায়। আর যৌনাঙ্গের রক্ত ফিরে যায়। ফলে পুরুষাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়। আবার কখনো এমনো হয় যে, যখন একজন পুরুষের দুজন স্ত্রী থাকে। তখন সে তার মধ্যে একজনের সাথে তো মিলিত হতে পারে; কিন্তু অন্যজনের সাথে মিলনে ব্যর্থ হয়। এটা এজন্য যে হয়ত তাদের মধ্যে কোন স্ত্রী এই যাদু কর্মের মূল হোতা। আর যাদুর নিয়োজিত শয়তান একজনের থেকে দূরে রাখার জন্যে সে যখন ঐ স্ত্রীর নিকট যায়,তখন তার যৌন উত্তেজনার কেন্দ্র নষ্ট করে দেয়। যদি কাউকে যাদু করে যৌন ক্ষমতা নষ্ট করা হয়,তবে তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর যদি অন্য কোন প্রবলেমের কারণে নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে সেটা অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে হবে।

রুকইয়াহ দ্বারা যৌন রোগের চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১৬] যাদু দ্বারা যৌন ক্ষমতা লোপ পাওয়ার অনেক প্রকারের চিকিৎসা রয়েছে আমরা শুধু এখানে ছয়টি পদ্ধতি উল্লেখ করবো।

{পদ্ধতি নং ১} হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন,আমি যাফর মুস্তাগফিরির কিতাবে ঝাড়ফুঁকের পদ্ধতি অধ্যয়ন করেছি যে, যাফর মুস্তাগফিরি বলেন, আমি নাসুহ বিন ওয়াসেলের হাতে (কুতাইবা ইবনে আহমদ বুখারীর ব্যাখ্যার একাংশে) পেলাম যে, "কাতাদাহ সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিবের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, কোন পুরুষ যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে ব্যর্থ হওয়ার রোগে আক্রান্ত হয়,তবে কি তার জন্য রুকইয়ার চিকিৎসা বৈধ?

তিনি বললেন, "ঝাড়ফুকের উদ্দেশ্য তো সুস্থ করা তাই এতে কোন সমস্যা নেই। শরিয়তে মানব কল্যানে কোন কার্যকর বিষয় নিষেধ নেই। নাসুহ বলেন যে, হাম্মাদ শাকির আমাকে চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে বলেন কিন্তু আমি বলতে পারিনি।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, যখন এমন ব্যক্তি যে, স্ত্রী সহবাস ব্যতীত অন্য সকল কাজই করতে পারে, এমন রোগী কিছু জ্বালানী বা লাকড়ী একত্রিত করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিবে,এবং সেই আগুনের মাঝখানে একটি কুড়াল রেখে দিবে আর যখন কুড়াল গরম হয়ে যাবে তখন সেটাকে বের করে তাতে পেশাব করে দিবে। ইনশাআল্লাহ্ এতে সে আরোগ্য লাভ করবে।"[১০৮]

{পদ্ধতি নং ২} রোগীর কানের কাছে উচ্চস্বরে এগুলো পাঠ করবে- সূরা ফাতেহা ৭০ বার আয়াতুল কুরসী ৭০ বার সূরা নাস ও ফালাক একই ভাবে সাত দিন পাঠ করতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ যাদু নিষ্ক্রিয় হয়ে রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে।

{পদ্ধতি নং ৩} একটি পরিষ্কার পাত্রে পরিচ্ছন্ন কালি দিয়ে সূরা ইউনুসের ৮১-৮২ নং আয়াত লিখে সেই পাত্রে কালোজিরার তেল ঢেলে নেড়েচেড়ে পান করবে এবং কপালে ও বুকে মালিশ করবে। ইনশাআল্লাহ্ যাদু বিনষ্ট ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং রোগী আরোগ্য লাভ করবে।

---

[১০৮] ফাতহুল বারী খণ্ড ১০পৃঃ২২৩

কুরআনের আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত জিকরসমূহ লিখে পানিতে গুলিয়ে তা রোগীকে পান করানো জায়েজ।

{পদ্ধতি নং ৪} একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাতে সূরা ফালাক ও সূরা নাস এবং

بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ

দুয়াটি সাতবার পড়ে তাতে ফুঁক দিবে এবং এই পানি রোগী পরপর তিনদিন পান করবে এবং গোছল করবে তবে খেয়াল রাখতে হবে কোন অপবিত্র স্থানে গোছল করা যাবে না। ইনশাআল্লাহ্ যাদু নষ্ট হয়ে যাবে এবং রোগী সুস্থ্য হয়ে যাবে।

{পদ্ধতি নং ৫} সাতটি সবুজ কচি বড়ই পাতা পিষে পানিতে গুলিয়ে মিক্স করে-

- আয়াতুল কুরসি সাতবার
- সূরা ইখলাস সাতবার
- সূরা ফালাক সাতবার
- সূরা নাছ সাতবার

পড়ে সেই পানিতে ফুঁক দিয়ে রোগী পান করবে এবং গোছল করবে কয়েকদিন পর্যন্ত। এই পানিতে অন্য পানি মিশানো যাবেনা আর গরম ও করা যাবেনা। শীতকাল থাকলে রোদে গরম করা যাবে। আর গোছল পবিত্র স্থানে করতে হবে। ইনশা আল্লাহ্ প্রথম গোছলেই যাদু নষ্ট হয়ে যাবে।

{পদ্ধতি নং ৬} এই পদ্ধতি হলো-

সূরা ইউনুস এর ৮১-৮২ নং আয়াত ইন্না-ল্লাহা সাইউবতিলুহ্ আয়াতাংশটি বারবার পড়বে

সূরা আরাফ এর ১১৭-১২২ নং আয়াত

সাতবার করে পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সেই পানি রোগী পান করবে এবং কিছুদিন গোছল করবে।

বড়ই পাতার গোছল

গোছলের নিয়মঃ প্রথমে সাতটি যে কোনো কচি বড়ই পাতা নিতে হবে। এরপর এগুলো পিষে একটি পাত্রে পানিতে গুলিয়ে নিতে হবে। এরপর-

- ✓ সূরা ফাতেহা
- ✓ আয়াতুল কুরছি
- ✓ সূরা ফালাক্ব
- ✓ সূরা নাছ
- ✓ দুরুদ শরীফ

সাতবার করে পাঠ করে সেই পানিতে ফুঁক দিতে হবে। এরপর এই পানি রোগীকে তিনদিন/সাতদিন পর্যন্ত রোগীর সিচুয়েশান অনুযায়ী গোছল করাতে হবে এবং পান করাতে হবে। এতে পানি মিশানো যাবে না। প্রতিদিন নতুন করে তৈরি করতে হবে।

যাদুতে আক্রান্ত হলে করণীয় কী?

কেউ যদি যাদু টোনায় আক্রান্ত হয়; তার সর্ব প্রথম করনীয় হলো, ঠান্ডা মাথায় ভেবে চিনতে কাজ করা। তাড়াহুড়া না করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া। আক্রান্ত রোগীর লক্ষণ বা সিম্পটম গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণকরা। যদি লক্ষণগুলো সঠিক প্রমাণিত হয় তবে সর্বপ্রথম ও উত্তম কাজ হলো, কোনো যাদুকর, জ্যোতিষী, কবিরাজ, ওঝা, ও মাজারকেন্দ্রিক ফকীরদের কাছে না যাওয়া। এবং যারা তাবিজ-কবজ দেয় তাদের কাছে না যাওয়া এবং তাবিজ কবজ গ্রহণ না করা। বরং কোনো আলিমে দ্বীনের কাছে যাওয়া। যিনি শরীয়াহ নির্দেশিত চিকিৎসা, কুরআনের আয়াত দ্বারা রুকইয়াহ পাঠ করবেন,তার কাছে যাওয়া। এবং তাদের অনুসন্ধান করা। এবং ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কাছে দুয়া করা।

যাদুতে আযওয়াহ খেজুর খাওয়া

হাদীস: সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে একটি আযওয়াহ (মদিনায় উৎপন্ন উৎকৃষ্ট খেজুর) খেজুর খাবে,রাত্রি না আসা পর্যন্ত ওই দিনে সে আর কোনো বিষ অথবা জাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত হবে না,। অন্য বর্ণনায় এসেছে, “সাতটি খেজুর।”[১০৭]

---

[১০৭] সহিহুল বুখারী হাদীস নং ৫৭৬৮

যাদুটোনা থেকে কীভাবে বেঁচে থাকবো

{এক} সর্বদা অযু অবস্থায় থাকা।এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে ফেরেশতা নির্ধারিত থাকে।

হাদীস: ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের অজ্ঞাসমূহকে পবিত্র রাখ, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। কেননা, যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে,পোষাকের ন্যায় তার শরীরে এক হেফাযতকারী ফেরেশতা নির্ধারণ করে দিবেন। রাতের যে মুহূর্তে সে পার্শ পরিবর্তন করবে তখনই ফেরেশতা তার জন্য প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ্ তোমার বান্দাকে ক্ষমা করো,সে অযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।

হাদীস: বারা'আ ইবনু আযিব রাযি. বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সলাতের উযুর মত উযু করে নেবে। তারপর ডান পাশে শুয়ে বলবে-

اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، والجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت،

(আল্লাহুম্মা আসলামতু অজহি ইলাইকা। অফাওজতু আমরিই ইলাইকা। ওয়ালজা'তু জহরিই ইলাইকা রগবাতান ও রহবাতান ইলাইকা। লা মুলজা'ন অলা মুনজান মিনকা ইল্লা ইলাইকা। আল্লাহুম্মা আ-মান-তু বিকিতা-বিকা আল্লাজি আনঝালতা অবি নাবিয়্যিকাল্লাজি আরসালতা।)

"হে আল্লাহ্! আমার জীবন আপনার নিকট সমর্পন করলাম। আমার সকল কাজ আপনার নিকট অর্পন করলাম এবং আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করলাম আপনার প্রতি আগ্রহ ও ভয় নিয়ে আপনি ব্যতীত প্রকৃত কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রানের স্থান নেই. এহ আল্লাহ্ আমি ঈমান আনলাম,আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নাবির প্রতি,।

অতঃপর যদি সেই রাতেই তোমার মৃত্যু হয় তবে ইসলামের উপর তোমার মৃত্যু হবে।[১১০]

{দুই} জামাতের সাথে সালাত আদায় করা। জামাতের সাথে সালাত আদায় করলে শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হওয়া যায়। আর সালাত থেকে গাফিল হলে শয়তান তাকে বশীভূত করে ফেলে।

আবু দারদা রাযি. বর্ণনা করেন যে, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন গ্রামে অথবা মরুভূমিতে কমপক্ষে তিনব্যক্তি বিদ্যমান থাকে, অতঃপর তারা যদি জামাতের সাথে সলাত আদায় না করে, তবে শয়তান তাদের বশীভুত করে নেয়। তাই তোমরা জামাতের সাথে সলাত আদায়ের গুরুত্ব দিও, কেননা বাঘের শিকার সেই বকরীই হয়ে থাকে যে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১১১]

{তিন} তাহাজ্জুদের সলাত আদায় করা। যে ব্যক্তি নিজেকে যাদুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে চায় সে যেন রাত্রির কিছু অংশ হলেও রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করে। এ থেকে একেবারে বিমুখ না থাকে। কেননা তা থেকে বিমুখ না থাকা শয়তানের প্রভাব পরার কারণ হয়ে থাকে। আর শয়তান যদি পেয়ে বসে তবে যাদুক্রিয়া সহজ হয়।

ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তির বিষয়ে অভিযোগ করা হয় যে, সে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলো। এমনকি ফজরের সলাতও আদায় করতে পারেনি। অঃতপর নাবি

---

[১১০] সহীহ বুখারী হাদিস নং ২৪৭

عن البراء بن عازب، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به

[১১১] সহীহ বুখারী ৩/৩৪ মুসলিম ৬/৬৩

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সয়তান তার কানে প্রসাব করে দিয়েছে।[১১২]

ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি বিতর নামাজ আদায় না করেই সকাল করে সে যেন মাথায় একচল্লিশ গজ বিশিষ্ট রশি নিয়ে সকাল করে।[১১৩]

{চার} শোয়ার পুর্বে আয়াতুল কুরছি পড়া। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে ওযু করতে হবে। এরপর আয়াতুল কুরছি পাঠ করে আল্লাহর জিকির করতে করতে ঘুমিয়ে পড়বে।

হাদিসঃ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, শয়তান আবু হুরায়রা রাযি. কে বললো যে ব্যক্তিই শোয়ার পুর্বে আয়াতুল কুরছি পড়ে, সেই রাতে পাঠকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। আর সয়তান সেই রাতে সেই ব্যক্তির কাছে সকাল পর্যন্ত যেতে পারে না। নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ বর্ণনা সবীকার করে বলেন, হে আবু হোরায়রা! শয়তান তোমাকে সত্যই বলেছে, অথচ সে মিথ্যাবাদী।

{পাঁচ} সলাত দ্বারা বৈবাহিক জীবন শুরু করা।

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন যে, যখন তোমার কাছে বাসর রাতে তোমার স্ত্রী আসবে তখন তুমি তাকে নিয়ে দু রাকাত নামাজ আদায় করো এবং নামাজের পর এই দুয়া পড়,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ

"হে আল্লাহ্ আমার জন্য আমার স্ত্রী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বরকতময় করুন। এবং আমাকে আমার স্ত্রীর জন্য বরকতময় করে দিন।" হে আল্লাহ্ যতক্ষণআমরা উভয়ে একত্র থাকি যেন ভালোভাবেই থাকি আর যদি আমাদের মাঝে কল্যান না থাকে তাহলে আমাদেরকে বিচ্ছেদ করে দিন।[১১৪]

---

[১১২] বুখারী ৬/৩৩৫ হা: ১১৪৪
عن عبد الله رضي الله عنه، قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: «بال الشيطان في أذنه

[১১৩] ফাতহুল বারী ৩/২৫

১১৪. তাবারানী-কাবীর, হাদীস নং৮৯৯৩

{ছয়} বিয়ের পর দম্পতিকে শয়তান থেকে রক্ষা করা।

হাদীসঃ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন যে, নাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাবে তখন এই দুয়া পড়বে,

بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

"আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের উভয়কে শয়তান থেকে রক্ষা করো।

এই মিলনে, যে সন্তান লাভ করবে তাকে শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১১৫]

এক জিন ইসলাম গ্রহনের পর একথা বললো যে, সে যেই ব্যক্তিকে আছর করেছিলো সে যখনই নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হতো তখন আমিও তার সাথে অংশগ্রহণ করতাম ! কেননা সে দুয়া পড়তো না। " সুবহানাল্লাহ্ আমাদের কাছে কত মুল্যবান সম্পদ রয়েছে যার মুল্য আমরা অনুধাবন করি না।

---

১১৫. সহিহুল বুখারী ১/২৯২

عن ابن عباس، يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال، «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره

অধ্যায়-৭

ওয়াসওয়াসা

ওয়াসওয়াসা কী?

ওয়াসওয়াসা মানে হলো কুমন্ত্রণা। যা শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার কত মানুষকে যে এরা ধ্বংশ করেছে এই হাতিয়ার দিয়ে তার ইয়ত্তা নেই। সব রোগের সমাধানে রোগীর চিকিৎসা গ্রহণের আগ্রহ থাকে; কিন্তু ওয়াসওয়াসা এমন ভিন্ন প্রাকৃতির রোগ; যার রোগী রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ওয়াসওয়াসায় ভুগতে থাকে। মনে করে, এ রোগ আমার জীবন বিপন্ন করে দিবে এর কোন চিকিৎসা নেই।

যে সর্বদা কনফিউশানে থাকে।

এই ধরনের রোগী সবসময় কনফিউশান ফিল করে যে,আমার যে চিকিৎসা দিলো তাতে কি আমার এই অবস্থার কোন উন্নতি হবে?

সর্বদা একটি বিষণ্নতা ও অস্থীরতার মধ্যে তার সময় অতিবাহিত হয় কিন্তু তার কাছে এমন কোন সমাধান থাকে না যার মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারে। আমি এমন লোকও দেখতে পেয়েছি যে, তাদেরকে বার বার বলা হয়েছে যে, আপনি এই আমল করতে থাকুন। কিন্তু সকালে বললে বিকালবেলা আবার উপস্থিত! হুজুর কি করবো, আমার এই সমস্যা ভালো হবে তো?

-হুজুর কিছুই বুঝতেছি না। আপনি যে আমল দিয়েছেন সেগুলো করলেই কি চলবে, না কী আরো কিছু আমল করতে হবে।

ওয়াসওয়াসার বাস্তবতা এমন হয়ে থাকে

একটি সত্য ঘটনাঃ আমার এক সম্মানিত উস্তাযের কাছে শুনেছি, কোন এক মাদ্রাসার ছাত্র এই ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ছিল। তার ওয়াসওয়াসা এতটাই প্রকট

ছিল যে, ওযুর সময় হাত অন্তত ত্রিশবার ধৌত করতো! অনুরূপ মাথাও অন্তত ত্রিশবার মাসেহ করতো!

- অবশেষে বলতো, ধুর! এত মাসেহ করে কি লাভ? একবার ধুয়ে নিলেই তো চলে! এই বলেই মাথাটা পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতো।
- আল্লাহু আকবার! ওয়াসওয়াসা এমনই বিভ্রান্তিতে ফেলে মানুষকে।

আমার চেনা এক ভাই

ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত আমার পরিচিত এক ভাইয়ের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা হলো, তিনি বহুদিন যাবত বিভিন্ন ধরনের কুচিন্তা-দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত। আমার সাথে প্রায় সময় ফোনে আলাপ হয়। এমনকি কোন মাসাআলা জানার প্রয়োজন হলে আমার কাছে ফোনে জানতে চায়। আমি তাকে বারবার আমল বাতলে দিয়েছি কিন্তু দু চারদিন পরে আবার তার সমস্যার কথা এমনভাবে বলে যে, ইতিপূর্বে মনে হয় যেন এ বিষয়ে তার সাথে কোন কথাই হয় নি।

ওয়াসওয়াসা শয়তানের পক্ষ থেকে

মূলতঃ ওয়াসওয়াসা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

অর্থ: যারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাছে শয়তান উপস্থিত হয়ে বলে, কে এইগুলো সৃষ্টি করলো? কে ঐগুলো বানালো?

অবশেষে তার মনে এই ওয়াসওয়াসা দেয় যে, কে তোমার প্রভুকে সৃষ্টি করলো?

তাই তোমাদের কারো যদি এমনটা হয় তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে এবং এসব চিন্তা থেকে ফিরে আসবে। কেউ যদি ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হয় তাহলে শয়তান তাকে প্রথমে ঈমান বিষয়ক বিভিন্ন সংশয় তার অন্তরে সৃষ্টি করতে থাকে। শয়তানের প্রথম লক্ষ্য থাকে তার ঈমানের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করা।

হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এসে অভিযোগ করলেন যে, আমাদের অন্তরে এমন এমন কিছু কল্পনা আসে যা বর্ণনা করা আমাদের কাছে অত্যন্ত কঠিন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, বাস্তবেই কি তোমাদের এমনটা হয়? সকলে বললেন, হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা স্পষ্ট ঈমানের আলামত। শয়তান চায় না কোন মানুষ আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থেকে তার নৈকট্য অর্জন করুক। যাকে যেভাবে পারে সেভাবে ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টা করে থাকে আমার কাছে ওয়াসওয়াসার যত রোগী অভিযোগ করেছে সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তাদেরকে সাধারণত দুই ধরনের অভিযোগ করতে শুনেছি।

এক. আল্লাহ, রাসূল, ইসলাম, কোরআন ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন সংশয়। দুই. কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যাওয়া।

এই রোগের লক্ষণসমূহ

কোন কাজ করলে মনে হয় সেটা করেনি বা শুদ্ধ হয় নি। আবার না করলেও মনে হয় করেছে কিনা? এভাবে তারা মহা সংশয় ও হতাশার মধ্যে থাকে

- হৃদকম্পনের হার বেড়ে যাওয়া।
- যৌন আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে অনুভব হওয়া।
- লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- মাইগ্রেন সমস্যা দেখা দেওয়া।
- সবসময় কোনও কথা বা কাজে আতংকিত থাকা।
- ঘুমে সমস্যা হয় এবং ওজন কমে যাওয়া।
- কোন কথা বা কাজে মনোযোগ স্থির থাকে না।

এই রোগের চিকিৎসা

[চিকিৎসা ১৭] রোগীর কানের কাছে শুরুতে নিচের দুআ এরপর রুকইয়াহ পাঠ করবে। দৈনিক অন্তত দুইবার পড়বে। একটানা দুই সপ্তাহ করবে, ইনশাআল্লাহ রোগী আরোগ্য লাভ করবে.

ওয়াসওয়াসার জন্য রুকইয়াহ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ،لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ. يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ. اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِيْ إِلَىٰ نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল য়াজিমিুল হালিয়িম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল আরশিল আযিয়িম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুছছামা অ-তি অল আরদি অ রব্বুল আরশিল কারিয়িম, ই-য়া হাইয়্যু ই-ইয়া ক্বয়্য-উম, বিরহমাতিকা আছতাগিয়িছ, আল্লহুম্মা আরজুউ রহমাতাকা ফালা- তাকিলনিই ইলা নাফছি-ই তরফাতা য়াইয়ি-ন, অ আছলি লি শা'নি-ই কুল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লাআনতা।

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿۳﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

অর্থ: ১) শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। ২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। ৩) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। ৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। ৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৬) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, ৭) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা নিসা

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلَالًا بَعِيْدًا ﴿۱۶۷﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿۱۶۸﴾ إِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ

فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ
مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ
وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ
أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ
فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ
أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾

অর্থ: ১৬৭) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। ১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ্ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। ১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। ১৭০) হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ। ১৭১) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ্ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও

যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। ১৭২) মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। ১৭৩) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশি দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহঙ্কার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না।

বাকারাহ

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَآ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَىِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ ٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে।

এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনেন এবং জানেন। যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (আয়াত ২৫৫-২৫৭)

সুরা মায়েদাহ্

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

অর্থ: ৩৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। ৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

আনআম

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

অর্থ: ৯৩) ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে: আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ তার প্রতি

কোন ওহী আসেনি এবং যে দাবী করে যে, আমিও নাযিল করে দেখাচ্ছি যেমন আল্লাহ্ নাযিল করেছেন। যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের কর স্বীয় আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াত সমূহ থেকে অহংকার করতে।

আল-আন্‌আম

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾

অর্থ: ৪৪) অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দ্বার উম্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। ৪৫) অতঃপর জালেমদের মুল শিকড় কর্তিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। ৪৬) আপনি বলুন: বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের অন্তরে

মোহর এঁটে দেন, তবে এবং তোমাদের আল্লাহ্ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কীভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমুখ হচ্ছে। ৪৭) বলে দিন: দেখতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? ৪৮) আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সুসংবাদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে অতঃপর যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। ৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে। ৫০) আপনি বলুন: আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন: অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না ? ৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না-যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

সূরা আনফাল

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾

অর্থ: ১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। ১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের, সেজন্য এই

নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ্ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

সূরা তাওবাহ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

অর্থ: ৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্যে সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহের আল্লাহ্ সাবধানীদের পছন্দ করেন।

সূরা ইবরাহীম

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ
عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ
﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ
﴿١٤﴾ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ
صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ
وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

অর্থ: ১) আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি-যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। ২) তিনি আল্লাহ; যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব; ৩) যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে। ৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথঃভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। ৫) আমি মূসাকে নিদর্শনাবলী সহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। ৬) যখন মূসা স্বজাতিকে বললেন:

তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। ৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। ৮) এবং মূসা বললেন: তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুনের আধার। ৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমানাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে: যা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। ১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন: আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহবান করেন যাতে তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত: তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ! তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। ১১) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেন: আমারাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহর উপর ভরসা করা চাই। ১২) আমাদের আল্লাহর উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত। ১৩) কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল:

আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। ১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। ১৫) পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল। ১৬) তার পেছনে দোযখ রয়েছে। তাতে পূঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে। এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব।

সূরা হিজর

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾

অর্থ: ১৬) নিশ্চয় আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি। ১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।

সূরা ইসরা

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

অর্থ: ১১০) বলুন: আল্লাহ্ বলে আহবান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহবান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। ১১১) বলুন: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর

যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি স-সম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

সূরা মারিয়াম

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

অর্থ: ৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। ৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। ৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। ৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা। ৭২) অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।

সূরা আম্বিয়া

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ [الأنبياء:٧٠]

অর্থ: ৭০) তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে ফন্দি আঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ করে দিলাম।

সূরা হাজ্জ

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَّقَامِعُ

مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا * وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

১৯) এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। ২১) তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। ২২) তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে: দহন শাস্তি আস্বাদন কর।

সূরা দুখান

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

অর্থ: ৪৩) নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ ৪৪) পাপীর খাদ্য হবে; ৪৫) গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থাকবে। ৪৬) যেমন ফুটে পানি। ৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, ৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও, ৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত। ৫০) এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। ৫১) নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে- ৫২) উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে।

সূরা আহকাফ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ يَا قَوْمَنَا

أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٤﴾

অর্থ: ২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল,। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। ৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। ৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। ৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। ৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ্ বলবেন, আযাব আস্বাদন কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ
السَّعِيرِ ﴿٥﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا
سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ
مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي
أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

অর্থ: ৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। ৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। ৭) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে। ৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? ৯) তারা বলবে: হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম: আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু নাজিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ। ১০) তারা আরও বলবে: যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না। ১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।

অধ্যায়-৮

স্বপ্ন ও স্বপ্নকেন্দ্রিক জটিলতা

মানুষ স্বপ্ন দেখে। আমরাও স্বপ্ন দেখি কখনো বলি আজ সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছি। আবার কখনো বাজে মন্তব্য ছুড়ে দেই। আবার কখনো বলি, আজ বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি। আবার কখনো বলি, আজ ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আসলে মূল কথা হলো, স্বপ্ন নিয়ে গবেষণা কম হয় নি। তাই একেকজনের অভিমত একেক রকম। যেমন কেউ বলেন, এটা একটা মানষিক চাপ। এটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানেরও একটি বিষয়। কেই বা রূপক অর্থেও স্বপ্নকে ব্যবহার করে. সে বলে এটা আমার স্বপ্নে ছিল। কেউ মনের আশা-আবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে যে, সে আমার স্বপ্নে ছিল।

স্বপ্নের ব্যাপারে ইসলাম কি বলে

ইসলাম হলো,আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতীর জন্য পরিপূর্ণ এক জীবনব্যবস্থা তাই তো ইসলাম মানুসের স্বপ্ন সম্পর্কেও উদাসীন থাকেনি। স্বপ্ন সম্পর্কে অবশ্যই ইসলামের একটি নিজস্ব বক্তব্য রয়েছে। এ বক্তব্য কোন দর্শক বা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে মিলে যাওয়া জরুরি নয়। তবে যদি মিলেও যায় তাতে কোন সমস্যা নেই। বিশিষ্ট স্বপ্নবিশারদ আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন, স্বপ্ন তিন ধরনের হয়ে থাকে।

১। মনের কল্পনা।

২। শয়তানের কুমন্ত্রণা।

৩। আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ।

স্বপ্নের ধরণ কেমন হয়

অবশ্যই স্বপ্ন হলো ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে একচোখা বস্তুবাদীরা অন্য রকম ব্যাখ্যা করে। তাদের থিউরি মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন তার মস্তিষ্ক তার স্মৃতিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে, যাচাই-বাছাই করে।

কিছু পুনর্বিন্যাস করে। তারপরে স্মৃতির ফাইলে যত্ন করে রেখে দেয়। এই কাজটি তখনই করে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে। মস্তিষ্কের এই কর্মপদ্ধতিকেই আমরা স্বপ্ন হিসেবে বুঝি।

ইসলাম বলে স্বপ্ন তিন প্রকার-

হাদীসে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেছেন,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার। ১। আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ। ২। বান্দার মনের খেয়াল। ৩। শয়তানের পক্ষ হতে ভীতিপ্রদর্শনমূলক কিছু। অতএব তোমাদের মধ্য হতে কেউ পছন্দনিয়ম কোন স্বপ্ন দেখলে তা ইচ্ছা করলে অপরের কাছে ব্যক্ত করতে পার।

স্বপ্ন সম্বন্ধে কুরআন কি বলে

﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

অর্থ: যখন ইউসুফ পিতাকে বলল: পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সেজদা করতে দেখেছি। তিনি বললেন: বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বলল: পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা

হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়েই আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল। তখন আমি তাকে ডেকে বললাম: হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে! আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নের মাধ্যমেই আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়।

আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে মক্কা বিজয়ের আগাম সংবাদ স্বপ্নের মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। আর সে স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়ন করেছেন।

ভাল স্বপ্ন দেখলে কী করতে হবে

হাদীসে বর্ণিত আছে,

আবু কাতাদা রাযি. এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ভাল স্বপ্ন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ তেকে হয়ে থাকে। তাই যখন কেউ খারাপ স্বপ্নে দেখে তখন সে যেন তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে। তাহলে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [১১৬]

---

[১১৬] সহীহুল বুখারী, হাদীস নং-৬৯৮৬, ই: ফা: ৬৫১৫

عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم فليتعوذ منه، وليبصق عن شماله، فإنها لا تضره»

ভালো স্বপ্ন দেখলে শুভাকাংক্ষী ছাড়া অন্য কারো কাছে বলা ঠিক নয়। এ জন্যই ইয়াকুব আ. তার ছেলে ইউসুফ আ. কে বলেছিলেন,

﴿ قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا۟ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

তিনি বললেন, বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

অপছন্দনীয় বা খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করতে হবে

খারাপ স্বপ্ন দেখার পর বাম দিকে তিন বার থুথু নিক্ষেপ করতে হবে এবং আউযুবিল্লাহ... পড়তে হবে। এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শুতে হবে। আর কারো কাছে এই স্বপ্ন প্রকাশ করবে এবং নিজেও এর ব্যাখ্যা করবে না।

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে আর আমি তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছি। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সহাস্য মুখে ধমক দিয়ে বললেন, ঘুমের মধ্যে শয়তান তোমাদের কারো সাথে যদি দুষ্টুমি করে তবে তা মানুষের কাছে বলবে না।[১১৭]

স্বপ্নের ব্যাখ্যা কার কাছে জানবেন

এমন ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার রাখেন যিনি কোরআন-হাদীসের জ্ঞান রাখেন এবং স্বপ্নব্যাখ্যার মূলনীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সাথে সাথে তাকে মানবদরদী ও সকলের প্রতি কল্যাণকামী মনোভাবের অধিকারী হতে হবে। তাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ স্বপ্নে দেখলে তা আলিম কিংবা কল্যাণকামী ব্যতীত অন্য কারো কাছে বর্ণনা করবে না।[১১৮]

---

[১১৭] মুসলিম হাদীস নং-২২৬৮

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَعْرَابِيٍّ جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي حَلَمْتُ أَنَّ رَأْسِي قُطِعَ فَأَنَا أَتَّبِعُهُ، فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «لَا تُخْبِرْ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِكَ فِي الْمَنَامِ

[১১৮] আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হাদীস নং-৮১৭৭

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا

ভালো স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ

উবাদা ইবনে সামে রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[১১৯]

হাদিসে বর্ণিত কয়েকটি স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা)

স্বপ্নে দুধ দেখা

সহীহুল বুখারীর এক বর্ণনায় রয়েছে,

ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি একবার ঘুমিয়ে ছিলাম। আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা পেশ করা হলো। আমি তা থেকে পরিতৃপ্ত হয়ে পান করলাম। তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখ দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগলো। অতঃপর অবশিষ্টাংশ ওমর রাযি. কে দিলাম। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এর কি ব্যাখ্যা দিলেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইলম।[১২০]

স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা করবে বাস্তবায়ন সেরকম হতে পারে

হাদীসে এসেছে,

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বপ্ন যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয় সেভাবেই বাস্তবায়ন হয়। যখন তোমাদের কেউ স্বপ্নে দেখবে তখন আলেম অথবা কল্যাণকামী ব্যতীত অন্য কারো কাছে বর্ণনা করবে না।[১২১]

---

[১১৯] সহীহুল বুখারি, হাদীস নং-৬৯৮৭, মুসলিম, হাদীস নং- ২২৬৪

رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

[১২০] সহীহুল বুখারী হাদীস নং-৭০০৬

ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه، حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي - يعني - عمر» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: «العلم»

[১২১] আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, হাদীস নং-৮১৭৭

إِنَّ الرُّؤْيَا تَقَعُ عَلَى مَا تُعَبَّرُ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَلَا يُحَدِّثْ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمًا

অন্য হাদীসে এসেছে, ইমাম আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনে মাজাহ প্রমুখ আবু রাজিন আল উকাইলী থেকে বর্ণনা করেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বপ্ন হলো উড়ন্ত পায়ের মত- (যে ভালো খারাপ উভয়ের সম্ভাবনা রাখে) যতক্ষণ না তার ব্যাখ্যা করা হয়। যখন একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা বাস্তবায়িত হয়।[১২২]

মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখলে কী হয়

ইমাম মোহাম্মাদ ইবনে সীরিন রহ. বলেন, কেউ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখে তাহলে তাকে যে অবস্থায় স্বপ্নে দেখবে সেটাই বাস্তব বলে ধরা হবে। তাকে যা বলতে শুনবে সেটাই সত্য বলে ধরা হবে। কারণ, সে এমন জগতে অবস্থান করছেন সেখানে সত্য ছাড়া কিছুই নাই। যদি কেউ মৃত ব্যক্তিকে ভালো পোষাক পরা অবস্থায় বা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেখে তাহলে বুঝতে হবে সে ভালো অবস্থায় আছে। আর যদি জীর্ণ-শীর্ণ স্বাস্থ্য বা খারাপ অবস্থায় দেখে তাহলে বুঝতে হবে ভালো নেই। তাই তার জন্য বেশি বেশি করে মাগফিরাত কামনা ও দুআ প্রার্থনা করতে হবে।

সাহাবীদের স্বপ্নের বাস্তবতা

১। ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, বিদ্রোহীরা যখন উসমান রাযি. এর বাসভবন ঘেরাও করল থকন উসমান রাযি. আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, রাসূল স. বললেন, উসমান! তুমি আমাদের সাথে ইফতার করবে সেদিনই তিনি ইফতারের আগেই শাহাদত বরণ করেন)।[১২৩]

২। আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, আবু মূসা আশআরী রাযি. বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম,আমি একটি পহাড়ের কাছে গিয়ে দেখলাম যে পাহাড়ের উপর রাসূল স. ছিলেন। তার পাশে আবু বকর রাযি.। আবু বকর রাযি. তার হাত দিয়ে হযরত ওমর রাযি. এর দিকে ইশারা

---

[১২২] আবু দাউদ, হা: ৫০২০, তিরমিজি, হা: ২২৭৮, ইবনে মাজাহ, হা: ৩৯১৪

الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ، مَا لَمْ تُعْبَرْ، فَإِذَا عُبِرَتْ وَقَعَتْ

[১২৩] আল-কাওয়ায়েদুল হুসনা ফী তাবিলির রুইয়া, পৃ: ২৪

করছেন। আমি মূসা আশআরী রাযি. এর কথা শুনে বললাম, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন..। আল্লাহর শপথ ওমর রাযি. তো মারা যাবেন. আচ্ছা আপনি কি ওমর রাযি. কে বিষয়টি লিখে জানাবেন? আবু মূসা রাযি. বলেন,আমি ওমর রাযি. কে তার জীবদ্দশায় তার নিজের মৃত্যুর খবর জানাবো এটা কি করে হয়? এ কয়েকদিন পরেই স্বপ্নটি সত্যে পরিণত হলো। ওমর রাযি. শাহাদাত বরণ করলেন। কারণ, মৃত্যু পরবর্তী সত্য জগত থেকে যা আসে তা মিথ্যা হতে পারে না। সেখানে অন্য কোন ব্যাখ্যা দেওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

ভালো স্বপ্নের কী বাস্তবায়ন হয়

যে স্বপ্নের ফলাফল ভালো তা বাস্তবায়নে দেরী হয়। আর যার ফলাফল খারাপ তার কোন দেরী হয় না। দেখুন হযরত ইউসুফ আ. স্বপ্নে দেখেছিলেন, চন্দ্র-সূর্য আর এগারোটি নক্ষত্র তাকে সিজদা করছে। তার এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন অনেক দেরীতে হয়েছে।

ইমাম ইবনে সীরিন রহ. এর দরবারে একজন নারী তার একটি শিশুর ব্যাপারে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য উপস্থিত হলেন। স্বপ্নের বর্ণনা শুনে এক বোকা লোক বলে উঠলো, সে তো পেট ফুলে মারা যাবে। আশ্চর্য! শিশুটি তৎক্ষণাৎ পেটের পীড়ায় চিৎকার করতে করতে মারা গেল।

আমরা এসব উদাহরণ থেকে বুঝতে পারলাম যে, খারাপ স্বপ্নের বাস্তবায়ন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে।

মক্কী জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, আবু জাহেল জান্নাতে ঘোরাফেরা করছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবলেন তাহলে হয়ত আবু জাহেল ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করলো না। মক্কা বিজয়ের যখন আবু জাহেলের ছেলে ইকরিমা রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা ছিল আমার সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতি

ইমাম বাগাভী রহ. বলেন, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার মূলনীতি কয়েক প্রকার হতে পারে।

প্রথমত: আল কুরআনের আয়াত দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা।

দ্বিতীয়ত: হাদীস দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা।

তৃতীয়ত: মানুষের মাঝে প্রচলিত বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সহিহ উক্তি দিয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা।

চতুর্থত: কখনো বিপরীত অর্থ গ্রহণ নীতির আলোকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করা।

স্বপ্ন বিড়ম্বনা

অনেকের উপর দুষ্টু জিন দূর থেকে আছর করে থাকে। তার প্রতফিলন হিসেবে সে মানুষকে আজেবাজে স্বপ্ন দেখায়। কখনো বা ভীতি প্রদর্শন করে। কখনো বা লোভ ও আশা দেয়। যেসব স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয় সেটা বাহ্যত ভালো মনে হলেও তা অকল্যাণ মুক্ত নয়। আবার কিছু স্বপ্ন এমনও আছে শয়তান যেগুলোর পুনরাবৃত্তি মানুষের সামনে বার বার করে থাকে। সেটা যদি হয় কোন ভীতিকর স্বপ্ন তাহলে তো বিড়ম্বনার আর শেষ থাকে না।

এতে করণীয় কী

এ ধরনের বাজে স্বপ্ন থেকে মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে জিন তাড়ানোর জন্য যে রুকইয়াহ রয়েছে তার আমল করা। আবার কিছু স্বপ্ন এমনও রয়েছে যেগুলো কারো উপর কুদৃষ্টি লাগলে সে তা দেখতে পায়। এ ধরনের স্বপ্ন দেখলে বদনযরের রুকইয়াহ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আবার এমনও কিছু স্বপ্ন রয়েছে যেগুলো কারো উপর যাদু করা হলে সে তা দেখতে পায়। মোটকথা স্বপ্নবিড়ম্বনা যে ধরনেরই হোক তা মুক্তি লাভের জন্য স্বপ্নের ধরণ বিবেচনা করা সে অনুপাতে রুকইয়াহ করলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

অধ্যায়-৯
আ'মালিয়্যাত

প্রয়োজনের তাগিদে যদি হতো...

প্রতিদিনই আমাদের প্রয়োজনীয় জরুরত সম্পন্ন করতে হয়। আর এসব ক্ষেত্রে মাসনূন যিকির ও দুআসমূহ আদায়ে আমাদের মাঝে প্রায়ই উদাসীনতা ও গাফিলতি লক্ষ করা যায়। অথচ আমরা একটু মনোযোগী হলে, একটু সতর্কতা অবলম্বন করলে অতি সহজেই নিত্য দিনের কাজকর্মের শুরু এবং শেষে মাসনূন যিকির ও দুআসমূহ আদায় করতে পারি। এতে যেমন মহান আল্লাহর স্মরণে আমরা আমাদের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারব, ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'র অনুসরণে অর্জন করতে পারব অধিক সাওয়াব ও উত্তম প্রতিদান। এ কথা পরম সত্য যে, একমাত্র মাসনূন যিকির আর দুআ আদায়ের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে দুশ্চিন্তামুক্ত সুখী জীবন কাটাতে পারব।

আমরা যেন আমাদের প্রতিদিনকার কাজকর্মগুলো আল্লাহর স্মরণ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ'র অনুসরণে কাটাতে পারি। এ বইয়ের প্রায় বিষয়বস্তু শাইখ সাঈদ ইবনে আলী আল কাহতানী রহ. রচিত 'হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ' কিতাব হতে নেওয়া হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, এ সংক্ষিপ্ত সংকলনে উল্লেখিত আযকার ও দুআসমূহ ছাড়াও অসংখ্য মাসনুন দুআ ও আযকার রয়েছে, যা বিভিন্ন কাজের সূচনা-সমাপ্তিতে পড়ে নেওয়া উত্তম। এতে পাঠক আমলের উত্তম কিছু খোরাক পাবেন। এগুলো আমরা এ সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে জেনে আমল করার চেষ্টা করব ইন-শাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন, এবং আমাদেরকে তাঁরই আনুগত্যশীল কৃতজ্ঞ যাকেরীন বান্দাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

যিকিরের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"

তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।"

তিনি আরো বলেন,

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী: আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

তিনি আরো বলেন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

"আর আপনি আপনার রবকে স্মরণ করুন মনে মনে, মিনতি ও ভীতিসহকারে, অনুচ্চ স্বরে; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর আপনি উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।"

যিকিরের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ. مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের যিকির করে না; তারা যেন জীবিত আর মৃত।"

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ. وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ. مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয়, আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না, তার দৃষ্টান্ত যেন জীবিত আর মৃত।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "আমি কি তোমাদের তা জানিয়ে দেবো না ? আমলের মধ্যে যা সর্বোত্তম, তোমাদের মালিক (আল্লাহর) কাছে যা অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য যা অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, (আল্লাহর পথে) সোনা-রূপা ব্যয় করার তুলনায় যা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদের হত্যা করা এবং তারা তোমাদের হত্যা করার চেয়েও অধিকতর শ্রেষ্ঠ?, সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বললেন, (তা হলো) "আল্লাহ তাআলা'র যিকির।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে, আমাকে সে তদ্রূপই পাবে; আর যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সুতরাং যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে; তাহলে আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়; তাহলে আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। সে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হলে আমি তার দিকে এক বাহু পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দ্রুতবেগে যাই।"

আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশি হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন; যা আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমার জিহ্বা যেন সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সজীব থাকে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি সাওয়াব পায়, আর একটি সাওয়াব হবে দশটি সাওয়াবের সমান। আমি আলিফ-লাম-মীমকে একটি হরফ বলছি না। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ।"

উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। আমরা তখন সুফফায় (মাসজিদে নববীর আঙিনায়) অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রতিদিন সকালে বুতহান বা আকীক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোনো প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে আসতে পছন্দ করে?, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তা পছন্দ করি। তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কি এরূপ করতে পারো না যে, সকালে মাসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব থেকে দু'টি আয়াত জানবে (অথবা বলেছেন,) এটা তার জন্য দু'টি উষ্ট্রীর তুলনায় উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উষ্ট্রী থেকে উত্তম। আর (শুধু উষ্ট্রীই নয়; বরং একইসাথে) সমসংখ্যক উট লাভ করা থেকেও তা উত্তম হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোনো বৈঠকে (মজলিসে) বসেছে, যেখানে সে আল্লাহর যিকির করেনি; তার সে বসাই আল্লাহর নিকট থেকে তার জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো শয়নে শুয়েছে, যেখানে সে আল্লাহর যিকির করেনি; তার সে শোয়াই আল্লাহর নিকট থেকে তার জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "যদি কোনো দল কোনো বৈঠকে বসে আল্লাহর যিকির না করে এবং তাদের নাবির ওপর দুরূদও পাঠ না করে; তাহলে তাদের সেই বৈঠক তাদের জন্য কমতি ও আফসোসের কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শাস্তি দেবেন, অথবা তিনি চাইলে তাদের ক্ষমা করবেন।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, "যদি কোনো একদল লোক এমন কোনো বৈঠক থেকে উঠে, যেখানে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করেনি; তবে তারা যেন গাধার লাশের কাছ থেকে উঠে আসল। আর এরূপ মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।

যিকির ও দুআসমূহ

নামাজে সালাম ফিরানোর পর পাঠ করবে

১.তিনবার বলবে:

اللهُ أَكْبَرُ

(আল্লাহ সবচেয়ে বড়)[১২৪]

২.তিনবার বলবে:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

৩.একবার বলবে:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়। আপনার নিকট থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমা ও সম্মানের অধিকারী সত্তা!, [১২৫]

৪.তিনবার বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।"[১২৬]

একবার বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেছেন তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেছেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আর কোনো

[১২৪] মুসনাদে আহমাদ, ফাতহুল বারী ইবনে রজব: ৫/২৩৩-২৩৫

[১২৫] সহীহ মুসলিম: ৫৯১ (১/৪১৪)

[১২৬] সহীহ বুখারী: ৬৪৭৩

ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার কাছে কোনো উপকারে আসবে না।[১২৭]

একবার বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, যাবতীয় অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আমরা তাঁর দেওয়া দ্বীনকে একনিষ্ঠভাবে মান্য করি; যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।" [১২৮]

৫.প্রত্যেকটি তেত্রিশবার করে বলবে:

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহ কতই না পবিত্র-মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।"

তারপর এ দুআ একবার বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১২৯]

---

[১২৭] সহীহ বুখারী: ৮৪৪ (১/২২৫); সহীহ মুসলিম: ৫৯৩ (১/৪১৪)

[১২৮] সহীহ মুসলিম: ৫৯৪ (১/৪১৫)

[১২৯] সহীহ মুসলিম: ৫৯৭ (১/৪১৮); আর তাতে রয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রতি নামাজের পরে সেটা বলবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়; যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মতো হয়।"

৬.প্রত্যেক নামাজের পর একবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করবে:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ - اَللهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন 'সামাদ' (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ- مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ- وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ- وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়, সেসকল ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ- الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষদের মধ্য থেকে।" [১৩০]

৭.আয়াতুল কুরসী। প্রত্যেক নামাজের পর একবার:

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

---

[১৩০] সুনানে আবু দাউদ: ১৫২৩ (২/৮৬); সুনানে তিরমিযী: ২৯০৩; সুনানে নাসায়ী: ১৩৩৫ (৩/৬৮)

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, গোটা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশসমূহে যা রয়েছে ও জমিনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনিই সুউচ্চ, সুমহান।"[১০১]

৮.মাগরিব ও ফজরের নামাজের পর ১০ বার করে বলবে।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"একমাত্র আল্লাহ আর ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসাও তাঁর। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১০২]

৯.ফজর নামাজের সালাম ফেরানোর পর বলবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।"[১০৩]

---

[১০১] সূরা বাকারা: ২৫৫। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পরে এটি পড়বে, তাকে মৃত্যু ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশে আর অন্য কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।" -সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ১০০

[১০২] সুনানে তিরমিযী: ৩৪৭৪ (৫/৫১৫); মুসনাদে আহমাদ: ১৭৯৯০ (৪/২২৭)

[১০৩] সুনানে ইবনে মাজাহ: ৯২৫; সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ১০২

সকালবেলার যিকির ও দুআসমূহ [১৩৪]

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্যই, সালাত ও সালাম পেশ করছি, এমন নাবির ওপর, যাঁর পরে আর কোনো নাবি নেই

১. আয়াতুল কুরসী (একবার):

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, গোটা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশসমূহে যা রয়েছে ও জমিনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু-টির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনিই সুউচ্চ, সুমহান।" [১৩৫]

---

[১৩৪] আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হাদীসটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, 'কোনো গোষ্ঠী যারা যিকির করছে, তাদের সাথে ফজরের নামাজের পরে সূর্য ওঠা পর্যন্ত সময় বসা আমার কাছে ইসমাঈল আ. এর বংশধরদের চার জন দাস মুক্তির থেকেও বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে কোনো গোষ্ঠী যারা যিকির করছে, তাদের সাথে আসরের নামাজের পরে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময় বসা আমার কাছে ইসমাঈল আ. -এর বংশধরদের চারজন দাস মুক্তির থেকেও বেশি প্রিয়।" -সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৬৭

[১৩৫] সূরা বাকারা: ২৫৫ "যে ব্যক্তি সকালে তা বলবে সে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা বলবে সে সকাল হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে।" -মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৫৬২।

২.সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার করে পাঠ করবে।[১৩৬]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন 'সামাদ' (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়, সেসকল ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষদের মধ্য থেকে।"

৩ একবার বলবে:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ

---

[১৩৬] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সকাল ও সন্ধ্যা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস), 'সূরা ফালাক' ও 'সূরা নাস' তিনবার করে বল, এটাই তোমার সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে।" -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮২ (৪/৩২২); সুনানে তিরমিযী: ৩৫৭৫ (৫/৫৬৭)

مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

"আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে, আল্লাহর জন্য। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। হে রব! এ দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ আছে, আমি আপনার নিকট তা প্রার্থনা করি। আর এ দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অকল্যাণ আছে, তা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। হে রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও বার্ধক্যের অনিষ্ট থেকে। হে রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামে আযাব হওয়া থেকে এবং কবরে আযাব হওয়া থেকে।" [১৩৭]

৪.একবার বলবে:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

"হে আল্লাহ! আমরা আপনারই অনুগ্রহে সকাল যাপন করি এবং আপনারই অনুগ্রহে সন্ধ্যা যাপন করি। আর আপনারই ইচ্ছায় আমরা জীবিত থাকি, আপনারই ইচ্ছায় আমরা মারা যাব, আর আপনার উদ্দেশ্যেই পুনরুত্থিত হব।"[১৩৮]

৫.সায়্যিদুল ইসতিগফার (একবার):

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর আমি আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির ওপর থেকেছি- যতটুকু পেরেছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে আপনার যে নেয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি

---

[১৩৭] সহীহ মুসলিম: ২৭২৩ (৪/২০৮৮)

[১৩৮] সুনানে তিরমিযী: ৩৩৯১ (৫/৪৬৬)

স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আর কোনো ক্ষমাকারী নেই।" [১৩৯]

৬. চারবার বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

"হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার 'আরশ বহনকারীদের, আপনার ফেরেশতাদের ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর ওপর) যে, নিশ্চয়ই আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।" [১৪০]

৭.একবার বলবে:

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

"হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে সকালে উপনীত হয়েছে, অথবা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে; এসব নেয়ামত কেবল আপনার নিকট থেকেই, আপনার কোনো শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।" [১৪১]

---

[১৩৯] "যে ব্যক্তি সকালবেলা এটি ('সায়্যিদুল ইসতিগফার') অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে পড়বে, সে ঐ দিনে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এটি অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে পড়বে , সে ওই রাতে সকালের আগ পর্যন্ত রাতে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।" - সহীহ বুখারী: ৬৩০৬ (৭/১৫০

[১৪০] "যে ব্যক্তি সকালে/সন্ধ্যায় তা চারবার বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন।, -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭১ (৪/৩১৭); বুখারী- আল-আদাবুল মুফরাদ: ১২০১; সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৯

[১৪১] "যে ব্যক্তি সকালবেলা উপরিউক্ত দুআ পাঠ করল, সে যেন সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করল। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা এ দুআ পাঠ করল, সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করল।, -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৫ (৪/৩১৮); সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৭

৮. তিনবার বলবে:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আজাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।" [১৪২]

৯.সাতবার বলবে:

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের রব।" [১৪৩]

১০. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাজত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পেছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে

---

[১৪২] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯২ (৪/৩২৪), মুসনাদে আহমাদ: ২০৪৩০ (৫/৪২)

[১৪৩] "যে ব্যক্তি দুআটি সকালবেলা সাতবার এবং সন্ধ্যাবেলা সাতবার বলবে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।"
-ইবনুস সুন্নী: ৭১; আবু দাউদ: ৫০৮১ (৪/৩২১); যাদুল মা'আদ: ২/৩৭৬

এবং আমার ওপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের উসীলায় আশ্রয় চাই আমার নির্দেশ হতে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে।"[১৪৪]

১১.একবার বলবে:

اللَّهُمَّ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

"হে আল্লাহ! হে অদৃশ্য-দৃশ্যের জ্ঞানী, হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, হে সবকিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা থেকে ও তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের ওপর কোনো অনিষ্ট করা অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে।"[১৪৫]

১২.তিনবার বলবে:

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সঙ্গে আকাশ ও পৃথিবীর কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।"[১৪৬]

১৩. তিনবার বলবে:

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

"আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাবিরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।"[১৪৭]

---

[১৪৪] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৭১

[১৪৫] সুনানে তিরমিযী: ৩৩৯২; সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৭

[১৪৬] যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার এটি বলবে, কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৮ (৪/৩২৩); সুনানে তিরমিযী: ৩৩৮৮ (৫/৪৬৫) সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৯; মুসনাদে আহমাদ: ৪৪৬

[১৪৭] "যে ব্যক্তি এ দুআ সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে বলবে , আল্লাহর কাছে তাঁর অধিকার হয়ে যায় তাকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা।, -মুসনাদে আহমাদ: ১৮৯৬৭ (৪/৩৩৭); সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩১ (৪/৩১৮); সুনানে তিরমিযী: ৩৩৮৯ (৫/৪৬৫)

১৪. একবার বলবে:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে চিরঞ্জীব, হে মহা-নিয়ন্ত্রক! আমি আপনার রহমতের ওসীলায় আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন, আর এক পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমাকে আমার নিজের কাছে সোপর্দ করবেন না।" [১৪৮]

১৫. একবার বলবে:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

"আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কামনা করি এ দীনের কল্যাণ. বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হিদায়াত। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এ দিনের এবং এ দিনের পরের অকল্যাণ থেকে।" [১৪৯]

১৬. একবার বলবে:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমরা সকালে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতরাতের ওপর, নিষ্ঠাপূর্ণ বাণী (তাওহীদ)-এর ওপর, আমাদের নাবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের ওপর, আর আমাদের পিতা ইবরাহীম আ.-এর মিল্লাতের ওপর; যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" [১৫০]

---

[১৪৮] মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৫৪৫, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আরও দেখুন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব: ১/২৭৩।

[১৪৯] আবু দাউদ: ৫০৮৪ (৪/৩২২); যাদুল মা'আদ: ২/৩৭০

[১৫০] মুসনাদে আহমাদ: ৪০৭, ১৫৩৬০, ১৫৫৬৩ (৩/৪০৬)

১৭. একশ' বার বলবে:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

"আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।"[১৫১]

১৮. দশবার বলবে[১৫২] (অথবা সময় স্বল্প হলে ১ বার)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।"[১৫৩]

১৯. একশ' বার বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১৫৪]

২০. তিনবার বলবে:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

"আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি- তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর

---

[১৫১] "যে ব্যক্তি তা সকালে একশ' বার ও সন্ধ্যায় একশ' বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না ; তবে সে ব্যক্তি যে তার মতো বলবে বা তার চেয়ে বেশি আমল করবে।, -সহীহ মুসলিম: ২৬৯২ (৪/২০৭১)

[১৫২] সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ২৪

[১৫৩] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৯৮; মুসনাদে আহমাদ: ৮৭১৯

[১৫৪] "যে ব্যক্তি দিনে একশ' বার বলবে, সেটা তার জন্য দশটি দাসমুক্তির অনুরূপ হবে, তার জন্য একশ' সাওয়াব লেখা হবে, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সেটা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিবেচিত হবে: আর কেউ তার মতো কিছু নিয়ে আসতে পারবে না। হ্যাঁ, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে তার চেয়েও বেশি আমল করবে। -সহীহ বুখারী: ৩২৯৩ (৪/৯৫); সহীহ মুসলিম: ২৬৯১ (৪/২০৭১)

'আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)।" [১৫৫]

২১.তিনবার বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি। [১৫৬]

২২. প্রতিদিন একশ' বার:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

"আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি।" [১৫৭]

২৩. দশবার বলবে:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

"হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নাবি মুহাম্মাদ ﷺ এর ওপর। [১৫৮]

---

[১৫৫] সহীহ মুসলিম: ২৭২৬ (৪/২০৯০)

[১৫৬] ইবনুস সুন্নী: ৫৪; সুনানে ইবন মাজাহ: ৯২৫; যাদুল মা'আদ: ২/৩৭৫

[১৫৭] সহীহ বুখারী: ৬৩০৭ (১১/১০১ ফাতহুল বারীসহ); সহীহ মুসি সহীহ মুসলিম: ২৭২৬ (৪/২০৯০)

[১৫৮] "যে কেউ সকালবেলা আমার ওপর দশবার দরুদ পাঠ করবে এবং সন্ধ্যাবেলা দশবার দরুদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে।, তবারানী হাদীসটি দু'সনদে সংকলন করেন; যার একটি উত্তম। দেখুন, মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ১০/১২০।

সন্ধ্যাবেলার যিকির ও দুআসমূহ[১৫৯]

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই জন্য, আর সালাত ও সালাম পেশ করছি এমন নাবির ওপর, যাঁর পরে আর কোনো নাবি নেই।

১. আয়াতুল কুরসী (একবার):

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, গোটা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশসমূহে যা রয়েছে ও জমিনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু-টির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনিই সুউচ্চ, সুমহান।"[১৬০]

---

[১৫৯] আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি হাদীসটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, "কোনো গোষ্ঠী যারা যিকির করছে, তাদের সাথে ফজরের নামাজের পরে সূর্য ওঠা পর্যন্ত সময় বসা আমার কাছে ইসমাঈল আ. এর বংশধরদের চার জন দাস মুক্তির থেকেও বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে কোনো গোষ্ঠী যারা যিকির করছে, তাদের সাথে আসরের নামাজের পরে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময় বসা আমার কাছে চার জন দাস মুক্তির থেকেও বেশি প্রিয়।, –সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৬৭

[১৬০] সূরা বাকারা: ২৫৫ "যে ব্যক্তি সকালে তা বলবে সে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা বলবে সে সকাল হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে।, -মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৫৬২।

২. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার করে পাঠ করবে।[১৬১]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন 'সামাদ' (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়, সেসকল ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষদের মধ্য থেকে।

৩. একবার বলবে:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ

---

[১৬১] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সকাল ও সন্ধ্যা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস), 'সূরা ফালাক' ও 'সূরা নাস' তিনবার করে বল, এটাই তোমার সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে।, -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮২ (৪/৩২২); সুনানে তিরমিযী: ৩৫৭৫ (৫/৫৬৭)

مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

“আমরা আল্লাহর জন্য সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আর সকল রাজত্বও তাঁরই অধীনে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে রব! আমি আপনার কাছে এ রাতের মাঝে ও এর পরে যে কল্যাণ রয়েছে; তা প্রার্থনা করি। আর এ রাত ও এর পরে যে অকল্যাণ রয়েছে; তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও বার্ধক্যের অনিষ্ট থেকে। হে রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামে আজাব হওয়া থেকে এবং কবরে আজাব হওয়া থেকে।”[১৬২]

৪. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

“হে আল্লাহ! আমরা আপনারই অনুগ্রহে সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং আপনারই অনুগ্রহে সকালে উপনীত হই। আর আপনারই ইচ্ছায় আমরা জীবিত থাকি, আপনারই ইচ্ছায় আমরা মারা যাব; আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হব।” [১৬৩]

৫. সায়্যিদুল ইস্তিগফার (একবার):

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

“হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর আমি আমার সাধ্যমতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্নাতের) প্রতিশ্রুতির ওপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি

---

[১৬২] সহীহ মুসলিম: ২৭২৩ (৪/২০৮৮)
[১৬৩] সুনানে তিরমিযী: ৩৩৯১ (৫/৪৬৬)

আমাকে আপনার যে নেয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ ক্ষমাকারী নেই।" [১৬৪]

৬. চারবার বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

"হে আল্লাহ আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার 'আরশ বহনকারীদের, আপনার ফেরেশতাদের ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর ওপর) যে, নিশ্চয়ই আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।" [১৬৫]

৭. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ مَا أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

"হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে, অথবা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে; এসব নেয়ামত কেবল আপনার নিকট থেকেই, আপনার কোনো শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।" [১৬৬]

---

[১৬৪] "যে ব্যক্তি সকালবেলা এটি ('সায়্যিদুল ইসতিগফার') অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে পড়বে, সে ঐ দিনে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এটি অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে পড়বে, সে ঐ রাতে সকালের আগ পর্যন্ত রাতে মারা গেলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে, - সহীহ বুখারী: ৬৩০৬ (৭/১৫০)

[১৬৫.]"যে ব্যক্তি সকালে/সন্ধ্যায় তা চারবার বলবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন।, -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭১ (৪/৩১৭); বুখারী- আল-আদাবুল মুফরাদ: ১২০১; সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৯

[১৬৬] "যে ব্যক্তি সকালবেলা উপরোক্ত দুআ পাঠ করল, সে যেন সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করল আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা এ দুআ পাঠ করল, সে যেন রাতের শুকরিয়া আদায় করল।, -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৫ (৪/৩১৮); সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৭

৮.তিনবার বলবে:

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফর ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"[১৬৭]

৯. সাতবার বলবে:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

"আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের রব।" [১৬৮]

১০. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ: فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নতাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন।

---

[১৬৭] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৯২ (৪/৩২৪); মুসনাদে আহমাদ: ২০৪৩০ (৫/৪২)

[১৬৮] "যে ব্যক্তি দুআটি সকালবেলা সাতবার এবং সন্ধ্যাবেলা সাতবার বলবে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।, -ইবনুস সুন্নী: ৭১; আবু দাউদ: ৫০৮১ (৪/৩২১); যাদুল মা'আদ: ২/৩৭৬

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাজত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পেছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার ওপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্ত্বের ওসীলায় আশ্রয় চাই আমার নিম্নদেশ হতে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে।" [১৬৯]

১১. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

"হে আল্লাহ! হে অদৃশ্য-দৃশ্যের জ্ঞানী, হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, হে সবকিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা ও তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের ওপর কোনো অনিষ্ট করা অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে।" [১৭০]

১২. তিনবার বলবে:

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আল্লাহর নামে, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।" [১৭১]

১৩. তিনবার বলবে:

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

"আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নাবিরূপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।" [১৭২]

---

[১৬৯] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৪; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৭১

[১৭০] সুনানে তিরমিযী: ৩৩৯২; সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৭

[১৭১] যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং সন্ধ্যায় তিনবার এটি বলবে, কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। -সুনানে আবু দাউদ: ৫০৮৮ (৪/৩২৩); সুনানে তিরমিযী: ৩৩৮৮ (৫/৪৬৫); সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৮৬৯; মুসনাদে আহমাদ: ৪৪৬

[১৭২] "যে ব্যক্তি এ দুআ সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে বলবে, আল্লাহর কাছে তাঁর অধিকার হয়ে যায় তাকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা।, -মুসনাদে আহমাদ: =

১৪.একবার বলবে:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

"হে চিরঞ্জীব, হে মহা-নিয়ন্ত্রক! আমি আপনার রহমতের ওসীলায় আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন, আর এক পলকের জন্যও আমাকে আমার নিজের কাছে সোপর্দ করবেন না।"[১৭৩]

১৫. একবার বলবে:

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ: فَتْحَهَا، وَنَصْرَهَا، وَنُورَهَا، وَبَرَكَتَهَا، وَهُدَاهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا

"আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কামনা করি এ রাতের কল্যাণ: বিজয়, সাহায্য, নূর, বরকত ও হিদায়াত। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এ রাতের এবং এ রাতের পরের অকল্যাণ থেকে।[১৭৪]

১৬. একবার বলবে:

أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতরাতের ওপর, নিষ্ঠাপূর্ণ বাণী (তাওহীদ)-এর ওপর, আমাদের নাবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের ওপর, আর আমাদের পিতা ইবরাহীম আ. এর মিল্লাতের ওপর; যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[১৭৫]

= ১৮৯৬৭ (৪/৩৩৭); সুনানে আবু দাউদ: ১৫৩১ (৪/৩১৮); সুনানে তিরমিযী: ৩৩৮৯ (৫/৪৬৫)

[১৭৩] মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৫৪৫, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আরও দেখুন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব: ১/২৭৩।

[১৭৪] আবু দাউদ: ৫০৮৪ (৪/৩২২); যাদুল মা'আদ: ২/৩৭৩

[১৭৫] মুসনাদে আহমাদ: ৪০৭, ১৫৩৬০, ১৫৫৬৩ (৩/৪০৬)

১৭. একশ' বার বলবে:

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

"আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।"[১৭৬]

১৮. দশবার বলবে[১৭৭] (অথবা অলসতার সময় ১ বার)[১৭৮]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।"

১৯. তিনবার বলবে:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের উসীলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।"[১৭৯]

---

[১৭৬] "যে ব্যক্তি তা সকালে একশ' বার ও সন্ধ্যায় একশ' বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না; তবে সে ব্যক্তি যে তার মতো বলবে বা তার চেয়ে বেশি আমল করবে।, -সহীহ মুসলিম: ২৬৯২ (৪/২০৭১)

[১৭৭] সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ২৪

[১৭৮] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৭৭; সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৭৯৮; মুসনাদে আহমাদ: ৮৭১৯

[১৭৯] যে কেউ সন্ধ্যাবেলা এ দুআটি তিনবার বলবে, সে রাতে কোনো বিষধর প্রাণী তার ক্ষতি করতে পারবে না। -মুসনাদে আহমাদ: ৭৮৯৮ (২/২৯০); সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৫৯০; ইবনুস সুন্নী: ৬৮

ঘুমানোর সময়কার যিকির ও দুআসমূহ

১. দুই হাতের তালু একত্রে মিলিয়ে নিম্নোলিখিত সূরাগুলো পড়ে তাতে ফুঁ দেবে। তারপর দুই হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসেহ করবে। মাসেহ আরম্ভ করবে মাথা, মুখম-ল ও দেহের সামনের দিক থেকে। [এভাবে ৩ বার করবে] [১৮০]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন 'সামাদ' (তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রভাতের রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, রাতের আঁধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়, সেসকল ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। "বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষদের মধ্য থেকে।"

---

[১৮০] সহীহ বুখারী: ৫০১৭ (৯/৬২ ফাতহুল বারীসহ), সহীহ মুসলিম: ২১৯২ (৪/১৭২৩)

২.আয়াতুল কুরসী (একবার):

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, গোটা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আকাশসমূহে যা রয়েছে ও জমিনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দু-টির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনিই সুউচ্চ, সুমহান।"[১৮১]

৩. একবার পাঠ করবে:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"রাসূল তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা তাঁর প্রতি নাজিল করা হয়েছে তার ওপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও (ঈমান এনেছেন)। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে

---

[১৮১] সূরা বাকারা: ২৫৫ "যে ব্যক্তি সকালে তা বলবে সে সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা বলবে সে সকাল হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে।, -মুস্তাদরাকে হাকেম: ১/৫৬২।

আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তাঁরা বলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ কারও ওপর এমন কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা কিছু উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কিছু কামাই করে তার প্রতিফল তার ওপরই বর্তায়। 'হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তবে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের ওপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের এমন কিছু বহন করাবেন না; যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব, কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।[১৮২]

৪. একবার বলবে:

بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

"আমার রব! আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ রেখেছি (শুয়েছি) এবং আপনারই নাম নিয়ে আমি তা ওঠাব। যদি আপনি (ঘুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ আটকে রাখেন, তবে আপনি তার প্রতি দয়া করুন। আর যদি আপনি তা ফেরত পাঠিয়ে দেন তাহলে আপনি তার হেফাজত করুন যেভাবে আপনি আপনার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হেফাজত করে থাকেন।"[১৮৩]

---

[১৮২] সূরা বাকারা: ২৮৫ ২৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। -সহীহ বুখারী: ৪০০৮ (৯/৯৪ ফাতহুল বারীসহ); সহীহ মুসলিম: ৮০৭ (১/৫৫৪)

[১৮৩] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , "যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার বিছানা ত্যাগ করে, আবার ঘুমাতে ফিরে আসে; সে যেন তার চাদর বা লুঙ্গির আঁচল দিয়ে তিনবার বিছানাটি ঝেড়ে নেয় . আর যেন সে বিসমিল্লাহ পড়ে,=

৫. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি তার মৃত্যু ঘটাবেন। তার মৃত্যু ও তার জীবন আপনার মালিকানায়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন; তাহলে আপনি তার হেফাজত করুন, আর যদি তার মৃত্যু ঘটান; তবে তাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই।"[১৮৪]

৬. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

"হে আল্লাহ![১৮৫] *আমাকে আপনার আজাব থেকে রক্ষা করুন, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন।"*[১৮৬]

৭. একবার বলবে:

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

"হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়েই আমি মরছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নাম নিয়েই জীবিত (জাগ্রত) হব।"[১৮৭]

= (আল্লাহর নাম নেয়); কেননা সে জানে না যে, তার চলে যাওয়ার পর এতে কী পতিত হয়েছে? তারপর সে যখন শুইবে, তখন যেন এ দুআটি বলে। (হাদীসে বর্ণিত «صنفة إزاره» শব্দের অর্থ হচ্ছে, চাদরের পার্শ্বদিকস্থ অংশ। এর জন্য দেখুন, নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার' 'صنف'।) –সহীহ বুখারী: ৬৩২০ (১১/১২৬ ফাতহুল বারীসহ); সহীহ মুসলিম: ২৭১৪ (৪/২০৮৪)

[১৮৪] সহীহ মুসলিম: ২৭১২ (৪/২০৮৩); মুসনাদে আহমাদ: ৫৫০২ (২/৭৯)

[১৮৫] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর ডান হাত তাঁর গালের নীচে রাখতেন, তারপর ঐ দুআটি বলতেন

[১৮৬] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৪৫ (৪/৩১১), সুনানে তিরমিযী: ৩৩৯৮

[১৮৭] সহীহ বুখারী: ৬৩২৪ (১১/১১৩ ফাতহুল বারীসহ); সহীহ মুসলিম: ২৭১১ (৪/২০৮৩)

৮. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়বে।

سُبْحَانَ اللهِ - وَالْحَمْدُ لِلهِ - وَاللهُ أَكْبَرُ

"আল্লাহ অতি পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ অতি মহান।"[১৮৮]

৯. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

"হে আল্লাহ! হে সপ্ত আকাশের রব, জমিনের রব, মহান আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্তুর রব, হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, হে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী, আমি প্রত্যেক এমন বস্তুর অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না, আপনি সর্বশেষ আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না, আপনি সবকিছুর ওপরে আপনার ওপরে কিছুই নেই, আপনি সর্বনিকটে আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদের অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।"[১৮৯]

---

[১৮৮] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাযি. এবং ফাতেমা রাযি. কে বলেন আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দেব না; যা তোমাদের জন্য খাদেম অপেক্ষাও উত্তম হবে? যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন তোমরা দু'জনে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ. এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে, তা খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে।, -সহীহ বুখারী: ৩৭০৫ (৭/৭১ ফাতহুল বারীসহ); সহীহ মুসলিম: ২৭২৬ (৪/২০৯১)

[১৮৯] সহীহ মুসলিম: ২৭২৬ (৪/২০৮৪)

১০. একবার বলবে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কেননা, এমন বহু লোক আছে যাদের প্রয়োজনপূর্ণকারী কেউ নেই এবং যাদের আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই।[১৯০]

১১. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ

"হে আল্লাহ! হে দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞানী, হে আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা, হে সবকিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা ও তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের ওপর কোনো অনিষ্ট করা অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে।"[১৯১]

১২. সূরা সাজদা ও সূরা মুলক তিলাওয়াত করবে।[১৯২]

১৩. একবার বলবে:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

[১৯০] সহীহ মুসলিম: ২৭১৫ (৪/২০৮৫)

[১৯১] সুনানে আবু দাউদ: ৫০৬৭ (৪/৩১৭); সুনানে তিরমিযী: ৩৬২৯

[১৯২] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘুমাতেন না। -সুনানে তিরমিযী: ৩৪০৪; সুনানে নাসায়ী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ: ৭০৭

“হে আল্লাহ,[১৯৩] আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার কাছেই সোপর্দ করলাম, আমার চেহারা আপনার দিকেই ফিরালাম, আর আমার পৃষ্ঠদেশকে আপনার দিকেই ন্যস্ত করলাম, আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং আপনার ভয়ে ভীত হয়ে। একমাত্র আপনার নিকট ছাড়া আপনার থেকে বাঁচার কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং কোনো (পাকড়াও) উপায় নেই মুক্তির। আমি ঈমান এনেছি আপনার নাযিলকৃত কিতাবের ওপর এবং আপনার প্রেরিত নাবির ওপর।[১৯৪]

---

[১৯৩] রাসূলুল্লাহ স. বলেন, “যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন নামাজের মতো ওযু করবে, তারপর তোমার ডান পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়বে। তারপর বলবে ..... (বর্ণিত দুআটি)।

[১৯৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে এ দুআটি শিক্ষা দিলেন , তাকে বলেন, যদি তুমি ঐ রাতে মারা যাও; তবে 'ফিতরাত' তথা দ্বীন ইসলামের ওপর মারা গেলে। -সহীহ বুখারী: ৬৩১৩ (১১/১১৩ ফাতহুল বারীসহ); সহীহ মুসলিম: ২৭১০ (৪/২০৮১)

গ্রন্থ সহায়িকা

কুরআনুল কারিম/তাফসির গ্রন্থ

১/ আল-কুরআনুল কারিম।

২/ তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন [মুফতি শফি রহিমাহুল্লাহ]

৩/ তাফসিরে ইবনে কাসির [ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ]

৪/ তাফসিরে উসমানি [শিব্বির আহমাদ উসমানি রহিমাহুল্লাহ]

৫/ দরসে কুরআন সিরিজ [শাইখ সফিউল্লাহ ফুয়াদ হাফি.]

হাদিস শরিফ/ হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ

১/ সহিহুল বুখারি

২/ সহিহুল মুসলিম

৩/ জামিইত-তিরমিজি

৪/ সুনানে আবুদাউদ

৫/ সুনানে ইবনে মা-জাহ

৬/ সুনানে আন-নাসায়ী

৭/ মুসনাদে আহমাদ,

৮/ মুয়াত্তা ইমাম মালিক

৯/ ফাতহুল বারী

হাদিসের অনান্য মৌলিক গ্রন্থ এবং, বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

ফিকহ/ফতওয়া গ্রন্থ

১/ মাজমু আল-ফতওয়াহ [ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ]

২/ ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া [মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি রহিমাহুল্লাহ]

তা'রিখ/ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ

১/ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা [ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ]

২/ অকাইয়াতুল ইনসান মিনাল জিন্নি ওয়াশ শাইত্বন [ড. আবুল মুনযির খলিল প্রণীত]

শরীয়াসম্মত ঝাড়-ফুঁক করাকে আরবীতে রুকইয়াহ বলা হয়। অর্থাৎ, যে আয়াত ও যিকিরসমূহ দ্বারা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয় এবং আরোগ্যের জন্য রোগীকে তার দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা হয়।

'হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত : নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিয়া ওসাল্লাম) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দিয়ে বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন : হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর করো এবং আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট রাখে না।'

(সহীহ বুখারী- ৫৭৪৪)

ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৯৬০০৭১, ০১৬২৯৬৭৩৭১৮

যেকোন বই ঘরে বসে পেতে ভিজিট করুন-
facebook.com/nurbookshop
অথবা কল করুন: ০১৬২৯৬৭৩৭১৮, ০১৯৭১৯৬০০৭১